Priya Nath Chatterjee

জ্যোতিরিঙ্গণ

Priya Nath Chatterjee

মাসিক পত্র।

তৃতীয় খণ্ড।

দ্বাদশ সংখ্যা একত্রে বাঁধান।

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক
ট্রাকটসোসাইটীর জন্য মুদ্রিত।

১৮৭২।

নির্ঘণ্ট।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। জ্যোতিরিঙ্গণের উক্তি ...	১
২। বীরপুত্রউপাখ্যান ...	২,১৪,২৭,৩৮
৩। যূষফের বিবরণ ...	৪,১৮,৪২, ৫৩,৬৮,৭৪
৪। প্রবাদ মালা ...	৮,২১,৩১
৫। কর্ত্তব্য না করা ...	১০
৬। গোল আলুর গর্ব্ব ...	১৩
৭। রেণ ডিয়ার ...	১৬
৮। ঘুড়ির দুর্ব্বাসনা ...	১৭
৯। মাতৃভক্তি ...	২০
১০। জীবনতরি ...	২৩,৬০
১২। কমল ও কুমুদিনীর বিবাদ ...	২৫
১৩। শজারু ...	২৯
১৪। উপমাবলী ...	৩২,৪৫,৫৮,৬৭
১৫। ডাকের চিঠী ...	৩৫
১৬। জলের কল ...	৩৭
১৭। আমাদের মহারাণী ...	৪০
১৮। ডাক্তর ডফ্ সাহেব ...	৪৭
১৯। পাপবাহী ...	ঐ
২০। মাকড়সা ও মক্ষিকা ...	৪৯
২১। প্রভু ও দাস ...	৫০
২২। লর্ড লরেন্স ...	৫৭
২৩। মৎস্য শিশু ...	ঐ
২৪। কমলা লেবু ...	৬১
২৫। ব্যাধ ও পক্ষী ...	৬২
২৬। ভ্রম সংশোধন ...	৬৫
২৭। টেলর পক্ষী ...	৬৯
২৮। পরিণয় পরিচ্ছদ ...	৭০
২৯। চাসা কি মনুষ্য নয় ...	৭৩
৩০। ভুলোই শেষে ভোলানাথ হবে!	৭৬,৮৬, ৯৮,১১০

বিষয়	পৃষ্ঠা।
৩১। কাউণ্ট বিস্মার্ক ...	৭৯
৩২। পরিত্রাণ রজ্জু ...	৮১
৩৩। যীশু দয়াময় ...	৮৩
৩৪। কেঁদনা! কেঁদন ...	৮৪
৩৫। কড়াই শুঁটি ...	৮৫
৩৬। হস্তি বিষয়ক গল্প ...	৮৯
৩৭। যীশু ...	৯০
৩৮। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ...	৯১
৩৯। মেরি এণ্টোনেটি ...	৯৩
৪০। এক শিশু লইয়া দুই নারীর বিবাদ	৯৫
৪১। সান্ত্বনা প্রার্থনা ...	৯৬
৪২। ময়রার দোকান ...	৯৭
৪৩। পিত্তলের সর্প ...	১০১
৪৪। ভিস্তি ...	১০৩
৪৫। ধর্ম্মসাক্ষী ...	১০৪
৪৬। নবীন সন্ন্যাসী ...	১০৫
৪৭। দাঁড়কাকের দুরাশা ...	১০৯
৪৮। পাখি ধরার জাল ...	১১৩
৪৯। পুরুলিয়া ...	১১৭
৫০। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট	১১৮
৫১। পাকা আঁব ...	১২১
৫২। ঠাকুর দাদার গল্প ...	১২২,১৩৪,
৫৩। আবিসিনিয়ার রাজপুত্র	১২৩
৫৪। ঈশ্বরীয় সজ্জা ...	১২৮
৫৫। প্রলয় ...	১২৯
৫৬। কথাতরঙ্গ ...	১০০,১৪২
৫৭। লর্ড কানিঙ্ ...	১৩১
৫৮। ডেঙ্গুজ্বর ...	১৩৩
৫৯। মান্যবর গ্লাডষ্টোন সাহেব	১৩৭
৬০। ত্রাণ তরুবর ...	ঐ
৬১। পাপ ও পীড়া ...	১৩৯

Priya Nath Chatterjee

জ্যোতিরিঙ্গণ।

জ্যোতিরিঙ্গণের উক্তি !

নহি আমি প্রভাকর প্রখরকিরণ,
দেখিলে পুড়িবে তব কোমল নয়ন।
চাহি না হইতে আমি শশী নিশাকর,
কৃষ্ণ পক্ষে পেতে হয় কষ্ট সুবিস্তর।
নক্ষত্র নহি ত আমি নিশির ভূষণ,
শশীর উদয়ে যার অতি বিড়ম্বন।
খদ্যোতিকা কীট আমি বটী ক্ষুদ্রতর,
বিকাশি কোমল জ্যোতি অতি স্নিগ্ধকর।
নয়ন ভরিয়া হের আমার কিরণ,
নয়ন ভরিয়া মোরে কর নিরীক্ষণ।
বিলাতী তেলের আলো গৃহ আলো করে,
গ্যাসের লাইট্ জ্বলে ধনীদের ঘরে।
সে আলোর মত আমি নহি খরতর,
নয়নের আমি কভু নহি কষ্টকর।
খরতর নহি বটে কিন্তু কাজ চলে,
কীট হয়ে আলো দেই বাখানে সকলে।
আর যত আলো লোকে করে ব্যবহার,
চলে যেতে সাধ্য তার নাহিক কাহার।
যেখানে সেখানে ইচ্ছা করিয়া গমন,
সুকোমল জ্যোতি আমি করি বিতরণ।
মেঘ লোকে উঠিনাকো আছে এক ভয়,
নিষ্ঠুর জলদ মোরে পাছে আচ্ছাদয়।
দল বেঁধে নিশি যোগে বৃক্ষের উপরে,
বসি যবে,আহা মরি, কিবা শোভা করে !
লোকে বলে মুক্তাফল ধরিয়াছে গাছে,
এ হেন প্রশংসা লভে কার শক্তি আছে ?
দুবছর হল আমি পত্রিকার বেশে,
ধর্ম্ম নীতি প্রকাশিয়া ফিরি দেশে২।
বালকের হাতে২ অন্তঃপুরে যাই,
বিদ্যার্থী যুবতীগণে আলোক দেখাই।
ত্রিবিধ আলোক আমি করি বিকীরণ,
ধর্ম্ম, নীতি, প্রীতিকর গল্প বিলক্ষণ।
সকলের প্রতি আমি সমদৃষ্টি করে,
দর্শনী করেছি অল্প সুবিধার তরে।
একটী পয়সা করে দিলে মাসে২,
পাইবে আমার দেখা বসিয়া আবাসে।
চন্দ্র সূর্য্য তারাবলি খদ্যোতিকাগণ,
যাঁহা হতে আলো পেয়ে উজ্জ্বল এমন।
আমা হতে পেয়ে তাঁর কিছু পরিচয়,
পাঠক-হৃদয় যেন আলোকিত হয়।
ধর্ম্ম-সূর্য্য হৃদয়েতে হইলে উদিত,
পাপরূপ অন্ধকার হবে তিরোহিত।

বীরপুত্র উপাখ্যান।

প্রতাপ সিংহ।

বিগত দুই বৎসর আমরা ভারতবর্ষীয় বীরাঙ্গনাদিগের বিষয় প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে বীরপুত্রগণের উপাখ্যান প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রেই অনেক যুদ্ধ ঘটনা হয়, সুতরাং এই দুই দেশের লোকেরা পূর্ব্বকালে অধিকতর বীর্য্যবন্ত ছিলেন। আমরা সম্প্রতি, রাজপুতানার রাজগণ পূর্ব্বকালে মুসলমান সম্রাটদিগের সহিত কিরূপ যুদ্ধ ও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ কিরূপ বীরত্ব ও চিত্তের মহত্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিব; এতৎ পাঠে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষের "বীরজননী" নামটী অমূলক নয়।

সম্রাট্ আকবর চিতোর অধিকার করিলে পর, উদয় সিংহ আর্ব্বলী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান উদয়পুর উদয় সিংহকর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে উদয় সিংহ গোগুন্দা নামক স্থানে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রতাপ সিংহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন।

প্রতাপ সিংহ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু না আছে রাজধানী, না আছে অর্থ; তথাপি তিনি হীনসাহস হইলেন না। তিনি যতই পূর্ব্বপুরুষদিগের শৌর্য্য বীর্য্যের বিষয় পাঠ ও শ্রবণ করিলেন, ততই তাঁহার মনে চিতোর পুনঃপ্রাপ্তির আশা প্রবল হইতে লাগিল। মারবার, আম্বির, বিকানীর ও বুন্দির রাজগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মোগল সম্রাটের শরণাগত হইলেন। প্রতাপের সহোদর কুমার সাগরজিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যবনের অধীন হইলেন। তথাপি তিনি চিতোর উদ্ধার বিষয়ে নিরাশ হইলেন না। রাজপুত কুলতিলক জয়মল ও পট্টর উত্তরাধিকারীগণ তাঁহার সাহায্যার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বীর্য্যবান রাজপুতগণ তাঁহার সাহায্য করণার্থ অগ্রসর হইলেন।

প্রতাপ স্বদেশের হীনাবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি অনেক বার আপনা আপনি বলিতেন, "যদি উদয় সিংহের জন্ম না হইত, তাহা হইলে যবনেরা রাজপুতানায় প্রবেশ করিতে পারিত না!" প্রতাপ আকবরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অধীনস্থ প্রধান২ ব্যক্তিদিগকে নূতন জায়গীর দিয়া বশীভূত করিলেন। এই সময়ে প্রতাপ সিংহ কমলমীর নামক স্থানে ছিলেন। ইহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন ও গোগুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটী পার্ব্বতীয় দুর্গে সৈন্য প্রেরণ করা হইল। তিনি দেখিলেন, এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পঙ্গপাল সদৃশ যবন সৈন্যের সহিত সমভূমিতে যুদ্ধ করা অসম্ভব, এই জন্য আপনার প্রজাদিগকে স্ব২ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আর্ব্বলী পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ করেন। যে সকল রাজারা আকবরের শরণাগত হইলেন, তাঁহাদিগকে তিনি রাজসভায় অত্যন্ত সম্মানিত করিলেন; কিন্তু প্রতাপ সিংহ ঐ সকল রাজাদিগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিলেন না। তিনি মারবার ও আম্বিরের রাজাকে মুসলমান বলিয়া গণ্য করিতেন। এই উপলক্ষে একটী ঘটনার কথা এস্থলে প্রকাশ করা আবশ্যক। এক বার আম্বিরের রাজা মানসিংহ শোলাপুর জয় করিয়া আপনার দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। কমলমীরে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রতাপ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। প্রতাপ সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে প্রতাপ সিংহ আপন পুত্র অমর সিংহের উপর মানসিংহের আহারের আয়োজন করিবার ভার দিলেন। সকলই প্রস্তুত হইল, মানসিংহ আহারার্থ উপবেশন করিলেন, এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিবেশন করিল। তখন তিনি অমর সিংহকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার পিতা কোথায়? আমাদের জাতীয় রীত্যনুসারে তিনি আমাকে পরিবেশন করিলেন না কেন? তখন অমর সিংহ কহিলেন, বাবা বলিয়াছেন, যে রাজপুতেরা মুসলমানদিগের সহিত কন্যা বা ভগিনীর বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহারা মুসলমান, অতএব তিনি মুসলমানকে পরিবেশন করিতে পারেন না। ইহাতে মানসিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আহার না করিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং বলিলেন, শীঘ্রই ইহার প্রতিফল দিব।

শীঘ্রই যুদ্ধের আয়োজন হইল। আকবরের পুত্র মানসিংহের ভাগীনেয় সেলিম, মানসিংহ স্বয়ং ও সা-

পরজির মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী পুত্র মহব্বত খাঁ সেনাপতি হইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ প্রতাপ সিংহ জয়ী কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া আর্ব্বলীর নিবিড় প্রদেশে পলায়ন করিলেন। এই যাত্রায় তাঁহার ভ্রাতা সাগরজির দ্বারা তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। প্রধান২ রাজপুতগণ এই যুদ্ধে হত হন।

এখন প্রতাপ এককালে নিরুপায়। পর্ব্বতের গহ্বর, ও বৃক্ষতল তাঁহার আশ্রয় স্থান হইল। আকবরের সৈন্যগণ তাঁহার অনুসন্ধানার্থ সেই বন মধ্যে প্রবেশ করিল। পাছে শত্রু-সৈন্যগণ অনুসন্ধান পায়, এই ভয়ে তিনি এক স্থলে অধিক দিন থাকিতেন না। এই ভাবে বৎসরেক গত হইল। শেষে তাঁহার এত কষ্ট হইল যে কোন কোন দিন অনাহারে থাকিতে হইত। এক দিন তাঁহার পুত্র কন্যাগণ,একটী ক্ষেত্র হইতে গম সংগ্রহ করিয়া আনে। রাজমহিষী তাহা-কোন প্রকারে গুঁড়া করিয়া বড়২ দুই খানি রুটী প্রস্তুত করিয়া দেন, এক খানি রুটি সকলে মিলিয়া দুই প্রহরে আহার করিয়া অন্য খানি বৈকালের আহারের জন্য বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া দেন। কিয়ৎকাল পরে রাজকন্যা আসিয়া কহিলেন, বাবা, সে রুটি খানি নাই, ইন্দুরে লইয়া গিয়াছে। রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অবশেষে পরিবারের কষ্ট নিবারণার্থ আকবরের সহিত সন্ধি করাই স্থির করিলেন।

যূষফের বিবরণ।

১ অধ্যায়।

যাকূব্, ইব্রাহীমের পৌত্র ও ইস্হাকের পুত্র ছিলেন। তিনি এক জন ঈশ্বরপরায়ণ এবং পরমধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি কিনান্ দেশে বাস করিতেন। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র ছিল। বিন্যামীন্ সর্ব্বকনিষ্ঠ, যূষফ তাঁহার জ্যেষ্ঠ, এবং তাঁহা অপেক্ষা আর দশ জন জ্যেষ্ঠ ছিলেন। যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি, সেই সময়ে বিন্যামীন শিশু, কিন্তু যূষফের বয়স সতের বৎসর ছিল। যূষফ্ অতি উত্তম বালক ছিলেন, তাঁহার স্বভাব এবং চরিত্র বড় ভাল ছিল। তিনি অল্পবয়স্ক বালক হইয়াও ঈশ্বরকে ভয় করিতেন এবং ভাল বাসিতেন, এবং প্রত্যহ তাঁহার কাছে

প্রার্থনা করিতেন। তিনি আপন পিতাকেও অত্যন্ত প্রেম এবং সম্মান করিতেন। তাঁহার মাতা এই সময়ে জীবিত ছিলেন না,—বিন্যামীনের জন্মের অল্পক্ষণ পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। যাকূবের প্রথম দশ পুত্রের স্বভাব ও ব্যবহার অতিশয় মন্দ ছিল, সুতরাং তিনি যূষফ্কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহার বয়স অল্প বলিয়া তাঁহাকে নানা বর্ণের এক উত্তরীয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা এই কারণ তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কেমন অন্যায় ব্যবহার!

যূষফ্ অত্যন্ত সৎস্বভাব ও সরলচিত্ত বালক ছিলেন,এই নিমিত্ত তাঁহার দুষ্ট ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলেও, তিনি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন,এবং যখন যাহা শুনিতেন বা দেখিতেন, তাঁহাদের নিকটে যাইয়া বলিতেন। একদা তিনি তাঁহাদের কাছে গিয়া কহিলেন, "আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা শুন। দেখ,আমরা ক্ষেত্রে আটি বাঁধিতে ছিলাম, তাহাতে আমার আটি উঠিয়া দাঁড়াইলে, তোমাদের আটি সকল আমার আটিকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া প্রণাম করিল।" ইহা শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতারা অতিশয় ক্রুদ্ধ

হইয়া কহিলেন, "তুই কি আমাদের রাজা হবি? আমাদের উপরে কি কর্ত্তৃত্ব করবি?" এই সময় হইতে যূষফের প্রতি তাঁহাদের দ্বেষভাব আরো বৃদ্ধি হইল।

কিছু দিন পরে নির্দ্দোষ যূষফ্ পুনরায় ভ্রাতাদের কাছে গিয়া কহিলেন, "আমি আর এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখ, সূর্য্য, চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমাকে প্রণাম করিল।" যাকূব্ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি চমৎকৃত হইয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "তুমি এ কেমন স্বপ্ন দে-

খিয়াছ ? আমি ও তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া কি তোমাকে প্রণাম করিব ?" হয় ত ঈশ্বর যূষফ্‌কে এই স্বপ্ন দেখাইয়াছেন এবং যথাসময়ে সফল করিবেন, যাকূব্ আবার ইহাও ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় স্বপ্নের কথা শুনিয়া, যূষফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের ঈর্ষ্যা ও রাগের আর পরিসীমা রহিল না। ঈর্ষ্যা অত্যন্ত মন্দ বস্তু ; ইহা আমাদের মনে উদয় হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং আমাদিগকে অনেক অন্যায় ও ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। আমাদের কাহারও অন্তরে ইহা যেন স্থান না পায়, এবং পাইলে যেন শীঘ্র দূর করিতে পারি, এজন্য নিত্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া যূষফের ভ্রাতারা কি প্রকার নিষ্ঠুর এবং ভয়ানক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, শুন।

যাকূবের অনেক পশুপাল ছিল। এক সময়ে গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে যথেষ্ট চরাণী না থাকাতে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা পশুপাল চরাইবার নিমিত্ত দূরস্থ প্রান্তরে গমন করেন। যূষফ্ এবং বিন্যামীন পিতার সহিত গৃহে থাকেন। কএক দিন গত হইলে, যাকূব্ যূষফ্‌কে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি যাইয়া তোমার ভ্রাতৃগণ ও পশুপাল ভাল আছে কি না, দেখিয়া আসিয়া আমাকে বল।" যূষফ্ পিতার একান্ত বশম্বদ পুত্র ছিলেন ; সুতরাং পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বে ভ্রাতাদের কুশল জানিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। ভ্রাতারা দুষ্ট হইলেও, পুনঃ২ তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও—তাঁহার মনোকষ্ট জন্মাইলেও, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল, তাঁহাদের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য করিতে তিনি কখন ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার ভ্রাতারা অনেক দূরে প্রান্তরের মধ্যে গিয়াছিলেন, জানিতেন, তথাচ পিতার আজ্ঞা পাইয়া ভ্রাতৃস্নেহ-পরবশ হইয়া তিনি একক তাঁহাদের অন্বেষণে গমন করিলেন। অনেক পরিশ্রমের পর, যে স্থলে তাঁহাদের থাকিবার কথা ছিল, যূষফ্ সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিলেও, উদ্দেশ পাইলেন না। এমত সময়ে এক জন মনুষ্য তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার অন্বেষণ করিতেছ ? তিনি কহিলেন, আমি আমার ভ্রাতাদের অন্বেষণ করিতেছি। তাঁহারা কোথায় পশুপাল চরাইতেছেন, তুমি কি বলিতে পার ? সে তাঁহাকে বলিয়া দেওয়াতে, তিনি অনেক কষ্টের পর তাঁহাদের উদ্দেশ পাইলেন। যূষফ্‌কে দূরে আসিতে দেখিয়া, তাঁ-

হার ভ্রাতারা পরস্পর কহিলেন, "ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক আসিতেছে ! আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দি ; পরে কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে বধ করিয়াছে, পিতাকে এই কথা কহিব ; তাহাতে তাহার স্বপ্ন সকলের কি হয়, তাহা দেখা যাইবে।" ইহা শুনিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রূবেন্ বলিলেন, "তোমরা উহাকে বধ না করিয়া বরং এই গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দেও।" রূবেন্ অন্যদের মত নিতান্ত পাষণ্ড ছিলেন না। ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিয়া সুযোগক্রমে গোপনে গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া পিতার নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবার মানসে, তিনি এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। রূবেনের কথা শেষ না হইতে হইতেই, পথশ্রান্ত যূষফ্ সহাস্য বদনে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহের মঙ্গল সংবাদ দিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। কিন্তু হায় ! তাঁহারা তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া, দেশের রীত্যনুসারে তাঁহাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন বা চুম্বন না করিয়া, পথশ্রান্ত ম্লানবদন দেখিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে না বলিয়া, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি বিন্দু মাত্র স্নেহ প্রকাশ না করিয়া, সেই শয়তানসম নৃশংস পাষণ্ডেরা তাঁহার গাত্রহইতে বিবিধবর্ণের উত্তরীয় বস্ত্রখানি খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে ধরিয়া এক গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। আহা ! দুর্ব্বল, নিরুপায়, অল্পবয়স্ক যূষফ্ কত কাঁদিলেন, কত মিনতি করিলেন, কত পায়ে পড়িলেন, কিছুতেই সেই নিষ্ঠুরহৃদয় ভ্রাতাদের মনঃপরিবর্ত্তন

হইল না। তাঁহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ

করিয়া, তাঁহারা সচ্ছন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন! সুকুমার যূষফের মন্ দুঃখ এবং ভয়ে বিদীর্ণ হইল,—"হা পিতঃ! যো পিতঃ" বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন! আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না, আর পিতার মুখ দেখিতে পাইবেন না, অনাহারে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, যূষফের মন কেবল এবম্প্রকার চিন্তায় অস্থির হইল। হায়! তাঁহার মনের অবস্থা কে সমুচিতরূপে বর্ণন করিতে পারে?

পাঠক! ঈশ্বর কি যূষফের দুঃখের প্রতি মনোযোগ করিবেন না? তিনি কি তাঁহার কাতরোক্তি শুনিবেন না? তাঁহার অশ্রুধারা দেখিয়া কি দয়া করিবেন না? তিনি কি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরুপায়ের উপায়; দুর্ব্বলের বল নন?

প্রবাদ-মালা।

১। পেটুকের পেটই ঈশ্বর।

বাঙ্গালিরা ঔদরিককে উদরসর্ব্বস্ব বলিয়া থাকেন। মিশরবাসীরা শরীরের পূতিসিরসন ক্রিয়াকালে সমুদায় পাপের কারণ বলিয়া উদর নদীতে নিক্ষেপ করিতেন। বিমান বলিয়াছেন, উদরের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হও কেন? উদর আছে বলিয়াই গিরিগুহাবাসী ভেক তোমার সদৃশ হইয়াছে। মাংস স্বয়ং পাপময় নহে। মাংসাহারে অত্যন্ত ইচ্ছা,(মথি ১৫; ১১।) বিলাসবস্তু ভোজনে লোলুপতা, (গণনা ১১; ৪।) অসময়ে আহার,(উপদেশক ১০; ১৬,১৭।) এবং অতিভোজন; (লূক ২১;৩৪।) এই সকলে বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়। (হিতোপদেশ২৭; ৭,২৩,২১।) সুলেমান বলিয়াছেন, যদ্যপি তুমি ক্ষুধায় অধীর হও, তাহা

হইলে গলদেশে ছুরিকা প্রদান কর। ক্ষুধাই ইস্হাকের বাগুরা হইয়াছিল। (আদিপুস্তক ২৫; ২৮, ২৭।) এসৌরও ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। (আদিপুস্তক২৫;৩০।) কিন্তু দানিয়েলের এরূপ হয় নাই। (দানিয়েল ১; ৮—১৬।)

২। কলহের প্রারম্ভ জলনিঃসরণের সদৃশ। উপদেশক ১৭;১৪।

জলাধার হইতে জল নিঃসারণ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সেতুর মধ্যে একটী স্বল্প পরিসর খাত খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা ইতিমধ্যেই কত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে!

চাণক্য বলিয়াছেন, ঋণ পরিশোধ আর অগ্নিনির্ব্বাপণ উভয়ই সমান। পীড়ার প্রতিকার করা উত্তম, কারণ উহা বৃদ্ধি পাইলে আর নিবারিত হইবে না। বাঙ্গালিরা বলেন, সূচ হয়ে সেঁধোনা আর ফাল হয়ে বেরোনা! এক ফোটা চোনায় এক কলসী দুগ্ধ নষ্ট হয়। একটী ইতালীয় প্রবাদ আছে, যদ্যপি তুমি একটী বৎসতর ধারণ কর, তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার উপরে একটী গরু স্থাপিত হইবে। স্পানীয়েরা বলেন, আমাকে বসিতে দেও, আমি অতি শীঘ্রই শয়নের স্থান করিয়া লইব। দানিয়েল রাজভোজ্য মাংসও গ্রহণ করিলেন না। (দানিয়েল ১;৪-১৬।) আয়ূব স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। (আয়ূব ১১; ১।) দায়ূদ যদি বাৎসিবার বিষয়ে এইরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। পাপ প্রথমতঃ লূতাতন্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু শীঘ্রই রজ্জুসম হইয়া উঠে।

৪০। দুরাত্মারাই জলশূন্য মেঘের সদৃশ। যিহূদা ১২, ১৩।

ছায়া দিয়া থাকে বলিয়া বারিবিহীন মেঘ কিঞ্চিৎ উপকারক বটে, কিন্তু ইহা জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে না। জলপূর্ণ মেঘসকল স্বর্গের বোতল বলিয়া কথিত হইয়াছে। (আয়ূব ৩৮; ৩৭।) বারিবিহীন মেঘ শূন্য, সুতরাং অনায়াসেই স্থানান্তরিত হয়। ভারতবর্ষে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষ হইলে এইরূপ দেখা যায়। ইহারা নভোমণ্ডল অন্ধকারাবৃত করে বলিয়াই, প্রভুর দিবস মেঘ ও অন্ধকার রূপে কথিত হইয়াছে। কারণ তৎ-

কালে দুর্দ্দিন ও বিদ্যুৎ হইয়া থাকে। মেঘ সকল ঈশ্বরের রথ। তিনি স্বীয় মুষ্টিতে বায়ু ধারণ করেন। খ্রীষ্ট যেমন মরু মধ্যে মেঘময় স্তম্ভ হইয়া আপন জনগণের অধিনেতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিই এই মেঘের স্তম্ভস্বরূপ।

কর্ত্তব্য না করা।

কোন এক ব্যক্তির উৎকটপীড়া হইয়াছিল। ক্রমে তাহা এত বৃদ্ধি হইল, যে তাঁহার বাঁচিবার প্রায় কোন আশা রহিল না। কিন্তু চিকিৎসক বলিলেন, কেবল একটী ঔষধ সেবন করা হয় নাই, করিলে পীড়া নিশ্চয় আরাম হইবেক। তিনি আরও কহিলেন, পীড়িত ব্যক্তির জীবন রক্ষার এই অনন্য উপায়, ইহা সত্বর অবলম্বন না করিলে, নিঃসন্দেহ মরিবেন। রোগী চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করিলেন বটে, কিন্তু তদনুসারে কর্ম্ম না করাতে অল্প দিনের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

একদা প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এক জন অপরাধী কারাগার মধ্যে নিরাশ হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার দোষ স্পষ্ট রূপে সাব্যস্ত হইয়াছিল। দণ্ড ন্যায়ানুগত ছিল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই যে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইবে,সে ইহা নিশ্চয় জানিত। পলায়নেরও কোন উপায় ছিল না। ফাঁসীকাষ্ঠ প্রস্তুত হইয়াছিল,—কখন তাহাকে লইয়া গিয়া ফাঁসী দিবে, সে তাহাই ভাবিতেছিল। এমত সময়ে, রাজার নিকট হইতে এক জন দূত আসিয়া কহিলেন, রাজার অনন্য প্রিয় পুত্র,তাহার নিমিত্ত ক্ষমা ক্রয় করিয়া বিনামূল্যে দান করিতে প্রস্তুত আছেন। অপরাধীকে কেবল একটী কর্ম্ম করিতে হইবে,—রাজপুত্রের নামে, রাজার নিকট হইতে নম্রভাবে ক্ষমা যাচ্ঞা করিতে হইবে। সেই দুর্ভাগা মনুষ্য, এই সুসমাচার সত্য বলিয়া বিশ্বাস, রাজার অনেক প্রশংসা এবং রাজপুত্রের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল, কিন্তু ক্ষমা যাচ্ঞা করিল না! রাজপুত্র, কয়েক দিন বিলম্ব করিয়া অবশেষে কারাগারে গিয়া, তাহার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিতে তাহাকে অনেক অনুরোধ এবং মিনতি করিলেন। অপরাধী বলিল, আমি করিব, কিন্তু কোন মতেই করিল না; সুতরাং কিছু দিন পরে সেই ফাঁসীকাষ্ঠে আপনার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি ভোগ করিল।

এক জন মনুষ্য জলমগ্ন হইয়া,প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। সে যাহা কিছু সম্মুখে দেখিল, হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাই এককালে ধরিল। সে এক বার কতকগুলি খড়, অন্যবার টুকরা কাষ্ঠ দেখিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে ধরিল, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার কোনই উপকার হইল না। আর কিছুক্ষণ যেন ভাসিয়া থাকিতে পারে, সে প্রাণপণে এমত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে তাহার বল হ্রাস, হস্ত পদ স্পন্দরহিত, এবং চক্ষুর্দ্বয় অন্ধকারপ্রায় হইতে লাগিল, এবং সে আস্তে২ ডুবিতে আরম্ভ করিল। ঠিক এই সময়ে তীর হইতে দুই জন মনুষ্য তাহার সম্মুখে এক গাছি রজ্জু ফেলিয়া দিলেন। তাহার চক্ষে যেন নূতন তেজ, সমস্ত শরীরে যেন নূতন বল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দেখ,—রজ্জু তাহার চক্ষের সম্মুখে, তাহার হস্তের অনতিদূরে পড়িয়া রহিয়াছে! সে আপন আসন্ন বিপদ জ্ঞাত ছিল, রজ্জু টী অবিলম্বে ধরিতে উপরিস্থিত লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে বলিতেছিলেন; সে

ধরিলেই বিপদ হইতে নিস্তার পাইবে, নিশ্চয় জানিত, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাহা ধরিল না! দেখিতে২ সে চীৎকার শব্দ করিয়া, জল মধ্যে অদৃশ্য হইল।

পাঠক! তোমারা হয় ত উপরোক্ত ঘটনা কয়েকটী,কপোলকল্পিত বলিয়া অবিশ্বাস করিবে,—বলিবে, নিতান্ত উন্মাদ ব্যক্তিকেও প্রায় এরূপ আত্মহত্যা করিতে দেখিতে পাওয়া

যায় না। আচ্ছা,তোমার মতে মনুষ্য আপন শারিরীক জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন বিষয়ে, শৈথিল্য প্রকাশ করে না। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ে কি রূপ ব্যবহার করে, বিবেচনা করিয়া দেখ। শরীরের পতন ত এক দিন হইবেই হইবে,আজ্ হৌক,কাল্ হৌক,দশ দিন বা দশ বৎসর পরে হৌক,মাটীর শরীরকে মাটী হইতে হইবে। কিন্তু অমর আত্মার বিষয়ে মনুষ্য সচরাচর কি করিতেছে, এক বার ভাবিয়া দেখ। উপরোক্ত দৃষ্টান্তত্রয়ে উল্লিখিত ব্যক্তিরা কিছু না করিয়াই অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট একমাত্র উপায় অবলম্বন করিতে অবহেলা করিয়াই আপনাদের জীবন হারাইল। আপনাদের কর্ত্তব্য করিতে অবহেলা করা প্রযুক্তই তাহারা প্রাণ হারাইল!

বিপন্ন মনুষ্যের নিকটে পরমেশ্বরের পরিত্রাণসূচক সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে। খ্রীষ্টই মনুষ্যের অনন্য ত্রাণকর্ত্তা। তিনি মনুষ্যকে পাপ রোগ হইতে আরোগ্য এবং শয়তানের কারাগার হইতে মুক্তিদান ও এই তরঙ্গাকুলিত ভবসাগর হইতে নিস্তার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিনি ক্রুশে আপন জীবন দিয়া নিস্তারের আয়োজন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিলেই আমাদের রোগ দূর এবং অপরাধ মার্জ্জনা হইবেক, ও আমরা নির্ব্বিঘ্নে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গের মনোহর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইব। এই সকল জানিয়া ও বুঝিয়াও যদি আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস না করি ও তাঁহার চরণ একান্ত মনে না ধরি,তবে আমরা উপরোক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় আমাদের দোষেই নিজ২ আত্মার পরিত্রাণ হারাইব,—এক গুরুতরভাবে আত্মহত্যা করণের ভয়ানক অপরাধে অপরাধী হইব। আমাদের কর্ত্তব্য না করাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। পাঠক! সাবধান, ঈশ্বরের দয়া আর অবজ্ঞা করিও না,—খ্রীষ্টের চরণে এককালে আসিয়া আশ্রয় লও।

ধন্যবাদ কর তাঁরে।
নিজ কলেবর দানে যে জন পাপী উদ্ধারে।
১ তব পরিত্রাণ লাগি, যিনি কত দুখভাগী,
হও তাঁতে অনুরাগী, মিনতি এই তোমারে।
২ বৃথা কাল হরিতেছ, নিজ কাল করিতেছ,
নাহি তাঁরে স্মরিতেছ,আছ পড়ি এসংসারে।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

গোল আলুর গর্ব্ব।

ইংরাজের সঙ্গে২ দূর দেশ হতে,
উড়ে এসে জুড়ে আমি বসেছি ভারতে।
আমেরিকাখণ্ড মম আদি বাসস্থান,
নূতন পৃথিবী বলি যার এত মান।
কিন্তু এবে নানা দেশ করে অধিকার,
আপনার আধিপত্য করেছি বিস্তার।
যে জাতি ফরাশিগণে হারাইল রণে,
সে জাতি প্রণত সদা আমার চরণে।
ভাতের প্রয়াসী যথা বাঙ্গালীর দল,
আইরিসের সেই রূপ আমিই সম্বল।
ইউরোপে প্রতি ঘরে আমার আদর,
রাজা প্রজা সবে মানে, সম্মান্ বিস্তর।
আমারে বয়েল করে বিফ্ রোষ্ট দিয়া,
ছেলে বুড় সবে খায় চিবিয়া চিবিয়া।
তাহাতে আবার যদি অঙ্গে মাখে রাই,
গৌরাঙ্গে চন্দনসম বড় শোভা পাই।
ভারতের রাজধানী কলিকাতা ধাম,
ঘরে২ শুন গিয়া আমার খোস্নাম।
নানাবিধ তরকারি হেথা বটে ফলে,
তথাপি আমারে মান্য করয়ে সকলে।
যতনে রাখিলে মোরে বার মাস পায়,
ভাজা ভাতে কতমতে লোকে মোরে খায়।
বেগুণের সঙ্গে মিশে থাকি শীতকালে,
পটলের সঙ্গে ভাব বেগুণ ফুরালে।
বাঙ্গালী বিলাসী জাতি, ভাল খেতে জানে,
ছাড়িয়ে কুটিয়ে মোরে রাঁধে সাবধানে।
কিবা ঝোলে কি অম্বলে করি বিচরণ,
চর্চ্চরিতে শুষ্ক দেহ সুতার কেমন!
চাকা চাকা করে যদি ছাঁকা তেলে ভাজে,
জিলাপী পালায় দূরে হেরে মোরে লাজে।
কৃপণ গৃহিনীগণ যে ঘরে বিরাজে,
অল্প তেলে জল দিয়া তারা মোরে ভাজে।
কাজেই সোনার অঙ্গ জ্বলে পুড়ে যায়,
নিজদোষে পোড়ামুখে পোড়া আলু খায়।
আলু ভাতে মেখে কেহ কাঁচা লঙ্কা দিয়া,
দুরেক চেলের ভাত দেয় উড়াইয়া।
কল্‌কেতার ক্লাইমেট সহিতে না পারি,
তাই বৈদ্যবাটী ধামে আমার কাচারি।
আলু পোস্তা নামে স্থান ভাগীরথী তটে।

সহরে আমার সেই বাসাবাটী বটে।
আপনার রাজ্য করি আপনি শাসন,
রাজার উচিত নয় প্রজার পীড়ন।
না হলে, প্রজার ঘাড়ে বোঝা চাপাইয়া,
শিমলা পর্ব্বতে আড্ডা করিতাম গিয়া।
মাচ মাংস লুচি রুটি যতেক প্রকার,
সকলের সঙ্গে করি আহার ব্যাভার।
আর দেখ, জাতিভেদ মানি না কখন,
সকলের ঘরে আমি করি পদার্পন।
সরল আচার মম সরল ব্যাভার,
মনে এক মুখে আর নাহিক আমার।
নিরামিশভোজী যত কৈশবের দল,
আমিই তাদের হই প্রধান সম্বল।
কেশবের মত আমি সুনাম না চাই,
অথচ সম্মান্ মম সকলের ঠাঁই।
যে কেশবে মানে এত নব ব্রাহ্মগণ,
সে কেশব মম গুণে ধরিছে জীবন।
পরীক্ষাতে ফেল হয় যত সব ছোঁড়া,
তারাই অধিক দেখ কেশবের গোঁড়া।
আবার দুদিন পরে বিষয়ী হইয়া,
"দয়াল প্রভুর" পানে না চায় ফিরিয়া।
কিন্তু দেখ, ছেলে বুড় যুবকযুবতী,
সবে মোরে চিরকাল ভালবাসে অতি।
মজিয়া আমার প্রেমে যশুরিয়াগণ,
মস্তকে বহিয়া সদা করিছে ভ্রমণ।
উড়ে নারীদের মত গায়ে হল্‌দি মাকি,
মদের দোকান পাশে আমি বসে থাকি।
আলু দম বলে তারে সুরাপ্রিয় জন,
মুখে দিলে বড় খুসী মাতালের মন।
সুবর্ণ বনিকগণ নহে মাংসাহারী,
আমিই তাদের ঘরে প্রধান তর্‌কারী।
ঘি মসলা দিয়া মোরে যতনে রাঁধিয়া,
কসিয়া রসিয়া খায় হাত রুটি দিয়া।
অতএব যা বলিনু, ভেবে দেখ মনে,
আমারে সম্মান্ করে ছোট বড় জনে

বীরপুত্র উপাখ্যান।

প্রতাপসিংহ।

(গতবারের শেষ।)

প্রতাপ সিংহ কেবল পরিবারের কষ্ট নিবারণ ইচ্ছায় নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এক পত্র লিখিয়া আকবরের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আকবর পত্র পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মন্ত্রিদিগকে ডাকাইয়া কিরূপে সন্ধি করা যাইবে, প্রতাপ সিংহকে কিরূপ সম্মান্ দত্ত হইবে, এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিকানীরের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বী সিংহ সম্রাট্ আকবরকে বলিলেন, "আমার বোধ হয় না যে প্রতাপ সিংহ এই পত্র লিখিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানি, তিনি কখনও সন্ধি করিবেন না। অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রবঞ্চিত করণাভিপ্রায়ে এই পত্র লিখিয়া থাকিবে। অতএব আমি প্রতাপ সিংহকে পত্র লিখিয়া ইহার সত্যাসত্য জ্ঞাত হই।" আকবর ইহাতে সম্মত হইলেন। পৃথ্বী সিংহ জানিতেন যে প্রতাপ সিংহ বিপদে পড়িয়া বাস্তবিকই সন্ধি প্রার্থনায় পত্র লিখায়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে এইরূপ কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্ত করণ মানসে তিনি আকবরের সাক্ষাতে উক্ত রূপ বলিলেন। অতঃপর পৃথ্বী সিংহ নিম্ন লিখিত ভাবে একটী কবিতা লিখিয়া প্রতাপসিংহের নিকট পাঠাইলেন।

"হিন্দুরাই হিন্দুদিগের আশাভূমি; কিন্তু রাণা তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতেছেন। প্রতাপ সিংহ না থাকিলে, এত দিন আকবর সকলকেই জব্দ করিত। আমাদিগের প্রধান ব্যক্তিরা আপনাদের বীরত্ব হারাইয়াছেন, আমাদিগের স্ত্রীদিগের অপমান হইয়াছে। আকবর দালালি করিতে বসিয়াছে, সে সকলকেই ক্রয় করিয়াছে, কেবল উদয় সিংহের পুত্রকে পারে নাই। তাঁহার মূল্য দিবার শক্তি আকবরের নাই। অবশেষে চিতোর কি এই বাজারে বিক্রয় হইতে আসিবে? সকলেই যবনের পদানত, প্রতাপ সিংহ আর কোন্ রাজপুতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন? তিনি যে নিজ বাহুবলে এত দিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন, সেই বাহুবল, সেই তরবারিই তাঁহার অনন্য সহায়। ইহা দ্বারা তিনি এক দিন এই যবনকে পরাজয় করিতে পারিবেন, এ চিরজীবী নয়; তখন সমস্ত রাজপুত প্রতাপের শরণাগত হইবে, কেননা, তিনিই প্রকৃত ক্ষত্রিয়। রাজপুতগণের উদ্ধারসাধন প্রতাপের কার্য্য, সকলেই তাঁহার নিকট এই প্রত্যাশা করেন।"

এই পদ্যটী পাঠ করিয়া প্রতাপের বল দ্বিগুণ হইল। আকবরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অনুতাপ করিলেন।

অতঃপর তিনি আর্ব্বলী পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিন্ধুনদের দিকে গমনের ইচ্ছা করিলেন, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার ইষ্টদেবতা (গুরু) সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি যুদ্ধের ব্যয়ার্থ প্রদান করিলেন, প্রতাপ সিংহের অর্থের অভাব দূর হ-

ইল। পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। পঁচিশ সহস্র সৈন্য লইয়া প্রতাপ সিংহ দেবতীয় নামক স্থান আক্রমণ ও সেনাপতি সাবাজ খাকে পরাজয় করিলেন। এই রূপে আমাইত, কমলমির প্রভৃতি স্থান প্রতাপের অধিকৃত হইল। অবশেষে ১৫৩০ অব্দে তিনি চিতোর ও আম্বির ব্যতীত সমস্ত মেওয়ার দেশ অধিকার করিলেন।

পিসুনা নদীর তীরে প্রাতাপ সিংহ কয়েকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, চিতোর অধিকার না করিয়া অট্টালিকায় বাস, ও পর্য্যঙ্কে শয়ন করিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারিলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শারীরিক পীড়া-নিবন্ধন প্রতাপসিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

প্রতাপ মরিয়াছেন বটে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত রাজপুতানায় তাঁহার নাম ও কার্য্যকলাপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রতাপসিংহের ন্যায় স্বদেশপ্রিয় রাজা ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

রেন্-ডিয়ার।

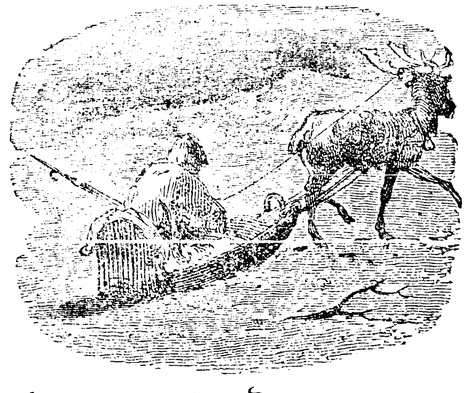

উপরে যে চিত্রটী প্রকাশ করা গেল, উহা এক জাতীয় হরিণের চিত্র। যদিও এই জাতীয় হরিণ অতিশয় সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত নয়, তথাপি ইহারা মানুষের অতীব প্রয়োজনীয়। ইহাদের মাংস অতিশয় সুস্বাদ; ইহাদের লোমে শীতবস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং ইহারা মানুষের গাড়ী টানিয়া থাকে। ইহাদের শৃঙ্গ অতিশয় সুন্দর। ইহাদের মুখ লোমে আবৃত, অন্য জন্তুর এরূপ নহে। ইহাদের মস্তক বড়, কিন্তু সুগঠন নহে। ইহাদের গলা খাট এবং দৃঢ়। ইহাদের শৃঙ্গ বাঁকা। ইহাদের পায়ের খুর এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, যে ইহারা ইচ্ছামত বিস্তৃত ও সঙ্কোচিত করিতে পারে। যখন ইহারা বরফের উপর দৌড়িয়া চলে, তখন খুর বিস্তার করিয়া থাকে। শীতকালে ইহাদের শরীরের রোম সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একজন মানুষ যদি একটী রেন্‌ডিয়ারের চামড়া শরীরে জড়ায়, তাহা হইলে শীতপ্রধান উত্তর মহাসমুদ্রের তীরে থাকিলেও তাহার শীত বোধ হইবে না। এই জন্তু পৃথিবীর উত্তরাংশে পাওয়া যায়। ককেশশ ও ইউরাল পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেও বিস্তর রেন্‌ডিয়ার থাকে। কিন্তু লাপলাণ্ড দেশে ইহারা অধিক প্রয়োজনীয়। সে দেশে এই জন্তু না থাকিলে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইত, এমন কি, লোকে আহারাভাবে মরিত। এই দেশের লোকেরা ইহার মাংস খায় ও দুগ্ধ পান করে।

ঘুড়ির দুর্ব্বাসনা।

কাগজের ঘুড়ি এক বাতাসের ভরে,
একদা উড়িতেছিল বিমান উপরে।
উচ্চে উঠি মনে তার গৌরব হইল,
আপনা আপনি তাই কহিতে লাগিল।
"কেমন উঁচুতে আমি উঠেছি এখন,
ঊর্দ্ধ দৃষ্টে মম পানে চেয়ে কত জন।
স্বাধীন হতেম যদি সুত কেটে যেত,
তবে কি আমারে কেহ দেখিবারে পেত?
ঠেলিয়া মেঘের মালা চলে যাইতাম,
গগনে কোথা কি থাকে খুঁজে দেখিতাম।
কিন্তু হায়, বন্দীসম কাটাই জীবন,
ইচ্ছামত পারিনা কো করিতে ভ্রমণ!
সুত বাঁধা না থাকিত যদ্যপি কোমরে,
ইচ্ছামত উড়িতাম স্বাধীন অন্তরে।"
এই বলে লাফা লাফি করিলেক যেই,
অমনি বন্ধনসুতা ছিঁড়িলেক তেই।
করিল বিস্তর চেষ্টা উড়িয়া যাইতে,
যতই করিল চেষ্টা, লাগিল পড়িতে।
বহিতে আপন ভার অক্ষম হইল,
পাগলের মত সে যে উড়িতে লাগিল।
ঝঞ্ঝা সমীরণ শেষে আপনার বলে,
ঘাড়ে ধরে ধাক্কা মেরে ফেলিল ভূতলে।
অরে বোকা ঘুড়ি তোর পক্ষ দুটী নাই,
কেমনে উড়িবি বলি করিলি বড়াই?
ওহে প্রভো পরমেশ জগদধিকারি,
মম মন ঘুড়িসম অতি অহঙ্কারী।
তোমার বলেতে সে যে সদা বলবান্,
সে কথাটী ভুলে গিয়ে করে অভিমান।
মনেতে দুরাশা যবে সুপ্রবল হয়,
ছাড়িতে তোমারে সে যে বাসনা করয়।
দয়া কর্য্যে পরমেশ, রেখ মোরে ধর্য্যে,
দেখ, যেন আমি কভু নাহি যাই পড়্যে!
তোমা ছাড়া হলে পরে মরিব পড়িয়া,
অতএব কভু মোরে দিও না ছাড়িয়া।

যূষফের বিবরণ।

২ অধ্যায়।

যূষফের দাসত্ব।

যখন ভ্রাতারা সকলে মিলিয়া আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে এক দল লোক উষ্ট্রে চড়িয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে।

ইহারা অতি দূরদেশবাসী ব্যবসায়ী লোক। ইহারা নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া মিশর দেশে বিক্রয় করিবার জন্য যাইতেছিল। বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত বটে, কিন্তু ইহারা বড় সৎ লোক ছিল না।

এই লোকেরা নিকটবর্ত্তী হইলে ভ্রাতাদের মধ্যে একজন কহিলেন, "এস ভাই, আমরা যূষফকে ইহাদের নিকট বিক্রয় করি, কেননা সে আমাদের ভাই ভাইকে মারিয়া ফেলা ভাল নয়; আর বিক্রয় করিলে কিছু টাকাও পাওয়া যাইবে।" অন্য ভ্রাতারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা যূষফকে গর্ত্ত হইতে তুলিয়া সেই ইস্মায়েলীয় বণিকদের নিকট ২০ টাকা মূল্য লইয়া বিক্রয় করিলেন। বণিকেরা যূষফকে লইয়া আপনাদের পথে চলিয়া গেল। তখন ভ্রাতারা পরস্পর কহিলেন, "পিতা

যখন যূষফের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা কি বলিব? এই বলিব, আমরা তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু তাহার উত্তরীয় বস্ত্র মাটীতে পড়িয়াছিল, দেখিয়া তুলিয়া আনিয়াছি।" তাহার পর তাঁহারা একটা ছাগবৎস মারিয়া তাহার রক্ত ঐ কাপড়ে মাখিলেন, এবং কহিলেন, "পিতাকে এই রক্ত মাখা কাপড় দেখাইয়া কহিব, বোধ হয়, যূষফকে কোন বন্য পশুতে বধ করিয়াছে।" কি নিষ্ঠুর কর্ম্ম! এরূপ নির্দ্দয় কর্ম্ম করিয়া কি উহাঁদের মনে সুখ বোধ হইয়াছিল? না; কেননা ঈশ্বর উহাঁদিগের মন্দ কর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, সুতরাং উহাঁরা সুখী হইতে পারিলেন না। উহাঁরা মনে মনে বড়ই অসুখী ছিলেন। কিন্তু যূষফ বিক্রীত হইয়াও উহাঁদের ন্যায় অসুখী ছিলেন না, কারণ ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

বৃদ্ধ যাকূব পুত্রদিগের জন্য চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহাদিগকে মেষপাল সঙ্গে করিয়া গৃহে আসিতে দেখিলেন, তখন বড়ই সুখী হইলেন। তিনি দূর হইতে দেখিলেন, যূষফ তাঁহাদের সঙ্গে আসিতেছেন কি না? কিন্তু যূষফ কোথায়? পুত্রেরা বাটীতে আসিয়া পিতাকে সেই রক্ত মাখা বস্ত্র দিয়া কহিলেন, "আমরা ইহা পাইয়াছি, দেখুন দেখি, ইহা আপনার পুত্রের বস্ত্র কি না?" যাকূব সেই বস্ত্র চিনিলেন, এবং কহিলেন, "ইহা আমার যূষফের বস্ত্র বটে, সিংহ কিম্বা ভাল্লুকে তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। আহা, আমার যূষফ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া মরিয়াছে!" যাকূব কাঁদিলেন, তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিলেন। যূষফকে পুত্রদিগের অন্বেষণে একাকী পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দুঃখ করিলেন। দুষ্ট পুত্রেরা পিতাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "বাবা, আর কাঁদিবেন না, কাঁদিলে কি তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে?" কিন্তু ইহাতে কি পিতার প্রাণ শান্ত হয়? তিনি অতিশয় বিলাপ করিলেন, কহিলেন, "আমি পুত্রের শোকে মরিব, মরিলে আমার যূষফের সঙ্গে দেখা হইবে। কারণ পৃথিবীতে আমি আর সুখী হইব না।"

আহা, যাকূবের কি দুঃখ? বৃদ্ধবয়েসে পুত্রশোক! তিনি যখনই মনে করিতেন যে সিংহ বা ভল্লুকে যূষফকে খাইয়াছে, তখনই রোদন করিতেন। এই অবধি তিনি কনিষ্ঠ বিন্যামীনকে অধিক ভাল বাসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অন্য পুত্রদিগের সঙ্গে কোথায়ও যাইতে দিতেন না, সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন।

দুষ্ট ভ্রাতারা প্রথমতঃ যূষফকে হিংসা করিতেন,পরে তাঁহাকে বিক্রয় করিলেন, শেষে আপনাদের দোষ ঢাকিবার জন্য মিথ্যাকথা কহিয়া পাপের উপরে পাপ করিলেন। পাঠক, তুমি ঈর্ষ্যাকে কখনও তোমার হৃদয়ে স্থান দিও না। দেখ ঈর্ষ্যামূলক কত দূর পর্য্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইল।

বালকেরা কখন২ দোষ করিয়া তাহা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা কথা বলে। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি আরো ক্রুদ্ধ হন। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদিগকে এবং আমাদের কার্য্য দেখেন, এবং মিথ্যা ও মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করেন, এই কথা যেন সর্ব্বক্ষণ এবং সকল কার্য্যে স্মরণ থাকে।

মাতৃ-ভক্তি।

একদা রুশিয়া দেশের রাজা আলেকজাণ্ডর দেশমধ্যে ভ্রমণ করিতে বাহির হন। রাজা আপনার সেনাপতি ও অন্যান্য লোকদিগকে সম্মুখস্থ গ্রামে যাইয়া আহারাদির আয়োজন করিতে পাঠাইয়া, আপনি গাড়ীর অপেক্ষায় একস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন, ইতি মধ্যে একটী বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে রাজার অনুচর মনে করিয়া জিজ্ঞাসিল, "আপনি কি রাজার সঙ্গী?" রাজা বলিলেন,"হাঁ, আমি তাঁহাদেরই একজন বটি।" তখন বৃদ্ধা বলিল,"তবে আমার পুত্র কি আপনাদের সঙ্গে আমার জন্য টাকা ও পত্র পাঠাইয়াছে?" "কে তোমার পুত্র?" "আপনি তাহাকে জানেন না, তাহার নাম যিওয়ান। সে সেণ্টপিটর্শবর্গে রাজবাটীর একজন ভৃত্য। এই বৃদ্ধাবস্থায় আমি কোন পরিশ্রম করিতে পারি না,এই জন্য সে প্রতি মাসে যাহা কিছু বাঁচায়, সুযোগ পাইলেই আমাকে পাঠাইয়া দেয়। শুনিতে পাইলাম, আমাদের মহারাজ আমাদের অঞ্চলে আসিয়াছেন, অতএব আমি বোধ করিলাম, আমার যিওয়ান তাঁহার অনুচরদের কাহার সঙ্গে আমার জন্য টাকা পাঠাইয়া থাকিবে, আপনি সেই টাকা আনিয়াছেন কি?"

সম্রাট্ তাহাকে সম্মুখের গ্রামে যাইয়া সেনাপতির নিকট টাকা চাহিতে বলিলেন। বৃদ্ধা বরাবর সেই গ্রামে যাইয়া সেনাপতির নিকট টাকা চাহিল। সেনাপতি উহাকে উন্মত্তা মনে করিয়া দূর করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহারাজ যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সংক্ষেপে সেনাপতিকে আদ্যোপান্ত ভাঙ্গিয়া বলিয়া তাঁহার হাতে বৃদ্ধার জন্য ১৩০ টী টাকা দিলেন। পরে সেনাপতি টাকা গুলি বৃদ্ধার হস্তে দিতে গেলেন, কিন্তু সে তাহা লইতে অসম্মত হইল,-বলিল, "আমার যিওয়ান অতি অল্প বেতন পায়, সে তাহা হইতে বাঁচাইয়া দুই বৎসরেও এত টাকা জমা করিতে পারে না। অতএব বোধ হয়, সে কোন অসদুপায়ে এত টাকা উপার্জন করিয়াছে; সুতরাং আমি উহা লইব না।" সেনাপতি বলিলেন, "আমাদের মহারাজ রাজধানী পরিত্যাগের সময় ভৃত্যদিগকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয়, এ সেই টাকা। অতএব ইহা লওয়াতে তোমার হানি নাই।" বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া টাকা গ্রহণ করিয়া রাজাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, এবং বলিল, "আমি যদি আমাদের মহারাজাকে একবার দর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে অত্যন্ত সুখী হই।" তখন সেনাপতি রাজাকে আর গোপন করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধাকে বলিলেন, "এই মহারাজ তোমার সাক্ষাতে, দর্শন কর।" বৃদ্ধা স্ত্রী রাজার পদতলে পড়িয়া ধন্যবাদ করিতে লাগিল, রাজা তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং বলিলেন, আমি যাবজ্জীবন তোমাকে প্রতি মাসে কিছু২ করিয়া বৃত্তি ও তোমার সৎপুত্র যিওয়ানকে তাহার মাতৃভক্তির পুরস্কার দিব।

প্রবাদ-মালা।

অসৎ সংসর্গ অন্ধকারের নিষ্ফলকার্য্য-স্বরূপ।

শান্তিশতকে উক্ত হইয়াছে, মন, তুমি মীনের ন্যায় রমণীর লাবণ্য-সলিলে সন্তরণ দিও না। রমণীরা জালের সদৃশ। তৈলঙ্গেরা বলিয়া থাকেন,তুমি পলাণ্ড স্পর্শ না করিলে অঙ্গুলিতে দুর্গন্ধ হইত না! শতকাকের মধ্যে একটী কোকিল কি করিবে? তন্তুবায় বানর লইয়া কি করিবে? কুসংসর্গ, তরবারি লইয়া ক্রীড়াশীল সর্পের সহিত সৌহৃদ্যের সদৃশ। বিমান, স্বগৃহে অসৎ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করাকে

উদরপ্রবিষ্ট কীটের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই কীট কি তোমাকে যাতনা দিবে না? পবিত্র লোকেরা সাধারণ লোকের সহিত কি প্রকারে মিলিত হইবেন? জলবিন্দু একবার মুক্তারূপে পরিণত হইলে পুনরায় কি আপনার পূর্ব্বপ্রভাবতরঙ্গের সহিত মিশ্রিত হয়?

অসৎ সংসর্গ অন্ধকারের নিষ্ফল কার্য্যস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে সকল সৈনিক, "হে রাজন্!" এইরূপ সম্বোধন করিয়াও খ্রীষ্টের মুখে থুথু দিয়াছিল, এই সকল কার্য্য তাহাদের ন্যায় ঈশ্বরের অনুগ্রহকে যথেচ্ছাচারে পরিবর্ত্তিত করে। কার্য্য কালে অসতের সংসর্গ আবশ্যক হয়। ১ কর ৫; ১০, মথি ২৩; ১২। ধর্ম্মমন্দিরে গোম এবং শ্যামা ঘাস একত্র অবস্থান করে। খ্রীষ্ট তথায় চিকিৎসকের ন্যায় গমন করেন, সহচরের ন্যায় যান না। মিশরে যূষফ, পারস্যে নিহিমিয়া, সিদোমে লোট এবং বাবিলে দানিয়েল এই রূপ করিয়াছিলেন।

রঘুবংশে উল্লিখিত আছে, অসৎ স্ত্রীজন বেষ্টিত সাধ্বী নারী বিষবল্লী পরিবৃত সঞ্জীবনী লতার সদৃশী। বাঙ্গালিরা বলিয়া থাকেন, যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।

৫। অসতেরাই ভূষি।

মথি ৩; ১২।

ভূষি যেমন লঘু এবং বায়ুদ্বারা অনায়াসেই অপসারিত হয়, পাপীরা সেইরূপ আপনাদের আচার ব্যবহারে নিতান্ত অসার এবং সহজেই প্রলোভনসমীরণে অথবা যাতনাবায়ুতে আকৃষ্ট হয়। ভূষির মূল্য অত্যন্ত অল্প বলিয়াই উহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এক মন ভূষি এক সের গোমের সমান। কিয়ৎকাল গোমের সহিত মিশ্রিত থাকাতে ইহাকে গোমের সদৃশ বোধ হয়, কিন্তু মাড়িবার সময়ে মূষলাঘাতে পৃথকভূত হয়। এই রূপে বিচারবারে মেষ হইতে ছাগ পৃথক্ করা হইবে। মথি ২৫ অ।

চীনদেশীয় রাজা।

জীবনতরি।

ধনবান্ বণিকেরা জাহাজে উঠিয়া,
চলি যায় দূরদেশে সাগরে ভাসিয়া।
নানাবিধ পণ্য দ্রব্য কিনিয়া যতনে,
লয়ে যায় দূরদেশে বাণিজ্য কারণে।
দারা পুত্র পরিবার স্নেহের ভাজন,
ছাড়িয়া বিদেশে যায় অর্থের কারণ।
জলধির জলে ভাসে অর্ণবের যান,
আরোহিরা থাকে তাতে হাতে করি প্রাণ।
তিমির বরণ মেঘ উঠিলে আকাশে,
কাঁদে নাবিকের প্রাণ বিষম তরাসে।
তাহাতে যদ্যপি পথে হয় মহা ঝড়,
আরোহিরা ভয়ে সদা করে ধড় ফড়।

সেইত প্রবল জড়ে হায় হায় হায়,
সাগরের জলে কত জাহাজ ডুবায়।
আবার সাগরগর্ভে চড়া পড়ে থাকে,
হঠাত্ জাহাজ যদি তাতে গিয়া ঠ্যাকে।
তলা ফাটি জল উঠি ডোবয়ে সাগরে,
নাবিক আরোহী কত এই ভাবে মরে।
এরূপ ঘটনা হতে আরোহীর প্রান,
বাঁচাইতে ক্ষুদ্র তরি হয়েছে নির্ম্মাণ।
লঘু কাষ্ঠে সে তরির হয়েছে গঠন,
নিয়ত ভাসয়ে জলে না হয় মগন।
নাবিকেরা জাহাজেতে রাখে সেই তরি,
ডুবিলে জাহাজ, বাঁচে আরোহণ করি।
তাহাকে জীবনতরি নাবিকেরা বলে,
যেহেতু বিপদে বাঁচে সে তরির বলে।
যদি না জীবনতরি হইত নির্ম্মাণ,
অনেকে ডুবিয়া জলে হারাইত প্রাণ।

অতল সাগরসম এভব সংসার,
প্রতি মনুষ্যের যেতে হবে এর পার।
কিন্তু এর পারে যা [ও] য়া অতি সুকঠিন,
প্রবল তরঙ্গে ইহা পূর্ণ চিরদিন।
যাহাতে মানবতরি ডোবে এ সাগরে,
দুরাত্মা শৈতান সদা সেই চেষ্টা করে।
কভু বহাইয়া সে যে নৈরাশ্য পবন,
কত যে মানবতরি করে নিমগন।
কুচিন্তা-জলদে উঠাইয়া চিদাকাশে,
অসংখ্য মানব-তরি, সে দুরাত্মা নাশে।
পার্থিব বাসনারূপ চড়ায় ঠেকিয়া,
শতং নরতরি যায় যে ডুবিয়া।
এরূপে ডুবিলে তরি সংসার সাগরে,
দুরাত্মা শৈতান মনে কত হর্ষ করে।
মানবেরে চিরতরে করিবারে নাশ,
দিবানিশি সে দুরাত্মা করিছে প্রয়াস।
দলবল সহ সে যে এভব সাগরে,
ডুবাতে মানবতরি কত ফন্দি করে।
ছলে বলে যেই তরি নিজ হাতে পায়,
অতল নরক মাঝে তাহা লয়ে যায়।
কুপথে সুপথ বলি দেখায়ে কখন,
কৌশলে মানবতরি করে নিমগণ।
সংসারসাগরে লোকে হাবু ডুবু খায়,
জল খেয়ে পেট ফুলে শেষে মরে যায়।
অগাধ সাগরজল করে কুল কুল,
এ জলে ডুবিলে নর নাহি দেখে কূল।
প্রবল তরঙ্গাঘাতে অঙ্গ জ্বালাতন,
জীবনের সহ্ আশা করে বিসর্জন।
এরূপে মানবতরি করিয়া বিনাশ,
সহচর সহ করে শৈতান উল্লাস।
মানবের মন্দ করি আনন্দ অপার,
পৃথিবীতে নাহি শত্রু সমান ইহার।

যদ্যপি শঙ্কটপূর্ণ এ পাপ সংসার,
তথাপি উপায় আছে হইবারে পার।
সংসার সাগরে নরে হেরি নিমগন,
নির্ম্মিলা জীবন-তরি এক মহাজন।
যবে তরি নির্ম্মাণের হল আয়োজন,
নাশিতে শৈতান তারে করিল যতন।
হারি মেনে গেল শেষে যতন বিফল,
এবে সেই তরি করে নরের মঙ্গল।
সহস্র তরঙ্গ তারে নাড়িতে না পারে,
যেই চড়ে সে তরিতে তারেই সে তারে।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

কমল ও কুমুদিনীর বিবাদ।

হেরিয়া গগনে প্রিয় প্রখর তপন,
বিমল সরসীজলে, আহা মরি কুতূহলে,
ফুটিয়াছে কমলিনী সহাস্য বদন ;
আনন্দে নাচায় তারে মন্দ সমীরণ।

হোথায় নিকটে তার দেখ কুমুদিনী,
শশিমুখ অদর্শনে,অতি সুদুঃখিত মনে,
রয়েছে বদন ঢেকে এবে সে দুখিনী ;
চারু মুখে হাসি নাই, আহা বিসাদিনী !

সৌভাগ্য গরবে মাতি সাহঙ্কার স্বরে,
গ্রীবাদেশ দোলাইয়া, কুমুদীরে সম্বোধিয়া,
কমলিনী কহিতে লাগিল অতঃপরে ;
সৌভাগ্য গরিমা যেন গায়ে নাহি ধরে।

"কি সুখে কুমুদী তুই ধরিস জীবন,
পতি তোর শশধর, হৃদয়ে কলঙ্কধর,
কেমনে তাহারে কর করিলি অর্পণ ?
কলঙ্কী স্বামির নারী, ছি কি বিড়ম্বন !

তাও যদি সর্ব্বক্ষণ থাকিত সে ঘরে,
তোর সুখে সুখী হতো,নিয়ত নিকটে রতো,
কোন মতে সে গঞ্জনা রোতে সহ্য করে ;
বৃথায় জীবন তোর যা না কেন মরে ?

দিবসে স্বামির মুখ নারিস দেখিতে,
কতশত কষ্ট ভোগে, লুকিয়ে রজনী যোগে,
হেসে এসে দেখা তোরে দেয় যে তুষিতে ;
ধমকে দুকথা তুই নারিস বলিতে ?

একেত রজনীযোগে করে আগমন,
তাতে যদি পথমাজে, মেঘসহ দ্বন্দ্ব বাজে,
মেঘমালা ঢাকে তোর চাঁদের বদন ;
ঘরে বোসে হেথা তুই করিস রোদন।

আবার ভাবিয়া তুই দেখ মনে মনে,
কৃষ্ণ আর শুক্ল পক্ষ,এর তোর কি বিপক্ষ,
ঢেকে রাখে খানিং চাঁদের বদনে ;
মাসান্তে পূর্ণিমা শশী হেরিস নয়নে !

মাঝেং অমাবস্যা দেখা পেয়ে চাঁদে,
ধরে নিয়ে রাখে তারে,বন্ধ করে কারাগারে,
হেথায় কুমুদী তোর পোড়া প্রাণ কাঁদে ;

* * * * *

আমার তপন দেখ জগতের মণি,
গুণ দেখে গুণীগণে, আমার প্রাণের ধনে,

সদা সর্ব্বক্ষণ বলে থাকে দিনমণি ;
দিননাথ অন্য নাম জান না লো ধনি ?

কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি অতীব উজ্জ্বল,
তিমিরে তাড়িয়ে দূরে,পূর্ব্বদিক আলো করে,
হৃদয় রতন মম উজ্জ্বলে ভূতল ;
তাহাতে সাধন হয় ধরার মঙ্গল।

কৃষ্ণ পক্ষ শুক্লপক্ষ আমার সমান,
শয্যাহতে উঠে ভোরে, প্রিয় মুখ প্রাণভরে,
হেরে আমি প্রতিদিন জুড়াই পরাণ ;
সাধ্য কি মেঘের ঢাকে সে প্রিয়বয়ান !

রক্তিম সুরাগে রঞ্জি পূর্ব্বীয় আকাশ,
প্রকৃতিরে হাসাইয়া, জীবেরে জীবন দিয়া,
আমার হৃদয় মণি হইলে প্রকাশ ;
ধরাবাসী জীবে করে কতই উল্লাস।

প্রদোষে আবার দেখ, আমার তপন,
স্বর্ণরশ্মি ছড়াইয়া, অস্তাচলে উজ্বলিয়া,
ক্লান্ত শ্রান্ত নিজ ধামে করেন গমন ;
লোকে বলে ভানু হয় সাগরে মগন !

কত সুখে সুখী আমি দেখ লো ভাবিয়া,
স্বামী অনুরাগী যার,কত যে সৌভাগ্য তার,
জানিতে পারিবি তুই আমারে দেখিয়া ;
নিদয় হইলে স্বামী কি সুখ বাঁচিয়া ?"

কহিতে কহিতে কথা গোধূলি আইল,
দিবাকর ধীরে ধীরে,গিয়া অস্তাচল শিরে,
আহা মরি অকস্মাৎ অদৃশ্য হইল !
বিসাদ বসনে মুখ পদ্মিনী ঢাকিল।

সুনীল গগন ভালে প্রিয় শশধর,
সাথে করি তারাগণে, তুষিতে কুমদীমনে,
হাসি আসি দেখা দিল, পূর্ণ কলেবর ;
চন্দ্রালোকে উজ্বলিল স্বচ্ছ সরোবর।

শশীর সুহাসি মুখ করি দরশন,
কুমুদী গম্ভীর স্বরে, কমলেরে লক্ষ্য করে,
কহিল "ভগিনি, কোথা করিলে গমন ?
কোথায় লুকাল তব হৃদয় রতন ?

মেল না নয়ন ভাই, দেখ না চাহিয়া,
উজ্জ্বলি গগন ভালে,বেষ্টিত তারকাজালে,
রাজার মতন ও কে রয়েচে বসিয়া ?
হেরি যাঁরে ভানু তব গেল পলাইয়া।

এত ভাল বাসে যদি তোমারে তপন,
সারা নিশি কাঁদ বসে, যদ্যপি থাকিত বশে,
আসিয়া তোমারে সে যে করিত শান্ত্বন ;
যত ভাল বাসে তোমা জানি বিলক্ষণ !

কুলের কামিনী আমি জান না কি ভাই ?
দিবসে স্বামির মুখ, হেরিলে উপজে সুখ,
দেশাচার দোষে তাতে বঞ্চিত সবাই ;
কাজেই সে সাধে সাধ আমাদের নাই।

চক্ষু মেলে কমলিনি কর দরশন,
বিকশি কোমল জ্যোতি,আমার প্রাণের পতি,
ধরণীরে দেখ দেখ, সাজান কেমন !

* * * * *

চাহিলে যাহার পানে পোড়ে দুনয়ন,
তার তরে এত মান, শুনে জ্বলে যায় প্রাণ,
ভাগ্যে প্রভাকরে নাই কোন সুলক্ষণ ;
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লোকে করে জ্বালাতন।"

কমলে কুমুদে হেন বিবাদ হইল,
সরসী আসিয়া তথা,কান পেতে সব কথা,
শুনিয়া উভয়ে ডেকে কহিতে লাগিল ;
"আজ তোমাদের কেন এ দশা ঘটিল ?

সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য বাছা ঘটিছে সবার,
এই নিশি এই দিন, হইতেছে চিরদিন,
সৌভাগ্যের পরে ঘটে দুর্ভাগ্য আবার ;
দুর্ভাগ্যের অবসানে সৌভাগ্য সঞ্চার।

অতএব শুভদশা যখন ঘটিবে,
অন্যের দুর্ভাগ্য দেখি,কদাপি না হবে সুখী,
পর সুখে সুখী, পর দুঃখে দুঃখী হবে,
কভুসুখ কভুদুঃখ, নিশ্চয় জানিবে।"

বীরপুত্র উপাখ্যান।

অমর সিংহ।

প্রতাপসিংহের সতেরটী পুত্র ছিল, তন্মধ্যে অমর সিংহ জ্যেষ্ঠ ; তিনিই পিতার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। অষ্ট বৎসর বয়ঃক্রমাবধি পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত অমর সিংহ পিতার সঙ্গে২ থাকিয়া তাঁহার পরিশ্রম, বিপদ ও কষ্টের অংশ ভোগ করেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, যৌবনকালে অমর সিংহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া চিতোরোদ্ধার সংকল্পে ব্রতী হইলেন। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর আট বৎসর পর আকবরের মৃত্যু হয়। এই আট বৎসরকাল আকবর রাজ্যবৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করেন না, সুতরাং অমর সিংহ অনেক নিরুপদ্রব ছিলেন। এই সময়ে অমর সিংহ রাজ্যের মধ্যে অনেক সুনিয়ম স্থাপন করেন। যে সকল প্রধান ব্যক্তি পিতার সহিত যবনদমনে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া যুদ্ধস্থলে হত হন, অমর সিংহ তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদিগকে ভূসম্পত্তি ও সম্মানসূচক উপাধি দান করিয়া অধিকতর বাধ্য ও সম্মানিত করেন। ইনি রাজসংসারের ব্যয় বিধান বিষয়ে যে সকল নিয়মাদি প্রকটন করেন, তাহা রাজ অট্টালিকার স্তম্ভে লিখিয়া রাখা হয়। উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। একটী হ্রদের তীরে এক অতি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম "অমর মহল" দেওয়া হয়।

চারি বৎসর হইল জাহাঙ্গির সিংহাসনে বসিয়াছেন। রাজ্যের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত শেষ করিয়া তিনি এক্ষণে মেওয়ারের একমাত্র স্বাধীন রাজার স্বাধীনতা হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। ওমরাদিগকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। অবশেষে বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্তসহ সেনাপতি আবদুল্লা রাজপুতানায় প্রেরিত হ-

ইলেন। যবন সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়াই অমর সিংহ স্বীয় সৈন্য ও অধীনস্থ প্রধানদিগকে লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। দেওবীর নামক স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হইল। অমর সিংহের পিতৃব্য কল্ব সিংহ এই যুদ্ধে যবনদিগকে পরাজয় করিলেন। ইহার পরে একবার বসন্তকালে রাণপুর নামক স্থানে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হয়, যবনেরা গোপনে আসিয়া বিস্তর রাজপুত প্রধানের জীবন সংহার করে।

এই প্রকারে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন মতে জাহাঙ্গির অমর সিংহকে আপনার অধীনস্থ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সাগর সিংহকে চিতোরে রাজত্ব করিতে পাঠাইলেন। সাগর চিতোরে আট বৎসরকাল রাজত্ব করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের বীরত্ব ও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ প্রাণদান এবং স্বীয় কাপুরুষতা স্মরণ করিয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইলেন। শেষে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অমর সিংহকে আনিয়া যথাবিহিত সম্মানসহকারে চিতোরের সিংহাসনে বসাইলেন। ইহার কিছুকাল পরে সাগর দিল্লীতে জাহাঙ্গিরের সম্মুখে আসিয়া আত্মহত্যা করেন।

অমর সিংহ স্বীয় বাহুবলে ৮০ টী নগরের আধিপত্য লাভ করিলেন।

বার বার পরাজিত হওয়াতে জাহাঙ্গির অতিশয় রাগান্বিত হইলেন, এবং অবশেষে আপনার সমস্ত সৈন্যসহ মেওয়ার অধিকার করণার্থ আজমিরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এই যুদ্ধে জাহাঙ্গিরের পুত্র পুরবেজ প্রধান সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অমর সিংহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ও অগ্রসর হইলেন। বালাঘাট নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মোগল ইতিহাস লেখকেরা বলেন, এই যুদ্ধে মুসলমানেরা যেরূপ পরাজিত হইয়াছিলেন, আর কোন যুদ্ধে তদ্রূপ হন নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুরবেজ পলায়ন করিয়া লাহোরে পিতার নিকট গমন করেন।

জাহাঙ্গির পুনর্ব্বার যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। রাজকুমার খরম এবারে সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। খরম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সাজাহান নাম ধারণ করেন, অতএব আমরা

তাঁহাকে এক্ষণাবধি সাজাহান বলিব। এই সময়ে অমর সিংহ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অধিকাংশ প্রধান লোক ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধে হত হন। এক্ষণে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অমর সিংহের পুত্র কর্ণ সিংহ স্বয়ং যবন সৈন্যের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, সুতরাং প্রথমদিনের যুদ্ধেই পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

যে বংশ আট শত বৎসরকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন, সেই রাজবংশ যবনের অধীন হইল। যে প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বনে বাস, কদলিপত্রে আহার ও ভূমিতে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রতাপের পুত্র যবনের অধীন হইলেন। এই অবধি সমস্ত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে যবনের অধিকৃত হইল, এই অবধি ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হইল। ইহার পরে অনেক বীরপুরুষ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিবেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাহুবল যবনদিগের প্রভুত্ব রক্ষার্থই ব্যয়িত হইবে।

কর্ণেল টড্ বলেন, অমর সিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য পাত্র ছিলেন। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে তিনি এক জন উপযুক্ত বীরপুরুষ ছিলেন। ১৬২০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শজারু।

শজারুদিগের নাশিকা মোটা। প্রতি পাটীতে দুই দুইটী ত্রোটক ও স্থূলাগ্র চারিটী চর্ব্বনদন্ত আছে। ইহাদের জিহ্বায় চোকাল২ আঁইস আছে। ইহারা দুই হইতে তিন ফূট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। দ্বিপুরোদন্তী জীবদিগের মধ্যে ইহারা আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সর্ব্বদা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা বা শলাকাতে আবৃত। রাগত হইলে ইহারা শরীরের কাঁটা সকল ফুলাইয়া বিকটাকার ধারণ করে। মানকচু ও আলু প্রভৃতি কোমল মূল সকল ইহাদের প্রধান আহার।

যূষফের বিবরণ।

৩ অধ্যায়।

যূষফের কারাবাস।

যাহারা যূষফকে কিনিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে মিশর দেশে লইয়া গেল। তথায় লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিল। সেই দেশে গরু ছাগলের ন্যায় মানুষ বিক্রয় হইত। আমাদের দেশে মনুষ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ বটে, তথাপি কোন২ দুষ্ট লোকে স্থান বিশেষে স্ত্রীলোকদিগকে গোপনে বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন২ দেশে অদ্যাপি প্রকাশ্যরূপে মনুষ্য ক্রয় হইয়া থাকে। তাহাদিগকে দাস বলে, যাহারা তাহাদিগকে ক্রয় করে, তাহারা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া কর্ম্ম করায়। আহা, কি নিষ্ঠুরতা!!

নিরুপায় যূষফ দাসের ন্যায় বিক্রীত হইলেন। তোমার কি বোধ হয়, কোন দয়ালু লোক তাঁহাকে ক্রয় করিলেন? হা, তাঁহাকে যিনি ক্রয় করিলেন, তিনি বাস্তবিক দয়ালু লোক ছিলেন। রাজার এক জন পরিচিত লোক যূষফকে ক্রয় করিলেন। তাঁহার নাম পোটিফর ছিল। তিনি ক্রয় করিয়া যূষফকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন, তাঁহাকে মাঠে কর্ম্ম করিতে না পাঠাইয়া গৃহের কর্ম্মের জন্য রাখিলেন, সুতরাং যূষফকে অধিক পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইত না।

যূষফ নিজে এক জন সৎভৃত্য হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। যদিও তিনি স্বীয় পিতার নিকট যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন, তথাপি বৃথা শোকে সময় ব্যয় না করিয়া স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টি সাধন চেষ্টা করিতেন। প্রভু কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলে, তিনি এমন উত্তমরূপে তাহা সম্পন্ন করিতেন, যে তাঁহার প্রভু তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। ঈশ্বর এই দাসত্বকালেও যূষফের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার সাহায্যেই যূষফ প্রভুর আজ্ঞা উত্তমরূপে পালন করিতে সক্ষম হন। যূষফের কার্য্য দ্বারা তাঁহার প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ঈশ্বর তাঁহার সহিত ছিলেন। বোধ হয়, যূষফও স্বীয় প্রভুকে সত্য ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন, কেননা সেই প্রভু অনন্য ঈশ্বরকে জানিতেন না, প্রতিমা পূজা করিতেন।

দিন দিন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অধিকতর ভাল বাসিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার প্রতি আমার এমন বি-

শ্বাস জন্মিয়াছে যে আমি যখন বাহিরে যাইব, তখন তোমার হাতে অন্য ভৃত্যদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার দিব। গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্য সামগ্রীর যত্ন করিবে; বাগান এবং শস্য ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান করিবে; কেননা আমি এ সকল বিষয়ে তোমাকে বিশ্বাস করি।" অতএব যূষফ প্রভুর সকল বিষয়ের ভার পাইলেন। অন্য ভৃত্যেরা তাঁহার কথা শুনিত; এবং প্রভুর অনুপস্থিতিকালে তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতেন। যূষফ তাঁহার প্রভুর সাক্ষাতে যদ্রূপ, অসাক্ষাতেও তদ্রূপ কর্ম্ম করিতেন; কারণ তিনি জানিতেন, যে ঈশ্বর সকল সময়ে তাঁহাকে দেখিতেছেন। অনেক বালক বালিকা পিতা মাতার অসাক্ষাতে অন্যায় ব্যবহার করে, তাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না। যাহারা সকল কার্য্যে ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাহারা সহজে দুষ্কর্ম্মে রত হয়।

যূষফের হাতে নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী ও উত্তম কাপড় ছিল, কিন্তু তিনি তাহা নিজে ব্যবহার করিতেন না; তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যাহা আহার ও যাহা পরিধান করিতে অনুমতি করিতেন, তিনি তাহাই আহার ও তাহাই পরিধান করিতেন।

যূষফ সর্ব্বদাই কর্ম্মকাজে ব্যস্ত থাকিতেন, কখন গৃহ কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন, কখনবা মাঠে যাইয়া কর্ম্ম করিতেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যূষফের পরিশ্রমে মাঠে বিলক্ষণ শস্য জন্মিল, এবং গৃহের কর্ম্ম উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। পোটিফর আপনাকে বিলক্ষণ সুখী বোধ করিতে লাগিলেন: কেননা তাঁহাকে নিজে কোন পরিশ্রম করিতে হইত না, যূষফ আপনি দেখিয়া শুনিয়া উত্তমরূপে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন।

এক্ষণে যূষফের কোন অভাব রহিল না, তিনি পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে সম্পূর্ণ সুখ ছিল না, ছোট ভাই বিন্যামীন ও বৃদ্ধ পিতার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত।

উপমাবলী।

৬। মানব দেহ তাম্বুর সদৃশ।
২ করিন্থীয় ৫; ১, ৫।

আমরা সকলেই এই সংসারে পথিক ও যাত্রির সদৃশ। আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে, কোন বস্তুতেই চিরস্থায়ী অধিকার নাই। কি রাজভবনবাসী, কি পর্ণকুটীরবাসী, সকলেই মৃত্যুর অধীন। যদিও দরিদ্রের কুটীর ত্বরায় ধ্বংস হয়, তথাপি তাহার মৃত্যু শীঘ্র হয় না; এবং যদিও ধনবানের অট্টালিকা প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত হয়, তথাপি তাহার আয়ু দীর্ঘ হয় না।

ইব্রাহীম্, ইস্হাক্ ও যাকূব প্রভৃতি ধার্ম্মিক পূর্ব্বপুরুষেরা কোন সমৃদ্ধ নগরে বাস করেন নাই, কোন দুর্গও নির্ম্মাণ করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা তাম্বুতে বাস করিতেন, এবং ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে তাম্বু লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন। যে দেশে তাঁহারা এইরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তাম্বু লইয়া গমন করিতেন, সেই দেশই ঈশ্বর তাঁহাদিগকে অধিকারার্থে দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ঐ সকল পূর্ব্বপুরুষেরা পার্থিব অধিকারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, পরম রমণীয় এক স্বর্গীয় অধিকারের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। যখন ইস্রায়েল বংশীয়েরা কৈনা নাভিমুখে গমন করিতেছিল, তখন তাহারা চল্লিশ বৎসর তাম্বুতে বাস করিয়াছিল। পরে যখন তাহারা কৈনান্ দেশে উপস্থিত হইল, তখনও তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি, প্রবাসী ও যাত্রির ন্যায় আপনাদিগের দিন অতিবাহিত করিতেন। এই রূপে রেখব্ বংশীয়েরা জাগতিক তাবৎ সুখ ও অধিকার পরিত্যাগ করিয়া, আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় তাম্বুতে বাস করিত। ঈশ্বরও আপন প্রজাগণের ন্যায়, এই জগতে প্রবাসী ছিলেন। কেননা নিজ আবাসগৃহের নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে একটী তাম্বু প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন; এবং ইস্রায়েল বংশীয়েরা যেমন আপনাদিগের তাম্বু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইত, ঈশ্বরেরও আবাসগৃহ সেই সঙ্গে লইয়া যাইত। আমরা যে এই জগতে প্রবাসী মাত্র, যীশু আপনার দৃষ্টান্তে তাহা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। তিনি মনুষ্য-অবতার হইয়া, এই জগতে প্রবাস করিয়াছিলেন। তিনি আপনি কহিয়াছিলেন, শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। যাহারা এই জগতে প্রবাসির ন্যায় বাস করে, পরজগতে

গমন কালে, তাহাদের অধিক কষ্ট হয় না। যেমন দৃঢ়মূল বট বৃক্ষ উৎপাটন করিতে হইলে, লোকের বিষম কষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে সকল লোকে জাগতিক সুখে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়ে, এই পৃথিবী হইতে গমন কালে, তাহাদিগের নিরতিশয় ও চিত্তবিদারক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা এই পৃথিবীকে তাম্বুর সদৃশ জ্ঞান করিয়া, ইহার মধ্যে প্রবাস করেন, পরলোকে গমন কালে, তাঁহাদের তাদৃশ কষ্ট হয় না।

যে শরীর মধ্যে আমাদিগের আত্মা বাস করিতেছে, তাহা মৃণ্ময় গৃহের সদৃশ। এই গৃহের ভিত্তিও ধূলিমাত্র। এই উপমাদ্বারা আমাদিগের শরীরের অসারতা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে। এই রূপ অসারতা দেখিয়া, আমরা যেন আর গর্ব্বিত না হই। আমাদিগের উচ্চ কামনা সকল, আমাদিগের কর্ণবিবরে স্পষ্টস্বরে কহিতেছে, তোমরা এই পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসীমাত্র।

ইব্রাহীম্ যে অঙ্গীকৃত দেশে বিদেশীর ন্যায় তাম্বুমধ্যে প্রবাস করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার বিশ্বাসের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার আচরণ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে তিনি আপানাকে বিদেশী ও প্রবাসী জ্ঞান করিতেন। তিনি ভিত্তিবিশিষ্ট এক নগরের অপেক্ষাতে ছিলেন। এই নগরের নির্ম্মাতা জগদীশ্বর। ইস্রায়েল বংশীয়দিগের মধ্যে কুটীরনির্ম্মাণ পর্ব্ব নামে একটী পর্ব্ব আজি পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। তাহারা যেন আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অরণ্যমধ্যে পরিভ্রমণ স্মরণ করিয়া, আপনাদিগকেও এই পৃথিবী মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীমাত্র জ্ঞান করে, এই নিমিত্ত ঐ পর্ব্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঐ পর্ব্ব পালন কালে, ইস্রায়েল বংশীয়েরা আপনাদিগকে নগর বা গৃহশূন্য বিবেচনা করিয়া, এক চিরস্থায়ী বাসস্থানের অপেক্ষাতে থাকিত। এক্ষণে যে সকল ইস্রায়েল বংশীয়েরা ঐ পর্ব্ব পালন করে, তাহারাও ঐ রূপ চিন্তা করিয়া থাকে।

খ্রীষ্টাশ্রিতেরা আপনাদিগের ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য দেহকে তাম্বুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। পথিকেরা যেমন অল্পকাল তাম্বুতে বাস করে, আমরা তদ্রূপ অতি অল্পকাল এই শরীরে প্রবাস করিয়া, ত্বরায় ইহা পরিত্যাগ করিব। বায়ু ও বৃষ্টি, শীত ও গ্রীষ্মনিবন্ধন যেমন তাম্বুতে প্রবাস করা ক্লেশকর হয়, তদ্রূপ নানা কারণে এই শরীর মধ্যে আত্মার প্রবাসও অসুখজনক হইয়া উঠে। তাম্বু যেমন অল্প সময়ের মধ্যে উত্থাপিত ও অবতারিত হয়, তদ্রূপ অতি অল্পকাল মধ্যে আমাদের শরীর পরিবর্দ্ধিত ও নষ্ট হইয়া থাকে। পুরাকালে ঐশ্বর্য্যশালী মোগলেরা দুই তিন ক্রোশ ব্যাপী অতি বিস্তীর্ণ তাম্বুতে বাস করিতেন। তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রেসমী কাপড় ও স্বর্ণ দ্বারা উহা বিভূষিত করিতেন। এত অর্থ ব্যয় করিলেও উহা তাঁহাদিগকে প্রবল বায়ু বা অগ্নিভয় হইতে নিরুদ্বিগ্নচিত্ত করিতে পারিত না।

ডাকের চিঠি।

একখানি চিঠি লিখিয়া তাহার উপর দুপয়সার একখানি টিকিট দিয়া ডাকের বাক্সে ফেলিয়া দিলে ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে পাঠাও, সেই খানে যাইবে। দুটী পয়সা খরচ করিলে কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে চিঠি পাঠান যায়। কিন্তু এই চিঠি যে ডাকওয়ালারা কত কষ্টে, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, তাহা অনেকেই জানেন না। হাজার ঝড় বৃষ্টি হউক, ডাক চলিবে। ঐ দেখ, ডাকওয়ালারা জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছে; এক দিকে বাঘ, অন্য দিকে একটী সাপ উহাদিগকে দেখিয়া কেমন গলা বাড়াইয়া উঠিয়াছে। যদি অগ্রে ও পশ্চাতে আলো না থাকিত, ইহারা এই বাঘের মুখে পড়িত। এখন রেল হওয়াতে ডাক চলিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু মান্দ্রাজের কোন২ অঞ্চলে এই রূপ কষ্ট করিয়া ডাক লইয়া যাইতে হয়। ডাকওয়ালারা দিবারাত্র ডাক লইয়া চলে, একটু বিলম্ব হইলে পোষ্ট মাষ্টর বাবু জরিমানা করেন। ডাকের নিয়ম হওয়াতে, দেখ, আমাদের কত সুবিধা হইয়াছে। দুপয়সা খরচ করিয়া বিদেশে বন্ধু বান্ধবের নিকট পত্র লিখিতেছি। আর এই ডাক আছে বলিয়া, জ্যোতিরিঙ্গণ নানা স্থানে নানা লোকের নিকট যাইতেছে।

ডাকওয়ালারা।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

জলের কল।

ধন্য বুদ্ধি ইংরাজের আশ্চর্য্য কৌশল,
বুদ্ধিবলে করিয়াছে কতবিধ কল!
কলেতে চালায় গাড়ী ধূঁয়ার জাহাজ,
কলেতে সাধিছে কত দরকারি কাজ!
করেছে গ্যাসের আলো কল্‌কাতা সহরে,
রাস্তার দুধারে দেখ কিবা আলো করে!
বড় মানুষের ঘরে কর দরশন,
গ্যাসের আলোকে ঘর উজ্বল কেমন!
তেলের খরচ কম বড় মানুষের,
কর দিতে প্রাণ কিন্তু যায় গোরিবের।
আমরা গোরিব লোক খড়ো ঘরে থাকি,
গ্যাসের আলোর বড় তোয়াক্কা না রাকি।
হয়েছে জলের কল গুণ গাই তার,
ছোট বড় সকলের যাতে উপকার।
পেট ভরে জল খাই, শরীর শীতল,
যত চাই তত পাই, কি মজার কল!
বৈশাখ মাসের রোদে যত গাড়োয়ান,
জল বিনে পিপাসায় ফাটিত পরাণ।
এখন তাদের আর সেই কষ্ট নাই,
'কানমলে পানি দিয়ে গাড়ি হেঁকে যাই।'
কিন্তু এক অসুবিধা দেখিবারে পাই,
পশুদের তরে কোন সদুপায় নাই।
কলের তলায় যদি গামলা থাকিত,
গরু ঘোড়া জল খেয়ে পরাণ জুড়াত।
হিন্দু শাস্ত্রে করি এক গল্প অধ্যয়ন,
ভগীরথ করেছিলা গঙ্গা আনয়ন।
বুঝি ছিল না কো তাঁর কল বা ফিল্টার,
তাই গঙ্গা জলে লোনা করিছে বিহার।
উপধর্ম্ম এই দেশে যদি না থাকিত,
গঙ্গাজল, তবে কেহ স্পর্শ না করিত।
পাইপে করিয়া গঙ্গা এনেছে ইংরাজে,
এ গঙ্গা দেখিয়া সেই গঙ্গা মরে লাজে।
লোনা নাই মলা নাই স্ফটিকের মত,
কলেতে ফিল্টার করা সাবধানে কত!
পল্তা হতে আনিয়াছে পাইপ বসিয়ে,
রাখিয়াছে পাকা ট্যাঙ্কে যতন করিয়ে।
কাটিয়াছে গোলদীঘি, পাকা করিয়াছে,
তাহাতে পবিত্র গঙ্গা জমা রাখিয়াছে।
উপরেতে ঢাকা ঢোকা কোন চিহ্ন নাই,
ভীতরে রয়েছে জল বলিহারি যাই!

বড় মানুষের বাড়ী, ইংরাজের ঘরে,
নিয়েছে জলের কল টাকা ব্যয় করে।
যেই জল করে পান, সেই জলে স্নান,
ভারি ভিস্তী ভায়াদের নাহি আর মান।
নিয়াছে কলের জল রাঁধিবার ঘরে,
রাঁধা ধোয়া কাজ লোকে সেই জলে করে।
উঠানে কলের জল রয়েছে কাহার,
কেবা দেখে গিন্নীদের স্নানের বাহার!
সাবাঙ্ মাখিছে কেহ কেহবা বেসন,
কেহ বা হলুদ মাখে করিয়া যতন।
কেহ টিপে দেয় কল কেহ বস্যে নায়,
শেষে গিয়ে ছাতে বস্যে সুকেশ সুকায়।
পাৎকুয়ার জলে চুল উঠিয়া যাইত,
তালের আঁটির মত মাথাটী দেখাত।
এজলে হবে না তাহা জেনে মনেং,
গৃহিনীরা করে স্নান মিলে পাঁচ জনে।
আবার রাস্তায় এস, পাটক সুজন,
জলের কলের দিকে ফেরাও নয়ন।
গোমুখী হইতে গঙ্গা পতিত হইয়া,
সাগরাভিমুখে ধায় বঙ্গে উর্ব্বরিয়া।
লৌহ সিংহ মুখ হতে পড়ে এই জল,
পিপাসা বিদূর করে শরীর শীতল।
ভারি ভিস্তী আদি সবে যেয়ে সেই খানে,
কানমলে কলসীপুরে আনে সাবধানে।
খাইলে কলের জল পাছে জাতি যায়,
আপত্তি করিল পূর্ব্বে হিন্দুরা সবায়।
এক্ষণে জলের গুণ বিবেচনা করে,
করিছে ব্যভার লোকে উহা অকাতরে।

বীরপুত্র উপাখ্যান।

কৰুণাসিংহ।

১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে কৰুণাসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কৰুণা, সাহস ও বীরত্বে তাঁহার পূর্ব্বগত রাজাদিগের ন্যূন ছিলেন না। যখন তাঁহার পিতা অমর সিংহের অত্যন্ত অর্থের অনাটন ছিল, তখন তিনি শত্রু পরাজয় করত সুরাট লুঠ করিয়া বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হন। কৰুণা যত দিন রাজত্ব করেন, সে সময়ের মধ্যে রাজপুত সুলভ বীরত্ব প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু কৰুণাসিংহ অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। যে দেশের রাজা সর্ব্বদা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন, সে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা বড় ভাল থাকে না। রাজপুতানায়ও তদ্রূপ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যুদ্ধ হওয়াতে রাজ্যের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল। এক্ষণে যবনদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হওয়াতে যুদ্ধের প্রয়োজন রহিল না। কৰুণাসিংহ এই অবসরে দেশের সুশাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। জাহাঙ্গীর ভারতবর্ষের সমস্ত রাজগণ অপেক্ষা কৰুণাসিংহকে অধিক সম্মান্ দান করিলেন। তিনি কৰুণাসিংহকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। রাজপুত কুলসম্ভূত ও হিন্দ সূর্য্যবংশাবতংশ কৰুণাসিংহ জাহাঙ্গিরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াও আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিলেন। কেননা রাজপুতেরা স্বাধীনতাপ্রিয়, তাঁহারা স্বাধীন হইয়া বনে বাস, ও কদলী পত্রে আহার করিয়াও সুখী হন; কিন্তু পরাধীন হইয়া যবনের স্বর্ণসিংহাসনে বসিলেও তাঁহারা অসুখী।

রাজপুত জাতি অত্যন্ত পরোপকারী। শত্রুও যদি বিপন্ন হয়, রাজপুতেরা তাহার যথাসাধ্য উপকার করেন। এক বার রাজকুমার খরম গৃহযুদ্ধে পরাজিত হইয়া উদয়পুরে সহচরবর্গ সহ সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাঠকের স্মরণ আছে, এই খরমের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে কৰুণাসিংহ যুদ্ধ করেন, এবং এই খরমকর্ত্তৃক চিতোর যবন সম্রাটের অধীন হয়। এক্ষণে কৰুণা সে সকল বিস্মৃত হইয়া পরম সমাদরে খরমকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। রাজকুমার খরমের বাসার্থ বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইল। রাজপুতেরা গোঁড়া হিন্দু, তথাপি রাজকুমার খরমের জন্য ঐ অট্টালিকার নিকটে কৰুণাসিংহ একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সেই মসজিদে প্রদীপ জ্বলিতেছে।

ইহার কিছু কাল পরে জাহাঙ্গিরের মরণ হইলে, কৰুণাসিংহ এক দল রাজপুত সৈন্যসহ স্বীয় ভ্রাতাকে পাঠাইয়া কুমার খরমকে ভারতবর্ষের সম্রাট্ সদৃশ সম্মান প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহাকে আপনার বাটীতে আনাইয়া এবং সিংহাসনে বসাইয়া "সাজাহান" বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। এই সকল উপকারের পরিবর্ত্তে সাজাহান রাণাকে পাঁচটী নূতন প্রদেশের আধিপত্য ও চিতোরের ভগ্ন দুর্গ ও প্রাসাদ সকল সংস্কার করিবার অধিকার এবং উপঢৌকন স্বরূপ বহুমূল্য একটী হীরা প্রদান করেন। ১৬২৮ অব্দে কৰুণাসিংহের মৃত্যু হয়।

আমাদিগের মহারাণী।

আগামী শীতকালে আমাদের মহারাণার তৃতীয় পুত্র রাজকুমার আর্থরের কলিকাতায় আসিবার কথা হইতেছে। তিনি আইলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সহস্র২ লোক গবর্ণর জেনরেলের বাটীর সম্মুখে গড়ের মাঠে একত্রিত হইবেন। কিন্তু যদি মহারাণী একবার অনুগ্রহ করিয়া এদেশে পদাপণ করিতেন, বোধ হয়, দেশের অর্দ্ধেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিতেন। আমাদের ভাগ্যে তাহা হইবে না। মহারাণী এ দেশে পদার্পণ করিবেন, এরূপ আশা নাই। আর যদিও আইসেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী পাঠকগণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন না। এই জন্য আমরা তাঁহার চিত্র এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

আমাদিগের মহারাণী ১৮১৯ খৃঃ অব্দের ২৪ মে তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ অব্দের ২১ জুন তারিখে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন ও ১৮৪০ অব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিবাহিত হন। মহারাণীর সন্তান সন্ততী নয়টী। আমাদিগের মহারাণী অতিশয় দয়াশীলা। ইনি কখন২ দরিদ্র লোকদিগের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণর জেনরেল যেমন গ্রীষ্মকালে সিমলা পর্ব্বতে যান, মহারাণী তদ্রূপ গ্রীষ্মকালে স্কট্লণ্ডে যাইয়া থাকেন। এই দেশ ইংলণ্ড অপেক্ষা শীতপ্রধান। একবার মহারাণী স্কট্লণ্ডে এক দরিদ্রা বৃদ্ধাকে চরকায় সুতা কাটির্তে দেখিয়া, তাহার নিকট বসিয়া সুতা কাটিতে শিখেন। আমাদিগের দেশীয় লোকদিগের প্রতিও ইহাঁর যথেষ্ট স্নেহ আছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে মহারাণী নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাণীর শাসনাধীনে আমরা নিরাপদে আছি, এই জন্য ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রাথনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

যূষফের বিবরণ।

৪ অধ্যায়।

যূষফ্ স্বপ্নের অর্থকারক।

যূষফ্ যে কারাগারে বদ্ধ ছিলেন, তাহা পোটিফরের বাটীতেই ছিল, বোধ হয়,ইহা তোমার মনে আছে। এক দিবস পোটিফর দুই জন মনুষ্যকে আনিয়া যূষফ্কে কহিলেন,

"সাবধান, যেন ইহারা কারাগার হইতে পলাইয়া না যায়! ইহারা তোমার তত্ত্বাবধানে রহিল।" অতএব দেখ, পোটিফর বিলক্ষণ যূষফ্‌কে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান করিতেন। হয়ত,তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, যূষফের নামে তাঁহার স্ত্রী যে অপবাদ দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক সত্য ছিল না। তথাপি তিনি যূষফ্‌কে কারামুক্ত করিলেন না।

পোটিফর যাহাদিগকে কারাগারে আনিলেন,আমি তোমাকে তাহাদের পরিচয় দি। তাহারা মিসর দেশীয় রাজার ভৃত্য ছিল। রাজার পরিচর্য্যার্থে অনেক ভৃত্য ছিল। যে ভৃত্য পাত্রে করিয়া সুরা ঢালিয়া রাজাকে পান করিতে দিত,তাহাকে পান-পাত্রবাহক বলা যাইত। আর যে ভৃত্য রাজার জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত, তাহাকে মোদক (ময়রা) বলা যাইত।

পান-পাত্রবাহক ও মোদক উভয়েই দোষ করিয়াছিল। তাহারা কি অপরাধ করিয়াছিল, তাহা জানি না, কিন্তু এই জানি যে রাজা রাগত হইয়া তাহাদিগকে কারাগারে বদ্ধ রাখিবার জন্য প্রধান সেনাপতি পোটিফরকে আজ্ঞা দেন।

তৎপরে পোটিফর তাহাদিগকে যূষফের নিকট আনিয়া সাবধানে বদ্ধ রাখিতে বলেন। যূষফ্‌ তাহাদিগের উভয়কে এক ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক উভয়কে রুটি জল ইত্যাদি দিতে লাগিলেন।

এক দিন প্রাতঃকালে যূষফ্‌ আসিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিলেন, এবং কহিলেন, "তোমরা এমন দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছ, কেন?" তাহারা উত্তর করিল, "গত রাত্রে আমরা উভয়ে অতি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, বোধ হয়, তাহার কোন অর্থ আছে, কিন্তু আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি না। কারাগারে এমন কেহ নাই যে আমাদের স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দেয়।"

তখন যূষফ্‌ বলিলেন, "আমার ঈশ্বর সকলই জানেন। তিনি উহার অর্থ বলিতে পারেন, অতএব তোমরা কি স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাকে বল।"

পান-পাত্রবাহক প্রথমে তাহার স্বপ্ন বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি একটী দ্রাক্ষালতা দেখিলাম, তাহার তিনটী শাখা; কিন্তু প্রথমে তাহা-

তে ফল ছিল না। দেখিতে২ কুঁড়ি হইয়া ফল হইল, এবং পাকিল, অবশেষে পাড়িয়া রস নিঙ্গড়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করিলাম; পরে, যেমন সচরাচর করিতাম, তদ্রূপ রাজার নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলাম।"

ঈশ্বর যূষফ্‌কে পান-পাত্রবাহকের স্বপ্নের এই অর্থ বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি তিনটী শাখা দেখিয়াছ, অতএব তিন দিবসের মধ্যে তোমার বিষয়ে কিছু ঘটিবে। রাজা তোমাকে পুনরায় ডাকাইয়া পান-পাত্রবাহকের পদে নিযুক্ত করিবেন।

মোদক এই স্বপ্নের অর্থ শুনিয়া মনে২ ভাবিল, তাহার স্বপ্নেরও বুঝি এই রূপ অনুকূল অর্থ হইবে। অতএব সে আপনার স্বপ্ন বলিতে আরম্ভ করিল।

সে বলিল, "আমার মাথার উপরে যেন তিনটী শাদা চুপড়ি ছিল, উপরের চুপড়িতে রাজার নিমিত্ত নানাবিধ পক্কান্ন ছিল, এবং আকাশের পক্ষীরা আসিয়া তাহা খুঁটিয়া খাইল।"

যূষফ্‌ বলিলেন, "তিন দিবসের মধ্যে তোমারও কিছু ঘটিবে। রাজা তোমাকে কারাগার হইতে লইয়া গিয়া এক বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া ফাঁসি দিবেন এবং আকাশের পক্ষীরা তোমার মাংস খাইয়া ফেলিবে।"

যূষফের কথা শুনিয়া পান-পাত্রবাহকের আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কায় মোদক অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

যূষফ্‌ পান-পাত্রবাহকের নিকট ভবিষ্যতে কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন, "তুমি যখন পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইবে, এবং রাজাকে সুরাপান করিতে দিবে, তখন আমার বিষয়ে তাঁহাকে কিছু বলিবে? অনুগ্রহ করিয়া বলিও, যে আমি কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি, এবং মুক্ত হইবার উপায় নাই। আমি অতিশয় দূর দেশে বাস করিতাম,তথা হইতে কোন লোকে আমাকে চুরি করিয়া আনিয়াছে। কারাগারে বদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত কোন অপরাধ আমি করি নাই। তুমি অনুগ্রহ করিয়া রাজাকে বলিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া দিও।"

দেখ, ভ্রাতারা যে দুষ্টামী করিয়া যূষফ্‌কে বিক্রয় করিয়াছে, এ কথা

তিনি বলিলেন না। কারণ ভ্রাতাদিগকে দোষী করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না।

তিন দিবসের মধ্যে রাজা উক্ত পান-পাত্রবাহক ও মোদককে কারাগার হইতে লইয়া গেলেন। তিনি স্বীয় জন্মদিন উপলক্ষে দাসদিগকে এক ভোজ দিবার আয়োজন করিয়া পান-পাত্রবাহক ও মোদককে ডাকাইলেন এবং কহিলেন, "পানপাত্রবাহক আপনার পূর্ব্বপদ পাইবে, কিন্তু মোদককে ফাঁসি দেও, আমি উহাকে ক্ষমা করিব না।" অতএব এক্ষণে পান-পাত্রবাহক ও মোদক উভয়েই বুঝিতে পারিল যে যূষফ্ তাহাদিগকে যথার্থ কথা কহিয়াছিলেন।

পানপাত্রবাহক পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইয়া কি যূষফের অনুরোধ স্মরণ করিল? না, সে যূষফের বিষয় ভুলিয়া গেল। বোধ হয়, সে রাজবাটীর আহার বস্ত্র, টাকা কড়ি ও ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া যূষফের কথা এক বার মনেও করিল না। সুতরাং পানপাত্রবাহক সুধু নির্দ্দয় নয়, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞও ছিল।

যূষফ্ তাহার প্রতি দয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যূষফের প্রতি দয়া করিল না, এই জন্য তাহাকে অকৃতজ্ঞ বলা যায়। দেখ, পিতা মাতা শিশুকালে আপন সন্তান সন্ততির প্রতি অতিশয় দয়া করেন, কিন্তু অনেক সন্তান পিতামাতার সহিত অকৃতজ্ঞবৎ ব্যবহার করে, এবং ঈশ্বর আপন পুত্রকে পাপিদের নিমিত্ত মরণার্থ প্রদান করিলেন, কিন্তু পাপি মনুষ্যেরা ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

যূষফ্ বৃথা প্রতীক্ষা করিলেন, কেহই তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আইল না। এক দিন দুই দিন গেল, গ্রীষ্ম ও শীতকাল গত হইল, যূষফ কারাগারে বদ্ধ আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে ভুলেন নাই। ভাল, ঈশ্বর কি জন্য তাঁহাকে এত দিন প্রতীক্ষা করাইলেন? তিনি যেন ধৈর্য্যাবলম্বন শিক্ষা করেন, এই জন্য। ঈশ্বর যদ্যপি তোমাকে পীড়িত রাখেন, নিশ্চয় জানিবে, সে কেবল তোমাকে ধৈর্য্য শিখাইবার নিমিত্ত, যখন ভাল বোধ করেন, তখন আরোগ্য করিবেন, অথবা তিনি তোমাকে আরাম না করিয়া স্বর্গেও লইয়া যাইতে পারেন।

উপমাবলী।

অগ্নিময় প্রাচীর।

বাবিলন নগরের প্রাচীর ঊর্দ্ধে প্রায় দুই শত হস্ত এবং প্রস্থে প্রায় ছেচল্লিশ হস্ত ছিল। ঐ প্রাচীরের যেরূপ বিস্তৃতি ছিল, তাহাতে বোধ হয়, ছয় খানি শকট পাশাপাশি হইয়া অনায়াসেই উহার উপর দিয়া গমন করিতে পারিত। যদিও বাবিলন নগর এই রূপ দৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তথাপি নগরবাসিদিগের মত্ততাবশতঃ উহা বিপক্ষদিগের হস্তগত হইয়াছিল। এক সময়ে বাবিলনের লোকেরা সুরা পানে উন্মত্ত হইয়া আপনাদিগের নগরের দ্বার রুদ্ধ করিতে বিস্মৃত হয়, শত্রুপক্ষ এই সুযোগে প্রবেশ করিয়া নগর আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছিল। বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন রাজধানী গৌর নগরের প্রাচীর প্রায় ছেশটি হস্ত উচ্চ ছিল। যিরীহু নগরের প্রাচীরও বিলক্ষণ উচ্চ ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাতে উহা ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ঈশ্বর কখন২ ভূমিকম্প দ্বারা প্রাচীর ভগ্ন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বদেশীয় মেষপালক ও পথিকেরা রাত্রিকালে অরণ্য মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত না করিলে নানাবিধ হিংস্র জন্তু আসিয়া আক্রমণ করে। বন্য জন্তু অগ্নি দেখিলে অত্যন্ত ভয় পায়, এই হেতু উহারা অগ্নির নিকটে আসিতে চায় না। আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে যে স্থানে হিংস্র জন্তু বাস করে, পথিকেরা অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কখন তথায় রাত্রি যাপন করে না। অগ্নিময় প্রাচীর এরূপ নিরাপদ যে ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত উহার সীমাতে আসিতে ভয় পায়।

খ্রীষ্টিয়ান মাত্রেই এই সংসার-অরণ্যে পথিকের সদৃশ। এই সংসার-অরণ্যে শয়তান কালসর্প, এবং দুরাত্মা মনুষ্যগণ গ্রাসকারী সিংহের সদৃশ। যিনি ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, ঈশ্বরই তাঁহার অগ্নিময় প্রাচীর হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন। পূর্ব্বকালে যখন ইস্রায়েল বংশীয়েরা লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন উহার জল উভয় পার্শ্বে প্রাচীরের ন্যায় হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। ঈশ্বর যাহার প্রাচীর স্বরূপ, তাহার কিছু মাত্র ভয় নাই।

ডাক্তার ডফ্ সাহেব।

কলিকাতার প্রায় সকল লোকেই ডফ্ সাহেবকে জানেন। অনেক দিন হইল তিনি বিলাত গিয়াছেন। এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আকৃতি কিরূপ হইয়াছে, তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, এই জন্য আমরা এস্থলে তাঁহার এক্ষণকার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম।

পাপ-বাহী।

মম কার্য্য নহে, যীশো, তব কার্য্যচয়!
এ মম হৃদয়ে করে আনন্দ উদয়;
আরো বলে, সমুদায় হয়েছে সাধন,
দূর করে দেয় মম ভয়ের কারণ।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই?

মম ব্যথা নহে, যীশো, তব ব্যথাচয়,
সে বিষম দণ্ড কাষ্ঠে, অহে দয়াময়;
অধীনের পাপঋণ সকলি সুধিল,
মম তরে মহাশান্তি যথেষ্ট কিনিল!
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই?

মম অশ্রু নহে, যীশো, তব অশ্রু জল,
ধুয়ে পাপ মলা, মোরে করিল নির্ম্মল;
অমানিশা অন্ধকারে ছিলাম নিয়ত,
সমুজ্জ্বল দিনে তাহা হলো পরিণত।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই?

আমার বন্ধন নয়, তোমার বন্ধন,
চরণ-শৃঙ্খল মম করিল মোচন ;
খুলিয়া দিলেক মম কারাগারদ্বার,
হইবার নহে তাহা বন্ধ পুনর্ব্বার।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

তোমারি ক্ষত, হে যীশো, মম ক্ষত নয়,
আরোগিতে পারে, মম আত্মা ক্ষতময় ;
আমি নই, তুমি যেই সহিলা প্রহার,
তাহাতে আরোগ্যলাভ হইল আমার।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

আমার শোণিত নয়, তোমার শোণিত,
অকাতরে করেছিলে যাহা প্রবাহিত ;
কলুষ-কলঙ্ক মম বিমোচিতে পারে,
কৃত অপরাধ মম পারে ক্ষমিবারে।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার, মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

তব ক্রুশে, অহে যীশো, সম ক্রুশে নয়,
ভয়ানক পাপবোঝা অবহেলে বয় ;
পরমেশ বিনে কেহ স্বর্গে কি মহীতে,
পারিত না সেই ভার কখনো বহিতে।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

আমার মরণ নয়, তোমার মরণ,
মুক্তির উচিত মূল্য করিল অর্পণ ;
মম সম কোটি জন যদ্যপি মরিত,
তথাপি সে মূল্য কভু শোধ না হইত।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

যে অতুল পুণ্য তুমি করিলে সঞ্চয়,
কেবল তাহাই এ অধীনে আচ্ছাদয় ;
তব পুণ্য ভিন্ন পুণ্য যত দেখি আর,
হইতে পারে না তাতে মম উপকার !
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

একমাত্র তব পুণ্য-বসনে আমারে,
আবরিতে পারে, যীশো, বিভূষিতে পারে ;
আচ্ছাদিয়া আত্মা মম সে পুণ্য-বসনে,
রহিব তাহাতে আমি জীবনে মরণে।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকট যাইয়া দাঁড়াই ?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

জ্যোতিরিঙ্গণ।

মাকড়সা ও মক্ষিকা।

হেরিয়া নিকটে এক মক্ষিকা বসিয়া,
মাকড়াসা কহিলেক তারে সম্বোধিয়া ;—
"এস হে আমার বাড়ী করি নিবেদন,
দেখসে আবাস মম সুন্দর কেমন।
বাঁকা সিঁড়ি দিয়া ঘরে হইবে উঠিতে,
কত যে সুন্দর বস্তু পাইবে দেখিতে।"
"ক্ষমা কর মোরে ভাই, করি নিবেদন,
তব ও সুন্দর গৃহে যাব না কখন।
বাঁকা সিঁড়ি দিয়া যেবা যায় তব ঘরে,
হারায় পরাণ সেই জনমের তরে।"
"আহারের তরে ভাই উড়িয়া২,
হয়েছ কাতর তুমি বুঝেছি দেখিয়া।
পরিপাটী শয্যা আমি রেখেছি করিয়া,
আসিয়া বিশ্রাম কর তাহাতে শুইয়া।
খাটিয়ে রেখেছি দিব্য নেটের মশারি,
কারি করি দেখে যার যাই বলিহারি।
করসে শয়ন ভাই সে সুখ শয্যায়,
তুষিব তোমায় আমি মধুর ভাষায়।"
এত শুনি কহিলেক মক্ষিকা চতুর,
"করিলে প্রকাশ তুমি ভদ্রতা প্রচুর।
কিন্তু শুনি, যেবা শোয় তোমার শয্যায়,
কখন না জাগে আর, মহানিদ্রা যায়।"
শুনি দুষ্ট মাকড়াসা কহিল আবার,
"তোমারে হেরিলে মানি সৌভাগ্য অপার।
আহারের আয়োজন করেছি বিস্তর,
আসিয়া ভোজন কর, অহে বন্ধুবর।
ময়ূরের পক্ষ জিনি তব পক্ষ দুটী,
গাইতে মধুর গীত নাহি তব যুটি।
মুকুতা জিনিয়া তব উজ্জ্বল নয়ন,
অধীনের গৃহে ভাই কর পদার্পণ।
রয়েছে আমার গৃহে নির্ম্মল দর্পণ,
তাহাতে আপন মুখ করিবে দর্শন।"
শুনি এত খোসামোদ মক্ষিকা ভুলিল,
মাকড়াসা গৃহদ্বারে ধীরে২ গেল।
গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেক যেই,
ধরি মাকড়াসা তারে বধিলেক তেই।

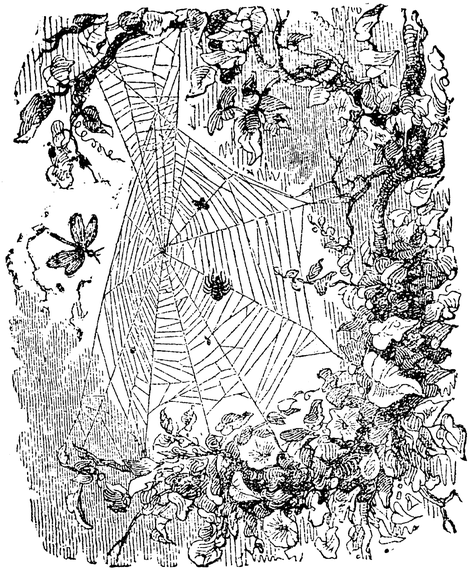

নীতি।

বিস্তারিয়া জাল যথা মাকড়াসাগণ,
ফাঁদে ফেলি বধ করে মক্ষিকাজীবন।
সেই রূপ মায়া জাল করিয়া বিস্তার,
ফাঁদে ফেলি নরে নষ্ট করে এ সংসার।
নানা ভাবে দেখাইয়া নানা প্রলোভন,
নরের অহিত চেষ্টা করে প্রতিক্ষণ।
ইন্দ্রিয় বাসনা যত মায়ার শৃঙ্খল,
গল দেশে পরে তাহা অবোধ সকল।
একটী মায়াতে কেহ হইলে জড়িত,
শতং মায়া তারে জড়ায় ত্বরিত।
যত ভাল বাসে লোকে এ পাপ সংসার,
ততই মজিয়া পরে করে হাহাকার।
এ সংসার দেখ ভাই, মায়াময় জাল,
অনেকে পড়িয়া এতে ভুলে পরকাল।
প্রলোভনে ভুলি যথা মক্ষিকারগণ,
মাকড়াসা জালে পড়ে হারায় জীবন।
সেই রূপ ভুলে নর পাপ প্রলোভনে,
মায়ায় মজিয়া নাশে আপন জীবনে।
ইহ কালে কষ্ট তার ঘটে অগণন,
পরকালে পুরস্কার নরক ভীষণ।
পাতিয়া মায়ার জাল সংসার যখন,
নানা ছাঁদে তোমারে দেখায় প্রলোভন।
সে কালে ঈশ্বরে তুমি প্রার্থনা করিবে,
তা হলে সংসার তোমা ছুঁইতে নারিবে।

প্রভু ও দাস।

রঙ্গপুরের জমীদার মাধব বাবুর ভজহরি নামে এক জন চাকর ছিল। সে মুখের কথায় বড় বাধ্যতা প্রকাশ করিত, কিন্তু কার্য্যে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিত না। মাধব বাবু কিছু দিন ভজহরিকে কিছু বলিলেন না, তাহাকে তাহার ইচ্ছা মত কাজ করিতে দিলেন। কিন্তু শেষে অনেক কর্ম্মে শৈথিল্য প্রকাশ করাতে, বাবু তাহার কারণ জানিয়া পাঠাইলেন। ভজহরি কিছু লেখা পড়া জানিত; এক্ষণে ভজহরি নিজে মনিবের নিকট না যাইয়া তাঁহাকে এক খানি পত্র লিখিল। তাহা এই—

"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায় চৌধূরী মহাশয়,
প্রবল প্রতাপেষু।

আপনার হুকুম শুনিবাতে আপনার যাহা মতলব তাহা জানিয়াছি। মহাশয় অধীনকে গোরুর জন্য ঘাস কাটিতে হুকুম করেন। তাহাতে অধীনের নিবেদন এই, যদি মহাশয়ের অন্য চাকরেরা তাহা করে, অধীনও করিবে, তাহারা না করিলে আমিও করিব না। মহাশয় অধীনকে প্রতিরোজ ভোরের সময়ে উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিতে বলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমার ঘরের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। যদি সে করিতে বলে, করিব, না বলিলে কোন মতে করিতে পারি না। মহাশয় যখন আমাকে রাত্রিতে আপনার আগেং লণ্ঠন ধরিয়া যাইতে হুকুম করেন, তাহা আমি করিতে পারি না। কেননা আমার পিতা পিতামহেরা তাহা করেন নাই। আপনি লাটের কিস্তীর সময়ে জিলায় যাইবার কালে আমাকে নৌকায় দাঁড় বাহিতে বলিতেছেন, কিন্তু যদি আপনি আমাকে একটা পিরাণ বা একটা টাকা বক্‌সিস দেন, তবে যাইব, নতুবা যাইব না। মহাশয় কখন কখন আমাকে ডাকিতে প্যায়দা পাঠাইয়া থাকেন, ইহাতে আমার বড় অপমান হয়। ইহার পরে আমাকে ডাকিতে হইলে আপনি নিজে আসিবেন, কোন প্যায়দা যেন আইসে না।

আজ্ঞাকারী দাস,
শ্রীভজহরি পাল।"

প্রিয় পাঠক, ঈশ্বর মনিব, তুমি ভৃত্য। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রচারক ও ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা আপনার আদেশ তোমাকে জানাইয়াছেন। তুমি অনেক সময়ে বলিয়া থাক, "ইহাতে যাহা লিখিত আছে, তাহা উত্তম ও ন্যায় অনুগত এবং ঈশ্বরয়ী বাক্য হইতে পারে।" কিন্তু উপরে যে ভৃত্যের বিষয় বলা হইল, তুমি তাহার ন্যায় মিথ্যা আপত্তি করিতেছ।

যখন আমরা তোমাকে প্রতিমা পূজা করিতে নিষেধ করি, তুমি বল, "বাস্তবিক প্রতিমার পূজা করা অন্যায় ও মূর্খতা। যদি দেশের অন্য সকলে উহা পরিত্যাগ করে, আমিও করিব; যদি সকলে না করে, আমি করিব না। আমি কি পাঁচ জনের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি?"

যখন আমরা তোমাকে বলি, যে

প্রভু যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বর ও মনুষ্য-জাতির মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ, তাঁহাকে মান্য ও তাঁহার ধর্ম্মে যোগ দেওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি বলিয়া থাক, "আমার বন্ধুগণ ও পরিবারস্থ সকলে আমাকে উহা করিতে দিবে না; যদি তাঁহারা করিতে বলেন, আমি করিব।"

যখন আমরা তোমাকে বলি যে রবিবার দিবস সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করণার্থ তোমাকে ভজনালয়ে যাইতে হইবে, "তুমি বল, এ ত আমাদের দেশের রীতি নহে। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের ও তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের পক্ষে উত্তম।"

যখন আমরা তোমার সম্মুখে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল প্রকাশ করি, এবং তোমাকে তোমার মন্দ কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে বলি, তখন তুমি বল, "আমাকে দশটী টাকা বা আমার দেনা শোধ করিয়া দেও, আমি উহা পরিত্যাগ করিব।"

যখন আমরা বলি যে ঈশ্বরের ভৃত্য যে আমরা, ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্রাণের বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন; তখন তুমি বলিয়া থাক, "কে জানে যে তোমরা ঈশ্বরের ভৃত্য? ঈশ্বর কেন আপনি আসিয়া বলেন না? যদি তিনি আসিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিব।"

তোমরা পুরুষানুক্রমে এই রূপ আপত্তি করিয়া আসিতেছে। দেখ, ঈশ্বর চিরসহিষ্ণু বটেন, কিন্তু তুমি যদি এই রূপে বৃথা আপত্তি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা অবজ্ঞা কর, শেষে বিচার দিনে কি তোমার ভয়ানক কষ্ট হইবে না? দেখ, আর বৃথা আপত্তি করিও না। তিনি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তোমাকে যাহা২ বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর! সমস্ত পাপ ত্যাগ কর। তুমি যে তাঁহার ব্যবস্থা অমান্য করিয়াছ, তাহা স্বীকার কর। তোমার গত পাপ ক্ষমা ও ভবিষ্যতে তোমাকে শক্তি দান করিবার জন্য প্রভু যীশুর নামে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেই আমাদের সুখ, ও লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

যূষফের বিবরণ।

৫ অধ্যায়।

যূষফের মুক্তি।

তোমাকে মিসর দেশের রাজার বিষয় বলিয়াছি। যূষফ্ যে দেশে কারাগারে বদ্ধ ছিলেন, তিনি সেই দেশের রাজা। তাঁহার নাম ফিরৌন্, তাঁহার অনেক দাস দাসী ছিল। রাজা সিংহাসনে বসিতেন, ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহার গলায় স্বর্ণহার, অঙ্গুলীতে হীরার আঙ্গুটী এবং মস্তকে স্বর্ণমুকুট থাকিত। তিনি উত্তম ঘরে বাস করিতেন, গাড়ী ঘোড়া চড়িতেন, এবং তাঁহার বেড়াইবার সময়ে সকল লোকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিত।

এক রাত্রিতে রাজা দুই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন, তাহার বিবরণ আমি তোমাকে বলিতেছি।

ফিরৌন্ স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন এক নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়ে নদীহইতে সাতটী বড় সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট গোরু বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। এ সাতটী দেখিতে বড় মনোরম্য, কিন্তু কিছু কাল পরে দেখিলেন, যেন আর সাতটী রোগা গোরু নদী হইতে উঠিয়া ঐ সাতটী হৃষ্টপুষ্ট গোরুকে গিলিয়া ফেলিল, তথাপি তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় রোগা রহিল। তখন রাজার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল ও তিনি জাগ্রৎ হইলেন।

কিছু কাল পরে রাজা পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইয়া আর এক স্বপ্ন দেখিলেন। একটী গমের গাছে যেন সাতটা পূর্ণ শীষ হইয়াছে; দেখিতে২ আর একটী গাছ উঠিল ও তাহাতে সাতটী শুষ্ক শীষ উঠিয়া প্রথম সাতটী শীষ খাইয়া ফেলিল, তথাপি পূর্ব্বের মত শুষ্ক রহিল।

ফিরৌন্ এই দুই স্বপ্ন দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং ইহার অর্থ জানিবার জন্য ব্যাগ্র হইলেন। তিনি পর দিবস প্রাতে দাসগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বপ্নের অর্থ বলিতে পারে, এমন কোন ব্যক্তিকে আমার নিকটে লইয়া আইস।" তদনুসারে অনেক ভাক্ত জ্ঞানী মনুষ্য আসিল বটে, কিন্তু কেহ স্বপ্নের তাৎপর্য্য কহিতে পারিল না। রাজা বড় অসুখী হইলেন।

শেষে পানপাত্রবাহকের যূষফের কথা স্মরণ হইল। সে বহুদিবস অবধি তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল,

এই জন্য দুঃখিত হইয়া রাজাকে কহিল, "আমি আপন দোষ অদ্য স্মরণ করিলাম। মহারাজ, আপনার মনে থাকিতে পারে, এক সময়ে আপনি ক্রোধ করিয়া আমাকে ও মোদককে আপনকার সেনাপতি পোটিফরের বাটীতে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। সেখানে থাকিয়া আমরা উভয়ে স্বপ্ন দেখি, এবং সেই স্বপ্নের অর্থ এক যুব দাস আমাদিগকে বলিয়া দেয়, যে রাজা তোমাকে কারাগারহইতে মুক্ত করিবেন, এবং মোদককে ফাঁসি দিবেন। সেই যুবা যে প্রকার কহিয়াছিল, আপনি তাহাই করিয়াছিলেন।"

ফিরৌন্ ইহা শুনিবামাত্র সেই যুব মনুষ্যকে কারাগার হইতে আনিতে কহিলেন। তদনুসারে রাজার দাসগণ কারাগার রক্ষকের নিকটে গিয়া কহিল, "আমরা যূষফ্‌কে লইতে আসিয়াছি,রাজা তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।"

যূষফ্ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, কারণ এখন তাঁহার বিলক্ষণ বোধ হইল, যে ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। যূষফের মলিন বস্ত্র পরা ছিল, কিন্তু দাসেরা তাঁহাকে পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া রাজার নিকটে আনিল।

বহু দিবস পরে কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আইলে যূষফের গাত্রে মৃদু মন্দ বায়ু পুনর্ব্বার লাগিল, ও তিনি হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সকল দেখিতে পাইলেন। বোধ হয়, তিনি দেখিতে পাণ্ডু রোগির ন্যায় হইয়াছিলেন।

যূষফ্ রাজবাটীতে আসিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি, তুমি না কি স্বপ্নের অর্থ কহিতে পার?"

যূষফ্ কহিলেন, "আমি স্বপ্নের অর্থ কহিতে পারি না, কিন্তু আমার ঈশ্বর পারেন। এবং আমি নিশ্চয় জানি, তিনিই আপনকার স্বপ্নের অর্থ কহিবেন।"

রাজা যূষফ্‌কে ঐ দুই স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজার বাক্য সমাপ্ত হইলে যূষফ্ কহিলেন, "আপনকার দুই স্বপ্নের একই অর্থ; সাত বৎসর ক্ষেত্রে বহু শস্য জন্মিবে, কিন্তু তৎপরে আর সাত বৎসর প্রায় কিছুই জন্মিবে না। সাতটী হৃষ্টপুষ্ট গোরুতে প্রথম সাত বৎসর এবং সাতটী

কৃষ গোরুদ্বারা দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর বুঝায়। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, আপনি যেন তাহা জানিতে পারেন, এই জন্য ঈশ্বর আপনাকে এই স্বপ্ন দিয়াছেন।

এক্ষণে রাজা কি করিবেন? দেখ, প্রথমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত অনেক শস্য হইবে, তাহার পরে সাত বৎসর প্রায় কিছুই হইবে না। সুকুমার পাঠক, এবিষয়ে তুমি রাজাকে কি পরামর্শ দেও?

যূষফ্ তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন, "যখন অধিক শস্য জন্মিবে, তখন দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আপনি এক জন জ্ঞানী ও বিবেচক লোককে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, তিনি স্থানে২ শস্য সংগ্রহ করিয়া বড়২ গোলাতে সঞ্চয় করিয়া দুর্ভিক্ষ হইলে প্রয়োজনমতে সকলকে শস্য দিবেন। তাহা না করিলে, সে সময়ে সকলেই মরিয়া যাইবে।

স্বপ্নের এরূপ অথ বলাতে ফিরৌন্ যূষফের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা ও তাঁহার দাসগণ যূষফের কথায় বিশ্বাস করিলেন। ফিরৌন্ দাসগণকে কহিলেন, "যূষফের মত জ্ঞানী মনুষ্য আমি আর কোথায় পাইব? যূষফ্‌ই শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।"

ফিরৌন্ যূষফ্‌কে কহিলেন, "তুমি বিলক্ষণ জ্ঞানী লোক, অতএব দেশের শাসন কার্য্যে তুমি আমার সাহায্য কর। সকলেই আমার কথার ন্যায় তোমার কথা শুনিবে, এবং রাজ্যের মধ্যে তুমি আমা ছাড়া সকলের বড় হইবে।"

অনন্তর ফিরৌন্ আপন অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যূষফের হস্তে পরাইলেন, এবং আপনার ন্যায় যূষফ্‌কে উত্তম বস্ত্র, তাঁহার গলায় স্বর্ণহার ও চড়িবার নিমিত্ত উত্তম গাড়ি দিলেন, এবং যূষফ্‌কে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন।

যূষফ্ এক্ষণে বড় মানুষ হইলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে আলস্য করিতেন না। তিনি গাড়িতে চড়িয়া দেশের চারি দিগে বেড়াইতে লাগিলেন, এবং সাত বৎসর পর্য্যন্ত শস্য সঞ্চয় করিয়া বড় বড় গোলাতে রাখিলেন। তিনি আহার বিহারাদিতে কাল যাপান না করিয়া লোকের যাহাতে মঙ্গল হয়, এমত চেষ্টা করিতেন।

লর্ড লরেন্স।

দুই বৎসর হইল, লর্ড লরেন্স এদেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম, তাঁহার কার্য্য প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে জাগরূক আছে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের পর, আর কোন গবর্ণর জেনরেলই সাধারণের এত প্রিয় হইতে পারেন নাই। ইনি প্রথমে সামান্য সিবিলিয়ান হইয়া এদেশে আইসেন, শেষে প্রধান কমিশনর, লেপেটনাণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণর জেনরেল পর্য্যন্ত হন। ইহাঁর শাসন কালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। ইনি একরূপ খ্রীষ্টপরায়ণ ও খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে উৎসাহদাতা ছিলেন যে খ্রীষ্ট বিদ্বেষীরা ইহাঁকে ঠাট্টা করিয়া "পাদরী" বলিত। ১৮৫৭ অব্দে যখন সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া অকারণে ইংরাজদিগকে কষ্ট দেয়, তৎকালে লর্ড লরেন্স পঞ্জাবে ছিলেন। তাঁহার গুণে পঞ্জাবীরা এরূপ বশীভূত ছিল যে তাহারা তখন সিপাহীদের সঙ্গে যোগ না দিয়া ইংরাজদের সাহায্য করে। লরেন্স সাহেবের বুদ্ধি নৈপুণ্যে সে বার দিল্লী পুনরায় অধিকার হয়। লর্ড লরেন্স ৪০ বৎসর এদেশে ছিলেন, এই জন্য তিনি আমাদের মনের ভাব, ও প্রকৃত অভাব এবং কিসে আমাদের উপকার হইতে পারে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন। বাস্তবিক ইনি একজন ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ও বহুদর্শী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী পাঠকগণ, এমত হিতৈষী মহোদয়কে কখনও দেখেন নাই, এই জন্য আমরা তাঁহার প্রতিকৃতি পূর্ব্বপৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলাম।

মৎস্যশিশু।

মৎস্যশিশু দেখে এক ফড়িঙ্ ভাসিতে,
আদরে মায়ের কাছে লাগিল কহিতে।
"ভাসিছে ফড়িং অই, দেখ গো জননি,
টপ্ করে গিলে খাই বলিলে আপনি।"
"যেও না২ বাছা মানা করিতেছি,
মানুষে ফেলেছে বড়শী দেখিয়া বুঝেছি।
ধরিয়া ফড়িঙ্ এক দিয়াছে গাঁথিয়া,
চোকাল কাঁটার মুখ রয়েছে ঢাকিয়া।"
শুনিয়া মায়ের কথা খানিক ভাবিল,
আবার ফড়িঙ্ পানে চাহিয়া রহিল।
ফড়িঙের চারি পাশে ভাসিতে২,
যত চায় তত লোভ লাগিল বাড়িতে।
আদরে মায়ের কাছে আসিয়া আবার,

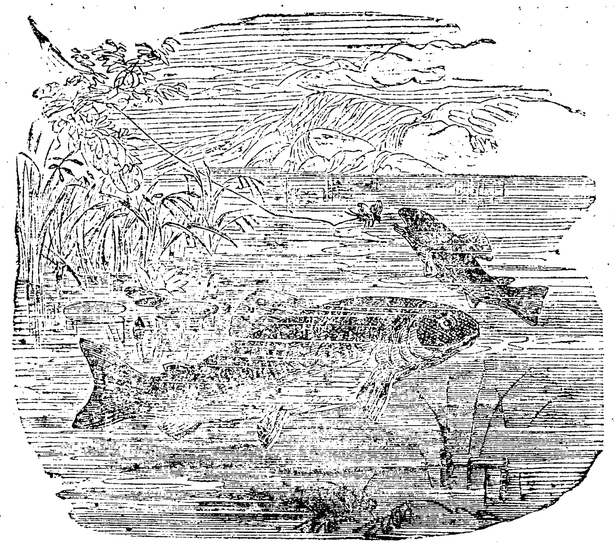

বলিলেক মৎস্যশিশু "দেখ একবার!
জীবন্ত ফড়িঙ্ ওটী ভাসিছে কেমন,
এমন আহার পেলে ছাড়ে কি কখন?
সুধুই ফড়িঙ্ হবে বড়শী কভু নয়,
ঠোকর মারিলে পর জানিব নিশ্চয়।"
এই বলে গিয়ে যেই ঠোকর মারিল,
বিষম লোহার কাঁটা ঠোটেতে বিঁধিল।
মরণের ভয়ে এবে কাঁদিয়াং,
কহিলেক পরে স্বীয় মায়ে সম্বোধিয়া :—
"ছায়, মা তোমার কথা যদি শুনিতাম,
তা হলে এখন আমি নাহি মরিতাম।"

উপমাবলী।

পার্থিব সুখ কন্টকের অগ্নি সদৃশ।

কণ্টকের অগ্নি প্রথমে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তৎপরে এককালে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, এবং এক প্রকার শব্দ করিতে আরম্ভ করে। কণ্টকের অগ্নির তাদৃশ তেজ নাই, এই জন্য সহজে উহাতে জল উষ্ণ করা যায় না। পার্থিব সুখ কণ্টকের অগ্নির সদৃশ। ইহলোকে আমরা যে সুখ অন্বেষণ করি, উহাতে শব্দ ও আড়ম্বরই অধিক। কণ্টকের অগ্নি যেমন শীঘ্র নির্ব্বাণ হয়, পার্থিব সুখও তদ্রূপ অতৃপ্তিকর হইয়া উঠে। সুরা পান করিয়া যাহারা বহুবিধ প্রলাপ উক্তি করে, তাহারাও কণ্টকের অগ্নির সদৃশ। সুরা পানে স্থায়ী সুখ নাই।

সুরা পানে প্রথমতঃ যে সুখ হয়, তৎপরে তাহা কণ্টকের ন্যায় ক্লেশকর হইয়া উঠে।

পৃথিবীর যেমন ভিত্তি নাই, পার্থিব সুখেরও তদ্রূপ ভিত্তি নাই। অবশালোমের অশ্বতর যেমন প্রয়োজন কালে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গমন করে, পার্থিব সুখও তদ্রূপ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। দুষ্ট লোক কণ্টকের সদৃশ। কণ্টক যেমন অকর্ম্মণ্য, দুষ্টেরাও তদ্রূপ। কণ্টক যেমন ক্লেশকর, দুষ্টেরাও তদ্রূপ আপন আপন প্রতিবাসীর ক্লেশকর হইয়া থাকে। কণ্টক যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে শব্দ করিয়া থাকে, দুষ্টেরাও তদ্রূপ কলহ ও বিবাদ করিয়া অন্যকে বিরক্ত করে। কণ্টকের অগ্নি যেমন শীঘ্র নির্ব্বাণ হয়, ঈশ্বর তদ্রূপ দুষ্টদিগকে শীঘ্র নির্ব্বাণ করেন।

গোময় শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করিলে যে অগ্নি হয়, উহা কণ্টকের অগ্নি অপেক্ষা অধিকক্ষণস্থায়ী। আরবেরা শুষ্ক গোপুরীষের দহনকে অতিশয় ভয় করে। শত্রুকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তাহারা এই রূপ কহে, "সাবধান, তোমাকে শুষ্ক গোপুরীষের অগ্নিতে দগ্ধ করিব।" এই রূপ অগ্নিতে কাহাকে দগ্ধ করিলে তাহার মৃত্যু শীঘ্র হয় না, সুতরাং এই প্রকার মৃত্যু বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে।

পার্থিব সুখ বড় অল্পকালস্থায়ী। হেরোদ রাজা মহামূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া সভাসদ্গণের সমক্ষে একটী বক্তৃতা করিলে, সকলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, কিন্তু এই ঘটনার অতি অল্পকাল পরে হেরোদ ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহত হইয়া মহাক্লেশে প্রাণত্যাগ করিলেন। আহব্ রাজার স্ত্রী ঈষাবেল্ এক জন পরমরূপবতী কামিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঈষাবেলের সুখ চিরস্থায়ী হয় নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে কুকুরেরা তাঁহার মাংস ভোজন করিয়াছিল। বেল্শসৎর রাজা যখন মহাভোজে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঈশ্বর, তাঁহাকে তাঁহার রাজত্বের যে শেষ হইয়াছে, ইহা অতি আশ্চর্য্যরূপে জ্ঞাত করেন।

জীবনতরি।

যেই জন সেই তরি করে আরোহণ,
কুচিন্তা মেঘেরে সেই ডরে না কখন।
নৈরাশ্য পবন তারে ছুঁইতে না পারে,
অবহেলে যায় চলে সাগরের পারে।
পার্থিব বাসনারূপ চড়ায় ঠেকিয়া,
সে জীবন তরি কভু না যায় ডুবিয়া।
মানয়ে যাঁহার আজ্ঞা প্রচণ্ড পবন,
যাঁহার আদেশে মৃত লভয়ে জীবন।
কৈলা দয়া করি তিনি নিজ দেহ দান,
অপূর্ব্ব জীবন তরি করিলা নির্ম্মাণ।
বিপন্ন মানবগণ যাতে রক্ষা পায়,
দয়া করি কৈলা তিনি তাহার উপায়।
নিজ দাসগণে তিনি রাখি নানা স্থানে,
করিলা নিযুক্ত সুধু পাপির আহ্বানে।
তাঁহারা বিপন্ন লোকে যদি দেখা পান,
আরোহিতে সে তরিতে করেন আহ্বান।
শুনিয়া তাঁদের বাণী শত শত নর,
অবহেলে উত্তরিছে সংসার সাগর।
ব্যক্ত হয় এই কথা যেন নানা দেশ,
এই জন্য করিলেন উপায় বিশেষ।
এই যে জীবন তরি হইল নির্ম্মাণ,
মানবের তরে ইহা,অদ্বিতীয় দান !
দেশে২ এই কথা করিতে প্রচার,
লিখিত হইল গ্রন্থ শুভসমাচার।
যেই জন এই গ্রন্থ করে অধ্যয়ন,
জীবন তরির বুঝে সেই প্রয়োজন।
শত শত লোকে পড়ি শুভ সমাচার,
জীবন তরিতে চড়ি হইয়াছে পার।
সংসার সাগরে যারা ছিল নিমগন,
পাইয়া জীবন তরি লভিল জীবন।
হেরিয়া মানবগণে ডুবু ডুবু প্রায়,
জগত গোসাঞী যীশু আইলা ধরায়।
মানব আকারে ভবে জনম লভিলা,
বিশুদ্ধ জীবন এই ভবে কাটাইলা।
দয়ার সাগর তিনি দয়ার আধার,
দয়া করে মানবের করিলা উদ্ধার।
যীহুদা দেশেতে তিনি লভিলা জনন,
যীশু ত্রাণপতি নাম করিলা ধারণ।
যাহাতে নরের হয় মঙ্গল সাধন,
সেই রূপ করিলেন সদা আচরণ।
দ্বিসহস্র বর্ষ গত হইলেক প্রায়,
এসেছিলা প্রভু যীশু এ পাপ ধরায়।
প্রান্তরে নগরে আর মন্দির ভিতরে,
প্রদানিলা উপদেশ সবার গোচরে।
সেই রূপ উপদেশ মানবে কখন,
মানবের মুখ হতে করেনি শ্রবণ।
অলৌকিক ক্রিয়া কত করিলা সাধন,
শুভ সমাচারে যার আছে বিবরণ।
অন্ধেরে দর্শন শক্তি করিলা প্রদান,
মৃত জনগণে পুনঃ প্রদানিলা প্রান।
দুরারোগ্য রোগী জনে নিরোগ করিলা,
কবরস্থ জনে পুনঃ জীবন দানিলা।
দৃষ্টান্ত কথার তিনি দিলা উপদেশ,
পৃথিবীতে সুপ্রশংসা যাহার অশেষ।
মানবের সুখে সুখী দুখে দুখী ছিলা,
নানা মতে মানবের হিত আচরিলা।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

কমলালেবু।

আবার কমলালেবু দিল দরশন,
রসে ডগ মগ তনু লোহিত বরণ।
বহু দিন পরে দেখা হইল আবার,
এস ভাই, করি তোমা শত নমস্কার !
এ ক-মাস দেখা নাই কত দুঃখ মনে,
তোমার বিরহে ভাই দুঃখী সর্ব্বজনে।
সরবতী পাতি গোড়া কাগজি বিস্তর,
বাজারে উঠিয়া থাকে কে করে আদর ?
সদা এ পরাণ মম কাঁদে তব তরে,
সাধ্য কি এদের ভাই সান্ত্বনা যে করে।
এই শীতকালে হয় বিবিধ পরব,
আর কেবা দেখে লেবু তোমার গরব !
কেক কলা রসগোল্লা বিস্কুট মিঠাই,
সুরস বেদানা প্রিয় দাড়িম্বের ভাই।
ইহাদের সঙ্গে তুমি করহ বিরাজ,
লোহিত বরণ কান্তি যেন মনিরাজ।
মাতালেরা মদ খেলে জিব জ্বলে যায়,
তোমারে পূরিলে মুখে সে জিব জুড়ায়।
কত যে অমৃত আছে তোমার ভিতরে,
যেই খায় সেই জানে জানিবে কি পরে ?
দেবাসুরে (!!) সুধা নিয়ে বিবাদ হইল,
লুকাইয়ে সুধা বুঝি পাহাড়ে রাখিল।
খুলিয়া রাখিলে পাছে খাসিয়ারা খায়,
ফলের ভিতরে তাই রাখিল সুধায়।
সেই হেতু তুমি বুঝি এতই মধুর,
যত খাই, তত চাই বাসনা প্রচুর।
বার মাস তুমি যদি দিতে দরশন,
পাঠাতাম কাগজিরে শমনভবন।
পাতি গোড়া সরবতী দেখিলে দোকানে,
ফিরেও না তাকাতাম তাহাদের পানে।
হিমালয় থেকে শীত আইসে যখন,
তারি সাতে২ তুমি কর আগমন।
আবার আসিলে চৈত্র শীত চলে যায়,
তার পরে আর কে তোমার দেখা পায় ?
চরাপুঞ্জী পাহাড়েতে তোমার আবাস,
আর দেখ শীত করে হিমালয়ে বাস।
তার সঙ্গে এত ভাব কি হেতু তোমার ?
ছেড়ে দেও তার প্রেম মিনতি আমার।
ছেড়ে দেও চরাপুঞ্জী অসভ্যের দেশ,

এস২ এই দেশে মিনতি বিশেষ।
পাহাড়ে পর্ব্বতে কেন কাটাইছ কাল?
এস ভাই, সভ্য দেশে ঘুচিবে জঞ্জাল।
ভাগীরথী তটে আছে সুন্দর উদ্যান,
এস ভাই, সেই খানে দিব তোমা স্থান।
লোহার গরাদে করে দিব চারি ধারে,
গরু ছাগলেতে ছুঁতে নারিবে তোমারে।
তুলিয়া কলের জল করিব সিঞ্চন,
হেরিবে তোমার শোভা কত শত জন।
ফলভরে অবনত যখন হইবে,
অতুল শোভায় চারি দিক উজলিবে।
বিলাতি বিবিরা সব হা[ও]য়া খেতে আসি,
দাঁড়াবে তোমার পাশে মধু মাখা হাসি।
এতেও যদ্যপি তব নাহি উঠে মন,
তবে ভাই শুন মম অন্য নিবেদন!
যে খানেতে বড় লাট্ ফি বছর যায়,
দিব হে তোমারে স্থান সেই সিমলায়?
পরিপাটি স্থান সেই ইংরাজের বাস,
ভয়ানক শীত থাকে তথা বারোমাস।
যদ্যপি ইহাতে হয় বেসি টাকা ব্যয়,
হব না কাতর ইথে বলিনু নিশ্চয়।
টেম্পল সাহেবে বলি টাক্স বাড়াইব,
বোঝার উপরে শাক সহজে সহিব।
বুঝিনু হবে না রাজি স্বদেশ ছাড়িতে,
বাঙ্গালেরা বড় মত্ত স্বদেশ পীরিতে।
যত কেন দূর দেশে করে না গমন,
স্বদেশের তরে কাঁদে বাঙ্গালের মন।
বিদেশের মিষ্ট ভাষা করে ছার জ্ঞান,
স্বদেশের বাঁকা কথা অমৃত সমান।
আসিবে না তুমি ভাই, স্বদেশ ছাড়িয়া,
মিছা কেন মরি আমি অরণ্যে কাঁদিয়া।
তবে টাট্‌কা লেবু এবে পাইবার তরে,
আর কি উপায় করা যায় অতঃপরে?
চরাপুঞ্জি পাহাড়েতে যদি করি ঘর,
খাইতে কমলা লেবু পাইব বিস্তর।
কমলার লোভে পড়ি যদি তথা যাই,
কল্‌কাতার নানাবিধ মিঠাই হারাই।
আর এক অসুবিধা যাইলে সে দেশে,
পাহাড়ে লোকেরা তথা অর্দ্ধোলঙ্গ বেশে।
কাঁই মাই কথা বলে শুনে লাগে ডর,
সেখানে যাইয়া করা হইবে না ঘর।
কমলা লেবুর লোভে তথা যদি যাব,
রসগোল্লা ছানা ভাজা সকলি হারাব।
তা হবে না, ভাবিয়াছি আরেক উপায়,
ছাতক অবধি যদি রেল খোলা যায়,
পাইব কমলালেবু ঘরেতে বসিয়া।
ছেলে পিলে নিয়ে খাব রসিয়া বসিয়া।

পাঠক, কেমন সত্য কথা!

ব্যাধ ও পক্ষী।

ব্যাধেরা পাখী ধরিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ অথবা মারিয়া তাহাদের মাংস ভোজন করে। তাহারা এমন সূক্ষ্ম সূতা দিয়া জাল নির্ম্মাণ করে, যে হঠাৎ তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। যেন পাখিরা ভয় না পায়, এই জন্য তাহারা জালের কাছে না দাঁড়াইয়া এক গাছি লম্বা দড়ি হাতে করিয়া, খানিক দূরে গিয়া দাঁড়ায়। যখন পাখিরা জালের নিকটে আইসে, তাহারা ঐ দড়ি টানিয়া লয়। পাখিরা যেরূপ আহার অতিশয় ভাল বাসে, ব্যাধেরা প্রায় সেই সকল সামগ্রী দিয়া তাহাদিগকে লোভ দেখায়। কখন তাহারা কতকগুলি পোষা পাখি সঙ্গে লইয়া স্বীকার করিতে যায়। জাল পাতা হইলে, তাহারা সেই পোষা পাখিগুলিকে জালের নিকটে চরিতে দেয়। তাহাদিগকে চরিতে দেখিয়া বনের পক্ষিগণ যেমন তাহাদের নিকটে আইসে, ব্যাধেরা অমনি দড়ি টানিয়া লয়; তাহাতে তাহারা জাল চাপা পড়িয়া আর পালাইতে পারে না। ব্যাধ আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে, ইহা দেখিয়া পাখিরা ডানা দিয়া জালে আঘাত এবং পলাইতে বিস্তর চেষ্টা করে; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। ব্যাধেরা পাখি ধরিয়া হয় খাঁচায় পূরিয়া রাখে, না হয় ঘাড় মট্‌কাইয়া মারিয়া ফেলে।

ব্যাধ জালের নিকটে আসিবার পূর্ব্বে যদ্যপি কোন মনুষ্য সদয় হইয়া জাল খানি তুলিয়া দেন, তাহা হইলে পক্ষিরা পলাইয়া অনায়াসে বাঁচিতে পারে।

আমরা একজন নিপুণ দুষ্ট ব্যাধের কথা শুনিয়াছি। সে কখন পাখী ধরে না, কিন্তু কেমন করিয়া মনুষ্যদিগকে ধরিতে পারিবে, তাহারই সন্ধানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

হে পাঠক, হয় তো তুমি তাহার জালে পড়িয়াছ এবং বোধ হয়, তোমার কি রূপ অবস্থা, তাহা জ্ঞাত নহ! এই ব্যাধ কে, তাহা কি জানিতে চাহ? সে দুরাত্মাদিগের প্রধান। তাহার নাম শয়তান। মনুষ্যদিগকে নষ্ট করাই, তাহার কর্ম্ম। সে কি প্রকার জাল পাতিয়া রাখে, তাহা কি শুনিতে চাহ? সে পাপরূপ জাল বিস্তার করিয়া আছে। ব্যাধেরা যেমন পক্ষিদিগকে লোভ দেখাইবার জন্য অনেক প্রকার খাদ্য সামগ্রী দেয়, শয়তানও তদ্রূপ নানা প্রকারের লোভ দেখাইয়া থাকে। কেহ বা সুখের অন্বেষণে, কেহ বা টাকার প্রলোভনে তাহার জালে পতিত হয়। আর কেহ কেহ তাহার

কৃত মিথ্যা ধর্ম্মে জড়িত হইয়া তাহারই বশীভূত হইয়া থাকে। ব্যাধেরা যেমন পোষা পাখী দিয়া বনের পক্ষিদিগকে ধরে, শয়তানও তদ্রূপ দুষ্টলোকদ্বারা অন্যকে পাপে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কখন কখন পাখিরা জালে পড়িয়াও কিছু টের পায় না, সুতরাং স্বাধীন অবস্থায় যেমন মিষ্ট গান করিয়া থাকে, জালে পড়িয়াও তদ্রূপ করে। যখন ব্যাধ নিকটে আইসে, তখন আপনাদের দশা বুঝিতে পারে, কিন্তু এত বিলম্বে বুঝাতে কোন ফল নাই। মনুষ্যও কখন কখন পাপ জালে পতিত হইয়া কিছুই জানিতে পারে না, তাহাদের যে কি বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা তাহারা বুঝে না। যখন তাহারা শয়তান ও শয়তানের অনুচরদিগের সহিত দগ্ধ হইতে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আপনাদিগের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারে; কিন্তু এত বিলম্বে বুঝিলে কি হইতে পারে?

সকল মনুষ্যই পাপজালে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। এই জাল দ্বারা পরিবৃত নহে, এমন এক জনও নাই। ইহারা সকলেই কি শয়তানকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে? না। যাহাতে সকলে বাঁচিতে পারে, এমন এক উপায় আছে। দেখ, পক্ষিরা জাল চাপা পড়িলে যদি কেহ জাল তুলিয়া ধরে, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে উড়িয়া পলায়ন করিতে পারে।

ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট আমাদিগকে পাপ জাল হইতে মুক্ত করিতে পারেন। তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া পাপের উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এখন যাহারা সেই যীশুর নামে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে, তাহারা পাপের ক্ষমা পায়। কিন্তু পাপ ক্ষমা হইলেই পাপ জাল হইতে মুক্ত হই না। অন্তঃকরণ এককালে পাপ শূন্য হওয়া উচিত। যদ্যপি আমরা যীশুর নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তিনি আমাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিতে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন। অতএব যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার এবং দুষ্ট ব্যাধের জাল হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা কর। সময় থাকিতেই উপায় চেষ্টা করা ভাল।

পাঠক! কি বল? কথাটী কি সত্য নয়?

ভ্রম সংশোধন।

আমরা গত মাসে ভুল করিয়া লর্ড লরেন্‌সের প্রতিমূর্ত্তির স্থলে আমাদিগের মহারাজ্ঞীর স্বামী রাজকুমার আলবার্টের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিয়াছিলাম। এটী ভুল বটে, কিন্তু কেহ২ যেমন চিনী ভ্রমে লবণ মুখে দেয়, এ সেরূপ ভ্রম নহে। বরং লবণ ভ্রমে চিনী মুখে দেওয়া হইয়াছে। ভ্রমক্রমে লর্ড লরেন্‌সের স্থলে কোন হেঁজী পেজী লোকের বা ইড্রস পিড্রসের ছবি প্রকাশ করি নাই, তাহা-

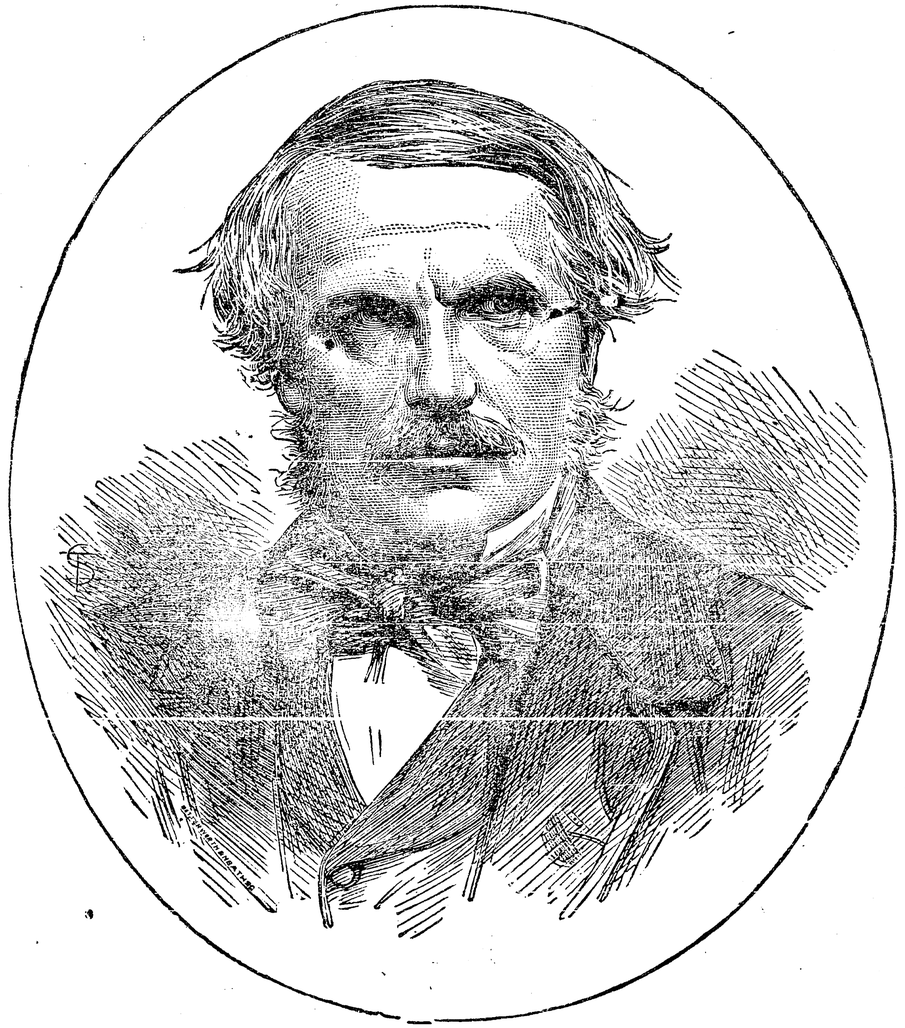

দের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে বড় লোকের প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছি। এবার লড লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করা যাইতেছে। ঐ দেখ, আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাকে দেখ!

এক্ষণে রাজকুমার আল্‌বার্টের বিষয় কিছু বলা যাউক।

রাজকুমার ফ্রান্‌সিস্‌ আল্‌বার্ট ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের ২৬ আগষ্ট তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কোবর্গ ও গোথার রাজপুত্র। ১৮৪০ অব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদিগের রাজ্ঞীর সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হয়। রাজরাজড়াদিগের মেয়েছেলেদিগকে প্রায় ধরিয়া বাধিয়া বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিবাহ সেরূপ হয় নাই। রাজ্ঞীর ও রাজকুমার আল্‌বার্টের বিবাহের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ, আলাপ ও পরস্পর প্রণয় হইয়াছিল। বিবাহের পর তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রণয়ে এবং পরমসুখে কাল যাপন করেন। পূর্ব্বকার কোন২ রাজার ন্যায়, ইহাঁদের রাজসভায় কেহ কখন কোন প্রকারের অন্যায় আচরণ বা কুৎসিত ব্যবহার দেখেন নাই। রাজসভা শুদ্ধাচরণ এবং প্রজাবাৎসল্যের, এবং রাজপরিবার প্রণয়, ধর্ম্মপরায়ণত এবং শান্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল, এবং এখন পর্য্যন্ত আছে। ১৮৬১ অব্দের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে রাজকুমার আল্‌বার্টের মৃত্যু হয়। আমাদিগের রাজ্ঞী ইহাঁকে এত ভাল বাসিতেন যে ইহাঁর মরণাবধি তিনি কোন আমোদকর ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই। ইনি আমাদিগের হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় অবশিষ্ট জীবন স্বামির জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন। রাজকুমার আল্‌বার্ট অতিশয় গুণবান লোক ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিলে পাছে কোন অপ্রীতি সঞ্চার হয়, এই জন্য তদ্বিষয়ে কোন কথাই কহিতেন না। কিন্তু ইনি শিল্পকার্য্যের এক জন পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। ১৮৬১ অব্দে ইংলণ্ডে জাতিসাধারণ প্রদর্শন হয়, ইহা তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টার ফল। তিনি পরিবারের তত্ত্বাবধারণে এবং নিজ পুত্র কন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানে অনেক সময় এবং পরিশ্রম ব্যয় করিতেন। তিনি উত্তম স্বামী এবং উত্তম পিতা ছিলেন। রাজ্ঞী রাজকুমার আল্‌বার্টের বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

উপমাবলী।

হিংসা ক্লেদযুক্ত অস্থি।

অস্থি শরীরের প্রধান বস্তু। যদি অস্থি পচিয়া যায়, সমস্ত শরীর পীড়িত হয়; এবং অনেক কষ্টের পর, দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যায়। হিংসা ক্লেদযুক্ত অস্থির ন্যায়।

যাহাদের মন ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ, তাহারা পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, আপনাদিগের অসুখ আপনারাই জন্মায়। তাহারা অন্যকে অমৃতময় সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে দেখিয়া, আপনাদিগের সুখকে বিষযুক্ত করিয়া থাকে। হিংসা আত্মবেদনার অস্ত্রস্বরূপ; উহা যে মনে বাস করে, সেই মনকে প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ করিতে থাকে। শরীর মধ্যে বিস্ফোটক যাদৃশ ক্লেশকর, মনোমধ্যে ঈর্ষ্যা তাদৃশ অসুখজনক হইয়া উঠে। হিংসা প্রযুক্ত কাবিল্‌ আপনার ভ্রাতার প্রাণ বধ করিয়াছিল। শৌলরাজা দ্বেষ করিয়া, দায়ূদকে বধ করিতে কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর দায়ূদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আহব রাজা নাবথের উত্তম দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া, তাহার প্রাণ সংহার করাইলেন। ঈর্ষ্যাবশতঃ যিহুদীয়েরা যীশুকে ক্রুশে বধ করিয়াছিল। এই ঘটনা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে সূর্য্য অচেতনপ্রায় হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে নাই, এবং শৈলগণ স্বভাবতঃ কঠিন হইলেও, সেই সময়ে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ক্রুশেহত যীশুর নিমিত্ত শোক করিয়াছিল। হিংসক আপনার অন্তরকে আপনি গ্রাস করে, আপনার শরীর আপনি ক্ষয় করে। যে জন হিংসা করে, কণ্টকের বেড়ার উপর আরো কণ্টক দিলে যেমন হয়, সে তদ্রূপ আপনার অসুখের উপর আরো অধিক অসুখ চাপাইয়া দেয়। হিংসক উত্তম বিষয়ের মন্দ অর্থ করে; সে ভূতগ্রস্ত একটী অস্থিসার দেহ বহন করিয়া বেড়ায়।

হিংসক আপনার বেদনা আপনি উৎপন্ন করে, এই নিমিত্ত হিংসা অস্থির ক্লেদস্বরূপ! অহংকার হইতে হিংসা উৎপন্ন হয়, তৎপরে অর্থলোভ দ্বারা উহা পরিপোষিত, এবং অবশেষে অসন্তোষে পরিণত হয়। অন্যের সুখ, ঐশ্বর্য্য, পুণ্য ও কার্য্য দেখিয়া মনে যে কষ্ট হয়, তাহা-

কেই ঈর্ষ্যা কহে। যাহারা পার্থিব বিষয়ে ঈর্ষ্যা করে, তাহারা অতিশয় নীচ, এবং যাহারা পারমার্থিক বিষয়ে ঈষ্যা করে, তাহারা শয়তানের অনুচর। যাহারা পার্থিব বিষয়ে হিংসা করে, তাহারা পশুর তুল্য, এবং যাহারা পারমার্থিক বিষয়ে হিংসা করে, তাহারা পতিত দূতের সদৃশ। যাকূব্ প্রেরিত ঈর্ষ্যাকে তিক্তবস্তুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঈর্ষ্যা ও উন্নতির ইচ্ছা, এই দুইটী পৃথক্ বিষয়। আপনার উন্নতি ও ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধির নিমিত্ত যে স্পৃহা, তাহা কখনই নিন্দিত হইতে পারে না। ঈর্ষ্যা, অন্তকরণের তিক্ততা হইতেই উৎপন্ন হয়। যে জন ঈর্ষ্যা করে, সে যে কেবল আপনাকে অসুখী করে এমন নহে, সে যাহার সহিত কথা কহে, তাহাকেও অসন্তুষ্ট করে। ঈর্ষ্যা প্রথমতঃ সুখজনক বলিয়া বোধ হয়, তৎপরে যখন বিবেকের উদ্রেক হয়, তখন বিষম অসুখের কারণ হইয়া উঠে। ঈর্ষ্যা সর্পের ডিম্বের ন্যায়। উহা অল্পকাল মধ্যে কলহ উৎপন্ন করে। ইব্রাহীম্ ও লোটের মেষপালকেরা ঈর্ষ্যাবশতঃ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যূষফের ভ্রাতারা ঈর্ষ্যা করিয়া তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চোক টাটান ভাল নহে, আমাদিগের মধ্যে এই রূপ একটী প্রবাদ আছে। পারস্য দেশীয় এক জন পণ্ডিত কহিয়াছেন,—আমি কোন মনুষ্যের মনে কষ্ট না দিলেও দিতে পারি, কিন্তু যে হিংসক আপনার মনে দুঃখ বহন করে, আমি তাহার প্রতি কি করিব! হে হিংসক! তোমার মৃত্যু হওয়াই তোমার পক্ষে ভাল, কারণ তুমি যে ব্যাধি বহন করিতেছ, উহা মৃত্যু ব্যতিরেকে আর কিছুতেই ভাল হইবার নহে।

যূষফের বিবরণ।

৫ অধ্যায়ের শেষ।

যূষফের মুক্তি।

যূষফ কারাগারহইতে মুক্ত হইয়া আহ্লাদসহকারে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন। ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার মন সন্তুষ্ট হয় নাই, কিন্তু শস্য সঞ্চয় দ্বারা প্রজাদিগের উপকার করিতে সক্ষম হইয়া তিনি বড়

সুখী হইলেন। কিছু কাল পরে তিনি একটী কন্যাকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে তাঁহার দুই পুত্র জন্মিল। তথাপি যূষফ্ বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেন, এবং পাছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা বিন্যামীন্কে নষ্ট করে, কিম্বা কোন গর্ত্তে ফেলে, এই জন্য তাঁহার নিমিত্ত চিন্তা করিতেন। তিনি আরও মনে করিতেন যে হয়ত ঐ দুষ্ট ভ্রাতারা আপনাদের দোষ প্রযুক্ত এখন খেদ করিতেছে। কিন্তু যূষফ্ ভ্রাতাদের উপর মনেং রাগ করিতেন না, কারণ তিনি জানিতেন, মিসর দেশের লোকদের জীবন রক্ষার্থ ঈশ্বর তাঁহাকে দাস রূপে বিক্রয় করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরই সকল ঘটনার মূল; ফলতঃ তিনি যাহাং করেন, তাহার উত্তম উদ্দেশ্য থাকে। দেখ, তিনি যখন আমাদিগকে পীড়া বা দুঃখ দেন, তখন তাহার কোন ভাল উদ্দেশ্য অবশ্য থাকিবে! ঈশ্বর কি নিমিত্ত আমাদিগকে পীড়া দেন ও লোক দ্বারা ক্লেশ দেওয়ান কিম্বা আমাদের সম্পত্তি সকল নষ্ট করান, ইহা আমরা কোন সময়ে অর্থাৎ পরলোকে গিয়া জানিতে পারিব।

সুকুমার পাঠক, ঈশ্বর কি জন্য দুষ্ট লোকদের হস্তে আপন পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে বধ করিতে দিলেন? কেবল আমাদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত। দেখ, তিনি আমাদের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

টেলর পক্ষী।

পক্ষিদিগের বাসা নানা প্রকার। বাবুই পক্ষির শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু কাকের বাসা অতি সামান্য, কতকগুলি খড় কুটা মাত্র। টুনটুনি পক্ষির বাসাও বিলক্ষণ সুন্দর। ময়রের বাসার নিকটে লোক যাইতে পারে না, তাহার চারিদিকে কাঁটার বেড়া। আরণ্য পক্ষিরা অতিশয় সাবধানে বাসা নির্ম্মাণ করে। সর্প ও বানরের ভয়ে তাহারা বৃক্ষের অতি সরু ডালে বাসা করে। কোনং পক্ষির বাসা একটী থলের মত।

টেলর পক্ষির বাসাও অতি চমৎকার। উহা বৃক্ষের দীর্ঘ পত্রদ্বারা নির্ম্মিত হয়। টেলর পক্ষিরা আবার সেলাই করিতে জানে। তাহারা বৃ-

ক্ষের পাতা গুলি সূতার দ্বারা সেলাই করিয়া আটকাইয়া রাখে। তবে, তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, উহারা সূচ কোথায় পায়? উহাদের ঠোটই সূচ। তোমরা যেমন, সেলাই করিবার সময়, সূতার এক দিকে গেরো দিয়ে থাক, উহারাও তদ্রূপ করে। কিন্তু উহারা যে কি প্রকারে সূতা প্রস্তুত করে,তাহা বলিতে পারি না। বর্ষাকালে ইহাদের বাসায় জল পড়িতে পারে না। কতক গুলি পাতা দিয়া এমন সাবধানে ইহারা একখানি ঢাকনা প্রস্তুত করে যে তাহা অনায়াসে আবার সরান যাইতে পারে। বাসার ভিতরে কোমল ঘাস দিয়া বিছানা করে। ক্ষুদ্র কীটপত-

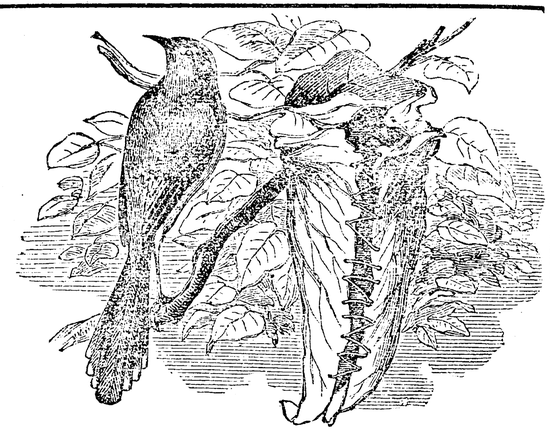

ঙ্গাদি এই পক্ষির আহার। ইহাদের রং শাদা কালো মিশ্রিত।

পক্ষিদিগের বাসা নির্ম্মাণের বিষয় পাঠ করিলে, ঈশ্বর যে উহাদিগকে আপন২ শাবকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কেমন আশ্চর্য্য বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায়। ধন্য ঈশ্বর!

পরিণয় পরিচ্ছদ।

এক সুবিখ্যাত, প্রতাপান্বিত রাজা আপন একমাত্র পুত্রের বিবাহোপলক্ষে মহা সমারোহ পূর্ব্বক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ মহোৎসব তাঁহার বৃহৎ, সুরম্য রাজবাটীতে হইয়াছিল। অট্টালিকাটী নানাবিধ মণি, মুক্তা, প্রবালে বিভূষিত করিয়াছিলেন; সুনিপুণ গায়ক ও বাদ্যকরগণ সুমধুরস্বরে গানবাদ্য করিতেছিল; এবং অপরিমেয় উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অসামান্য ভোজে রাজা আপন তাবৎ প্রজাপুঞ্জকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এমন কি অতি দীনহীন দরিদ্র প্রজাগণকেও আহ্বান করিতে নিবৃত্ত হন নাই। অধিকন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যেন উপযুক্ত বেশে এই উৎসবে উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য তিনি প্রত্যেককে

বিবাহ বস্ত্রস্বরূপ স্বীয় পুত্রের এক২ শুদ্ধ শুভ্র পরিচ্ছদ প্রদান করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। যখন ঐ শুভ্র পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইতেছিল, তখন এক ব্যক্তি স্বকীয় পরিধেয় পরিচ্ছদ

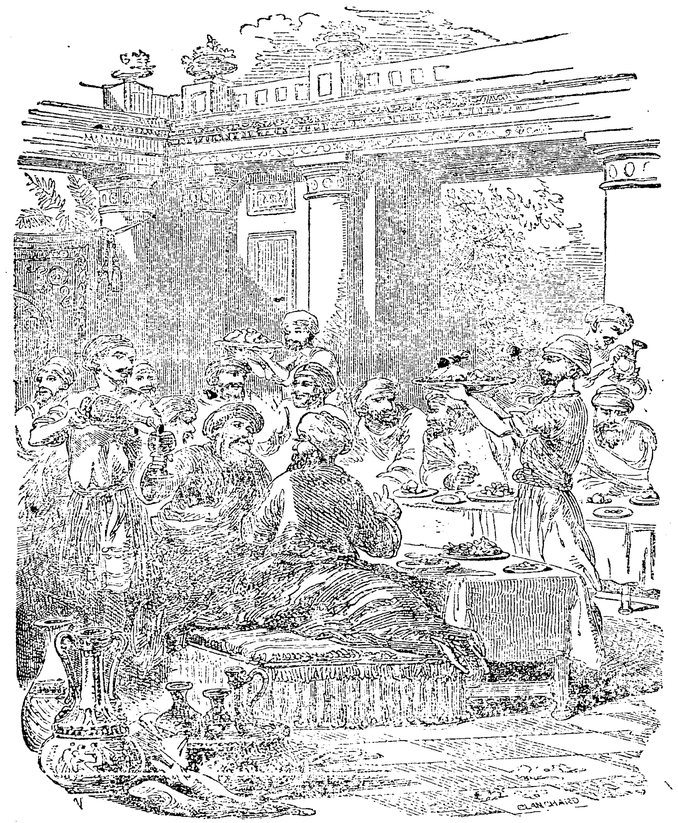

ক্তির বিবাহ বস্ত্র নাই। তিনি তাহাকে কহিলেন, "হে মিত্র, তুমি বিবাহ বস্ত্র ব্যতিরেকে এ স্থানে কি রূপে প্রবেশ করিলে? তাহাতে সে নিরুত্তর হইল। তখন রাজা অনুচরদিগকে কহিলেন, ইহাকে হস্ত চরণে বন্ধনপূর্ব্বক যে স্থানে রোদন ও দন্তের ঘর্ষণ হয়, সেই বহির্ভূত অন্ধকারে নিক্ষেপ কর।"

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কথায় বর্ণিত

অধিকতর উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল।

অনন্তর রাজা সমবেত নিমন্ত্রিতবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক ব্য-

প্রতাপান্বিত রাজার অর্থ বিশ্বের স্রষ্টা ও বিশ্বপতি এক মাত্র সত্য ঈশ্বর, উৎসবগৃহ স্বর্গ, এবং নিমন্ত্রিত লোক তাবৎ মানবগণ। ঐ উৎসবে উপস্থিত হইতে হইলে পরিণয় পরিচ্ছদ পরিধান করা আবশ্যক; কারণ যেমত রাজবাটীতে আহূত ব্যক্তি মলিন শতছিদ্র বসন পরিধান করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক গমন করে, তদ্রূপ যাহারা স্বর্গীয় বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করিতে বাসনা করে,তাহাদেরও পুণ্যরূপ নির্ম্মল পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া প্রবেশ করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা নিতান্ত ভ্রষ্ট, আমরা কোথায় এমন পুণ্যপরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইব? ধন্য ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া আমাদের জন্য এই পুণ্য বস্ত্রের আয়োজন করিয়াছেন? ঈশ্বরতনয় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণার্থে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং পাপের সমুচিত দণ্ড স্বয়ং ভোগ করিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা যীশু খ্রীষ্টে ত্রাণকর্ত্তারূপে বিশ্বাস করিলে তাঁহার অনুরোধে আমাদের তাবৎ পাপ ক্ষমা হইবে ও তাঁহার নিশ্ছিদ্র পুণ্য আমাদের পক্ষে নির্ম্মল পরিচ্ছদস্বরূপ হইবে, এবং ঈশ্বর আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম প্রযুক্ত নহে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের গুণ প্রযুক্ত আমাদিগকে পুণ্যবান্ বলিয়া গণনা করিবেন। অনেক লোক নিজ পুণ্যপরিচ্ছদ-পরিহিত হইয়া গমন করিতে মানস করে, অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই আশা নিতান্ত নিষ্ফল। সত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, "আমাদের তাবৎ পুণ্য কর্ম্ম অশুচি বস্ত্রের ন্যায়।" যদি কেহ নিজ গুণে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করে, তবে তাহার শেষ গতি বিবাহ বস্ত্রবিহীন ব্যক্তির ন্যায় হইবে, অর্থাৎ সে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব "প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর; তাহাতেই তুমি ত্রাণ পাইবে।"

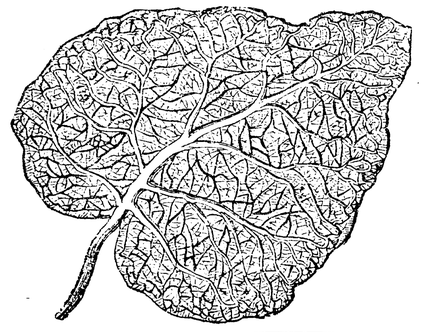

জ্যোতিরিঙ্গণ।

চাসা কি মনুষ্য নয়?

পল্লীগ্রামে পর্ণগৃহে যারা বাস করে,
মাঠেং সারা দিন যারা খেটে মরে।
যাদের মস্তক তাপে নিদাঘের তাপে,
হেমন্তের শীতে যারা থরহরি কাঁপে।
খাটে যারা তিতি সদা বরষার জলে,
তারা কি মনুষ্য নয় এ পোড়া অঞ্চলে?
মনুষ্য বটে ত তারা নাহি কিছু ভুল,
জ্ঞানীগণে বলে এরা সমাজের মূল।
মূল বিনে তরুবর বাঁচে না যেমন,
চাসা বিনে দেশে থাকা কঠিন তেমন।
যদি না চাসারা মাঠে জন্মাইত ধান,
তাহলে কি খেয়ে লোকে বাঁচাইত প্রাণ?
যদি না চাসারা মাচ ধরিয়া বেচিত,
বড়ং কই মাচ কে কোথা পাইত?
মূলা, আলু, সিম, গুঁটি, বেগুণ, কড়াই,
চাসাদের প্রসাদাৎ এ সকল পাই।
অবশ্য মনুষ্য এরা নাহি কিছু ভুল,
ভেবে দেখ ইহারাই সমাজের মূল।
মনুষ্য বলিয়া এরা যদি গণ্য হয়,
তবে কেন নিরন্তর এত কষ্ট সয়?
জানে না আইন বিধি ব্যবস্থা কানুন,
জানে না বিচার লাভ সহজ কেমন।
জমিদার পাঠাইলে পাক্ আপনার,
ভয়ে জড় সড় চাসা দেখে অন্ধকার।
থালাবাটী ঘটী কড়া বলদ যুগল,
এ দেশে চাসার হয় সম্পত্তি কেবল।
কুটীরেতে করে বাস শত ছিদ্র তায়,
আকাশে ডাকিলে মেঘ ঘরে থাকা দায়।
গৃহিণী দুখানি টেনা গুছিয়ে গাছিয়ে,
লজ্জা নিবারণ করে যতনে পরিয়ে।
উলঙ্গই ছেলে গুলি নিয়ত বেড়ায়,
বড়ং পীলা পেটে, কারু জ্বর গায়।
নিরীহ সরল চাসা না জানে ছলনা,
পদেং জমিদার করে প্রবঞ্চনা।
নাহি জানে লেখা পড়া, নিরেট অন্তর,
না বোঝে হিসাব করা এমনি বর্ব্বর।
যাহা বলে জমিদার বেদের বচন,
দিতে না পারিলে হয় চাসার মরণ।
যতক্ষণ দেনা তার শোধ না হইবে,

গুদামে থাকিয়া চাসা আঁধারে পচিবে।
মাঝে২ পাক্ আসি দিবে ঘুসি কিল,
হাসিবেন কর্ত্তা বাবু করে খিল২।
এ ছাড়া আবার দেখ, বিষম জঞ্জাল,
নূতন২ বাব হেরি আজ কাল।
করেছেন কর্ত্তা বাবু ঔষধ আলয়,
তার তরে চাসাদের চাঁদা দিতে হয়।
অথবা ইস্কুল এক হয়েছে স্থাপন,
চাঁদা দিয়া মরে কিন্তু ভীরু চাসাগণ।
যাদের সন্তান কভু ইস্কুলে না যায়,
তারা মরে চাঁদা দিয়ে, কি বিষম দায়!
কর্ত্তার কন্যার বিয়া বড় আড়ম্বর,
যুটিয়াছে ভাগ্যে এক কালেজের বর।
আসিবে ইংরাজী বাজা খেমটা আর বাই,
কত যে খাইবে লোক লেখা যোখা নাই।
হইবে কন্যার বিয়া কর্ত্তার উল্লাস,
চাসা কিন্তু ঘরে বোসে গণে সর্ব্বনাশ।
করিয়া বিয়ার বাব দুষ্ট জমিদার,
ছলে বলে নেবে টাকা করি অত্যাচার।
আবার আসিলে পূজা চাসার মরণ,
পাঠাতে হইবে ভেট করে আয়োজন।
কাঁচকলা, চানা, ছোলা, পাঁঠা আর চাল,
চাসারাই এ সকল দেয় চিরকাল।
ইহার কতক পায় নিজে জমিদার,
গোমস্তা প্যায়দা পায় বাকি যাহা আর।
নিয়মিত জমা দিয়া জমী চাস করে,
তবে কেন এত বাবে টাকা দিয়া মরে?

শুন ওগো মহারাণি, করি নিবেদন,
বঙ্গের চাসার প্রতি ফিরাও নয়ন।
তার হয়ে কথা বলে তোমার গোচর,
দেখিতেছি দেশে অল্প হেন সাধু নর।
ছোট বড় প্রজা সবে তোমারি সন্তান,
সকলের প্রতি দয়া তোমার সমান।
কালেজ ইস্কুল যত করেছ স্থাপন,
তাহাতে চাসার লাভ হয়নি কখন।
গ্রামে২ কর মাগো বঙ্গবিদ্যালয়,
পড়ুক শিখুক তাতে চাসার তনয়।
যে দিনে বঙ্গের চাসা পুস্তক পড়িবে,
আহা, হেন শুভ দিন কদিনে আসিবে?

যূষফের বিবরণ।

৬ অধ্যায়।

যূষফের কর্ত্তৃত্ব।

সুকুমার পাঠক, যূষফ্ কি প্রকারে মিসর দেশের রাজার ন্যায় বড় মানুষ হন, তাহা তুমি শুনিয়াছ। রাজার স্বপ্ন দর্শনের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে অনেক শষ্য জন্মিল। তাহার পর সাত বৎসর প্রায় কিছুই জন্মিল না। তখন দরিদ্র লোকেরা ফিরৌন্ রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, "আমরা অনাহারে মরিতেছি।" ইহা শুনিয়া ফিরৌন্ তাহাদিগকে যূষফের নিকটে যাইতে কহিলেন। সকল লোক যূষফের নিকটে যাইতে লাগিল এবং তিনি ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাদের নিকট শস্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন। বহু দূরদেশ হইতে অনেক লোক শস্য ক্রয় করিতে আইল, সকলেরই নিমিত্ত যথেষ্ট শস্য ছিল।

একদা দশ জন মনুষ্য কোন দূরদেশ হইতে আসিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে গাধা ও শস্য রাখিবার নিমিত্ত গাধার পিঠে ছালা এবং শস্যের মূল্যও ছিল। উহাঁরা কে, তুমি জান? উহাঁরা যূষফের ভ্রাতা। তাঁহাদের সহিত যূষফের কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত দেখা নাই, তথাপি তিনি সকলকে চিনিতে পারিলেন। তখন যূষফের মনে পড়িল, ভ্রাতারা তাঁহাকে কুড়ি টাকাতে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাদিগকে ধরিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেন, এমন কি তাঁহাদের প্রাণ পর্য্যন্তও নষ্ট করিতে চাহিলে অনায়াসে করিতে পারিতেন। কিন্তু তোমার কি বোধ হয়? যূষফ্ স্বীয় ভ্রাতাদের প্রতি দয়া করিলেন, কিম্বা তাঁহাদিগকে শাস্তি দিলেন? যূষফ তাঁহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিলেন, তাহা শুন।

ভ্রাতারা যূষফ্কে কোন মহৎ ব্যক্তি জ্ঞান করিলেন, সুতরাং তাঁহারা যে কখন তাঁহাকে দেখিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের বোধ হইল না। যূষফ্ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং উত্তম২ বস্ত্র পরিধান করিতেন, ও রাজা তাঁহার অন্য এক নাম রাখিয়াছিলেন। এই সকল কারণ প্রযুক্ত তাঁহারা তাঁহাকে কোন মতে চিনিতে পারিলেন না।

দশ জন ভ্রাতা আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া যূষফ্কে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার আপনার স্বপ্ন স্মরণ হইল। সেই স্বপ্নে যেমন তাঁহার আটির নিকটে অন্য দশ জনের আটি

ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তেমনি ঈশ্বর এক্ষণে তাহা সফল করিলেন।

যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে দয়া করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু দুষ্টাচার প্রযুক্ত ইহাঁরা দুঃখিত আছেন কি না, এবং বৃদ্ধ পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিন্যামীন্‌কে ভাল বাসেন কি না, প্রথমে এই পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতএব তিনি পরিচয় না দিয়া ছলক্রমে তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কর্কশ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?"

তাঁহারা কহিলেন, "আমরা কিনান্ দেশ হইতে শস্য কিনিতে আসিয়াছি।" কিন্তু যূষফ্ তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা সত্য করিয়া বল দেখি, এই দেশের মন্দ অবস্থা দেখিতে আসিয়াছ কি না? বোধ হয়, তোমাদের রাজা সৈন্য লইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবেন।"

যূষফের ভ্রাতারা উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, কখন নয়। আমরা দশ ভ্রাতা এখানে শস্য কিনিতে আসিয়াছি, ইহা সত্য বটে।" তথাপি যূষফ্ কহিলেন, "তোমাদের কথায় প্রত্যয় হয় না।"

ভুলোই শেষে ভোলানাথ হবে।

ভুলোর বয়স এখন ১৩ বৎসর। এত অল্প বয়সে তাহাকে উদর পূরণার্থ সংসারে পরিশ্রম করিতে হইল। এ বয়সে মা বাপের বা খুড় জ্যেঠার নিকট থাকিয়া স্কুলে পড়া, ঘুড়ি উড়ান, ও ভাল২ কাপড় পরিয়া বেড়ানই ভাল। কিন্তু ভুলোর ভাগ্যে তাহা হইলনা, তাহাকে কর্ম্ম করিয়া খাইতে হইল। ভুলোর কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর এক জমাদারের সঙ্গে আলাপ ছিল। সে অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে রাস্তা ঝাঁটি দিবার কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া দিল।

এক দিন শীত কালের প্রাতঃকালে ভুলো ধর্ম্মতলার নিকট রাস্তায় ঝাঁটি দিতেছে, এমন সময়ে এক জন বুড় সাহেব সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ভুলোকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অহে বাপু, এই শীত কাল, তুমি কেমন করিয়া এ-

কটা ছেঁড়া পিরাণ গায়ে দিয়া আছ? আমি তোমাকে একটা টাকা ধার দিতে পারি. তুমি একটা নূতন গরম পিরাণ কিনিয়া লও।"

ভুলো ঝাঁটা গাছ্‌টী বগলে করিয়া সাহেবের মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

অনন্তর সাহেব টাকাটী বাহির করিয়া ভুলোর হাতে দিলেন, এবং কহিলেন, "এই টাকা লও, কিন্তু রোজ দুই পয়সা করিয়া শোধ করিতে হইবে। বত্রিশ দিনে টাকা শোধ হইবে। যদি তাহা না কর, আমি তোমার পিরাণ কাড়িয়া লইব।"

তখন ভুলো মনে২ কহিল, "এই টাকা দিয়া একটা নূতন পিরাণ কিনব, আর আমার এই পুরণটা কেদারেকে বেচব, তারও পিরাণ নাই।"

বেলা নটা দশটার সময় কুঠিওয়ালা বাবুরা আফিসে চলিয়াছেন! কেহ ধুতির উপরে চাপকান, কেহ পেণ্টলুন চাপকান, কেহ বা চায়না কোট পরিয়াছেন। আবার আমাদের সেকেলে বিল সরকার ভায়ারা ঠন্‌ঠনের চটি পায়ে, ধুতির উপরে আঁগারখা পরিয়া ও কানে কলম এবং বগলে বিলের তাড়া লইয়া চটাস্ পটাস্ শব্দ করিয়া যাইতেছেন। এমন সময়ে আমাদের ভুলো গরমিটের প্রাচীরের নিকট যাইয়া একজন দোকানদারের নিকট হইতে ৸৹ আনাতে একটা গরম পিরাণ কিনিল। এবং তথা হইতে কেদারের বাটীতে গেল।

"কেদার ঘরে আছ?" এই বলিয়া ডাকিবামাত্র কেদার আসিল এবং কহিল, "কেন ভাই! এমন সময়ে এলে কেন?"

ভুলো। "ভাই, একজন সাহেব আমাকে একটা টাকা ধার দিয়েছে, আমি তাই দিয়ে এই নূতন পিরাণটী কিনেছি, এখন তুমি আমার পুরণটা নেও, বেসি নয়, দুআনা দিও।"

এই কথা শুনিয়া কেদার ভুলোর হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, আমি চার পয়সা দিতে পারি।" ভুলো সম্মত হইল, এবং পিরাণ দিয়া চারিটী পয়সা নূতন পিরাণের পকেটে সেই অবশিষ্ট চারি আনার সঙ্গে রাখিল। পাছে কেহ পয়সা গুলি লইয়া যায়, এই জন্য পকেটে হাত দিয়া চলিল।

যাইতে২ ভুলো মনে২ কহিতে

লাগিল, "বারো আনায় পিরাণটী কেনা হলো ; চার আনা পয়সা বাঁচ্‌ল। এ দিয়ে কেন এক দিন পেট ভরে মেঠাই কিনে খাইনে!" চিন্তা করিতে২ ভুলো এক ময়রার দোকানে উপস্থিত। দোকানটী এমন সাজান যে তাহার বর্ণনা করিলে পাঠকগণের ও জিহ্বার জল সর২ করিয়া পড়িবে। ভুলো মনে২ কহিল, "চার পয়সা দিয়া একটা লেডিক্যানি॰ রসগোল্লা, আর চার পয়সার লুচি কিনে খাব।" এরূপ চিন্তা কালে ভুলোর আর একটী কথা মনে হইল। সে ভাবিল, "এ পয়সাত আমার নয়, এ যে সাহেবের পয়সা, তাঁকে ফিরে দিতে হবে। মা আমাকে বল্‌তেন, পরের দ্রব্য লইতে নাই। আমি এ পয়সা খরচ কর্‌ব না।"

মাস ছয়েক হইল, ভুলোর মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এক জন খ্রীষ্ট ভক্ত স্ত্রীলোক ছিলেন। বিধবা হইয়া অবধি তিনি অতিকষ্টে আপনার একমাত্র সন্তান ভুলোর লালন পালন করেন। তিনি লেখা পড়া জানিতেন; ভুলোকে যথাসাধ্য পড়িতে ও লিখিতে শেখান। ভুলো ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে পারে। মাতা তাহাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহা তাহার বিলক্ষণ মনে আছে, ভুলো বড় শান্ত ছেলে।

ভুলো কিছু কিনিল না, ধীরে২ আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। বামনবস্তীতে এক ঘর মান্দ্রাজী খ্রীষ্টীয়ান বাস করিত, ভুলো তাহাদের বাটীতে থাকিত, এবং আপনি যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে দিন যাপন করিত।

পর দিন প্রাতঃকালে ভুলো নূতন পিরাণ পরিয়া ধর্ম্মতলার রাস্তা ঝাঁটি দিতেছে, এমন সময়ে সেই সাহেব তথায় আসিলেন। ভুলো তাঁহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "মশায়, আমি বারো আনায় এই পিরাণটী কিনেছি, আর আমার পুরণ পিরাণটী এক আনায় বিক্রী করেছি, এখন আমার হাতে পাঁচ আনা আছে। সাহেব, বলিলেন, "বেস্ করেছ।" ভুলো সাহেবের হাতে পাঁচ আনা পয়সা দিয়া বলিল, "আর এগার আনা রইল। বাইস দিনে শোধ হবে।"

সাহেব বলিলেন, "আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম, তুমি যদি বিশ্বস্ত হও, আমি তোমার উপকার কর্‌ব, আচ্ছা, কাল সকালে ছটার সময় তুমি আমার কুঠীতে যেও। ডিঙ্গেভাঙ্গার ডিসপেন্‌সারির পাশের বাড়ীতে আমি থাকি।"

এই বলিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন। ভুলো আপনার কর্ম্ম করিতে লাগিল।

কাউন্ট বিস্মার্ক।

ইউরোপে প্রশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহা আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই শুনিয়াছেন। এই মহা যুদ্ধে প্রশিয়ার রাজা জয় লাভ করেন। তাঁহার মন্ত্রির নাম কাউণ্ট বিস্মার্ক। এই বিচক্ষণ মন্ত্রিবরের বুদ্ধিবলেই প্রুশিয়ার সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহাঁর ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ লোক, বোধ হয়, পৃথিবীতে আর নাই। ইনি ১৮১৩ অব্দে ব্রাণ্ডেনবার্গ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর। ইহাঁর চরিত্র বিষয়ে এডুকেশন গেজেটে সম্প্রতি যাহা লিখিত

হইয়াছে, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

"এক ব্যক্তি প্রশিয় রাজমন্ত্রি বিস্মার্কের বিষয় এই রূপ লিখিয়াছেন—বিস্মার্ক যদিও দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে না পারুন, কিন্তু তিনি এক জন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সরল ভাবে কথা কহেন; তাঁহার কথায় জটিলতা নাই, উহাতে সাহসের লক্ষণ এবং ওজোগুণের বিলক্ষণ প্রকাশ আছে। তিনি অলঙ্কারপূর্ণ কথা কহিতে জানেন না বটে, কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপ কথা কহিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার বাক্য অব্যর্থ, উহা সুনিপুণ শরসন্ধায়ীর নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায়, লক্ষ্যভেদে সমর্থ, এবং তাবন্মাত্রেই পরিতৃপ্ত। তাঁহার কথা অল্প, কিন্তু সহস্র তারকাবলীর মধ্যে চন্দ্রবৎ পরিস্ফুটভাব-সম্পন্ন। তিনি ঠিক্ বক্তব্য বিষয়টী ভিন্ন একটীও অতিরিক্ত কথা মুখে আনেন না। তিনি বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া সত্য বা মিথ্যা বিষয়কে প্রচ্ছন্ন করিতে জানেন না। তাঁহার কথা বিশুদ্ধ সত্য এবং অতি স্পষ্ট হওয়াতে সকলের মনোরঞ্জনকারী হইতে পারে না। তাঁহার কথায় অপরে সন্তুষ্ট হইতেছে, কি বিরক্ত হইতেছে, এ বিষয়ে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তিনি স্বীয় মনের ভাব যথাযোগ্য শব্দদ্বারাই সর্ব্বদা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান; তাঁহার বাক্যপ্রয়োগ অতি তীক্ষ্ণ এবং আপতনশীল ঘোরনিনাদী বজ্রের ন্যায় অতিপ্রভাসম্পন্ন। যদিও তাঁহার বাক্য নীরস হউক এবং তাহাতে যত কেন দোষ থাকুক না, কিন্তু তিনি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে প্রারম্ভ অবধি পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তাবৎ কথা তোমাকে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক স্তব্ধভাবে শুনিতে হইবে। প্রত্যেক কথাতেই তোমার এই রূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তিনি এক জন অদ্বিতীয় সত্যপ্রিয় লোক। ফলতঃ তাঁহার তুল্য কার্য্যদক্ষ লোক অতি বিরল। তাঁহার অভিপ্রায় উদার এবং প্রশস্ত, তাঁহার বিষয়বুদ্ধি অগাধ, প্রতিজ্ঞা পাষাণের ন্যায় দৃঢ়, সাহায্যকারিতা অতি প্রবল; মূর্ত্তি প্রভুভাবের আবির্ভাব করে; এবং ক্রোধনশীলতা প্রকৃত অবসরোদ্দ্যোতক। তিনি আপনাকে বড় লোক জানাইবার ভাবে কোন কথাই কহেন না। তিনি সর্ব্বদাই অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করেন; এবং যাহারা তাঁহার অধীনে কার্য্য করে, তাহাদিগকেও সর্ব্বদা অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করিতে হয়। বাল্যকালে বিস্মার্ককে সকলে লর্ড ক্লাইবের ন্যায় পাগল জ্ঞান করিত; কিন্তু বয়-আধিক্য সহকারে, তাঁহার সেই অতিরিক্ত উৎসাহশীলতার সংযম হইয়া আসিলে প্রকৃত কার্য্যকারিতাভাবের উদয় হয়।

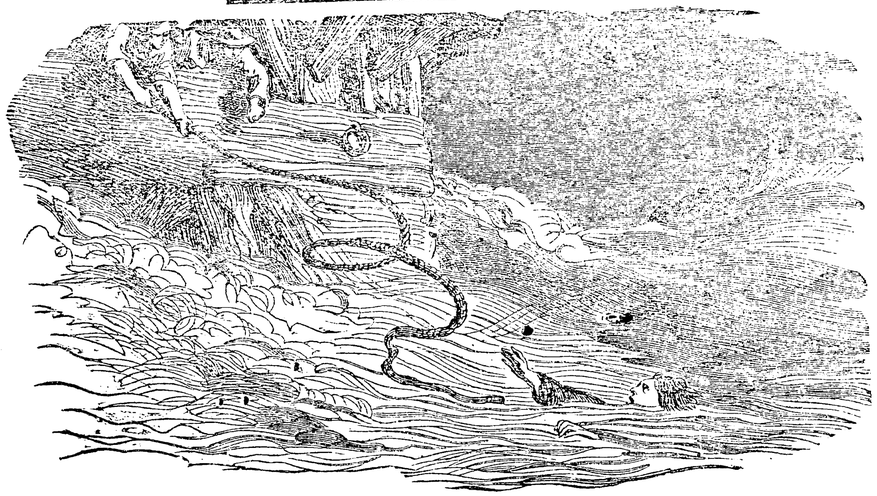

পরিত্রাণ রজ্জু।

একদা দুই ব্যক্তি সমুদ্র তীরস্থ এক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া বেড়াইতেছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই জনেই সমুদ্র গর্ভে নিপতিত হইল। সমুদ্র একে ভয়ানক গভীর, তাহাতে প্রবল বায়ু বহাতে, তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ ছিল। ঐ দেশের রাজকুমার তাহাদিগকে জলে পতিত হইয়া ভয়ানক বিপদ্‌গ্রস্থ দেখিয়া, ঐ অসম্ভাবিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, এক গাছি দীর্ঘ রজ্জু হস্তে লইয়া সমুদ্র তীরে শীঘ্র গমন করিলেন। পরে রজ্জুর এক দিক ধারণ করিয়া, অপর দিক তাহাদিগের নিকট নিক্ষেপ করত বলিলেন, "তোমরা ইহা দৃঢ় করিয়া ধর, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে তীরে টানিয়া তুলিতে পারিব।"

তাহাদিগের মধ্যে এক জন সন্তরণ পূর্ব্বক কূলে উপনীত হইতে আ-

পনাকে সক্ষম বিবেচনা করিয়া, রজ্জু অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরিশ্রম করিবার পরেই তাহার শক্তির হ্রাস হইয়া আসিল। হস্ত পদ অবশ হইয়া পড়াতে, সে অতিশয় ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া স্রোত বাহিত তৃণ বা ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড অবলম্বন করিয়া আপন জীবন রক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা পাইল, কিন্তু সকলই বিফল হইল। কেননা ঐ সকল লঘু বস্তু তাহার ভার বহন করিতে পারিল না; সুতরাং সে জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইল।

অপর ব্যক্তি এই ঘোরতর বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে অক্ষম বোধ করিয়া রজ্জু অবলম্বন করাতে, দয়ার্দ্র চিত্ত রাজকুমার তাহাকে কূলে টানিয়া তুলিলেন। তিনি যে এই প্রকারে কেবল তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে সিক্ত ও শীতার্ত্ত দেখিয়া, আপন পিতৃ ভবনে লইয়া গিয়া, স্বীয় উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিলেন। তৎপরে তাহাকে আপন পিতার নিকটে লইয়া গেলে, তিনি তাহার প্রতি সদয় হইয়া আপনার সহিত ভোজন পান ও যাবজ্জীবন রাজভবনে অবস্থিতি করিতে আহ্বান করিলেন।

পাঠক, তুমি কি এই দৃষ্টান্তের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছ? আমরা সকলে যে পাপসাগরে পতিত হইয়াছি, তাহাই সেই জল। সেই সমুদ্র যেমন ভয়ানক গভীর, আমাদের পাপও তদ্রূপ অসংখ্য। আমরা কেমন করিয়া এই পাপসাগর হইতে উদ্ধার পাইব? আমাদিগের মধ্যে অনেকেই পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আপনং কাল্পনিক সৎকর্ম্ম ও পুণ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে অলীক ও ভ্রমে পরিপূর্ণ, এক বারও বিবেচনা করিয়া দেখেন না। জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণমাত্র অবলম্বন করিয়া যেমন উদ্ধার পাইতে পারে না, তদ্রূপ আমরাও সৎকর্ম্ম ও পুণ্যের উপর নির্ভর করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না।

এই দয়ার্দ্র চিত্ত রাজকুমার কে? ঈশ্বরতনয় প্রভু যীশুই এই রাজকুমার। তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের পাপের সমুচিত দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার অনুরোধে, যে কেহ পরামনন করিয়া তাঁহাকে পরিত্রাতা বলিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, তাহার পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

পাঠক, তুমিও পাপসাগরে পতিত রহিয়াছ। ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত কি করিতেছ? সাংসারিক বিষয়ে বিব্রত হইয়া, কেন অমর আত্মার পরিত্রাণ সাধনে অমনোযোগী রহিয়াছ? মৃত্যু অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া জাগতিক অধিকার ও সুখসম্ভোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া, তোমাকে অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে, ইহা কি এক বার স্বপ্নেও ভাব না? দেবার্চ্চনা, দানশীলতা বা তীর্থযাত্রাদি দ্বারা আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে কেন বৃথা চেষ্টা পাইতেছ? এসকল যে পণ্ডশ্রমমাত্র, এক বার কি ভেবেও দেখ না? আমাদের পরিত্রাণের কেবল এক মাত্র উপায় আছে। প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করিলেই পরিত্রাণ পাইবে। অতএব তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণাধিকারী হও।

যীশু দয়াময়।

আদি নর নারী যবে খাইয়া সে ফল,
আনিলা জগতে পাপ সম হলাহল;
সে কালে করিয়া নিজ শোণিত পতন,
তারিতে প্রতিজ্ঞা নরে কৈলা কোন্ জন?
যীশু দয়াময়!

ছাড়িয়া পিতার কোল নরে দয়া করে,
কে আসিলা এই ভবে নরদেহ ধরে?
যাবাধারে কোন্ জন করিলা শয়ন?
রাখালেরা গিয়া করে কারে দরশন?
যীশু দয়াময়!

বিদ্ধ হয়ে ক্রুশ দণ্ডে কোন্ মহাজন,
পবিত্র শোণিত স্রোত করিলা পাতন?
আবার কবর হতে করিয়া উত্থান,
মাসাধিক পরে কেবা স্বর্গে চলি যান?
যীশু দয়াময়!

এত যে পাপিষ্ঠ আমি পামর পাষণ্ড,
মম তরে কে সহিলা গুরু পাপ দণ্ড?
এখনো পিতার কাছে থাকি কোন্ জন,
প্রার্থনা করেন সদা আমার কারণ?
যীশু দয়াময়!

মম গলদেশ হতে পাপের বন্ধন,
দয়া করি কোন্ জন করিলা মোচন?
মুক্তির উচিত মূল্য করিয়া প্রদান,
মম তরে কিনিলা কে মহাপরিত্রাণ?
যীশু দয়াময়!

পৌত্তলিক ধর্ম্মরূপ অন্ধকার হতে,
আনিলা আমারে কেবা সত্য ধর্ম্ম মতে?
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তি করিয়া সিঞ্চন,
জুড়াইলা কেবা এই সন্তাপিত মন?
যীশু দয়াময়!

পথ হারা মেষসম যবে ভ্রমিলাম,

শমন সিংহের ডরে যবে কাঁপিলাম ;
কে হেরে্য আমার দশা তেমন সময়,
উদ্ধারিলা হাতে ধরে্য হইয়া সদয় ?
যীশু দয়াময় !

আমার অন্তিম কাল হইবে যখন,
শিয়রে বসিয়া কেবা থাকিবে তখন ?
মাতা পিতা ভাই বন্ধু সকলে কাঁদিবে,
স্বর্গীয় সান্ত্বনা মোরে কে তখন দিবে ?
যীশু দয়াময় !

কার্ হাত ধরে আমি যাব স্বর্গ ধামে,
কে মোরে লইয়া যাবে অনন্ত আরামে ?
কে আমারে সে ঐশ্বর্য্য করাবে দর্শন,
কে মোরে দেখাবে প্রিয় পিতার বদন ?
যীশু দয়াময় !

কেঁদনা, কেঁদনা !

কেঁদ না, কেঁদ না ভাই, কেঁদ না রে আর,
নিশার স্বপন সম জীবন অসার ;
আশার বিমল রশ্মি নিরীক্ষণ করে্য,
অপেক্ষা কর রে ভাবি আনন্দের তরে !
কেঁদ না, কেঁদ না, আর ভেবে দেখ মনে,
গ্রাসিছে সময় সুখ দুঃখে প্রতিক্ষণে ;
সম্মুখে জগত এক কর নিরীক্ষণ,
শোক দুঃখ তথা নাহি প্রবেশে কখন।
কেঁদ না, কেঁদ না, মনে জানিবে নিশ্চয়,
এ জীবন চিরসুখ ভোগতরে নয় ;
না যদি ভুগিতে হেথা দুঃখ কদাচন,
যাচিতে না নিত্য সুখ লভিতে কখন।
কেঁদ না, কেঁদ না, হের পুষ্পের কানন,
ফুটিয়াছে নানা ফুল নয়ন রঞ্জন ;
আবার দুদিন পরে শুকায়ে যাইবে,
মনুষ্য জীবন ঠিক এরূপ জানিবে।
কেঁদ না, কেঁদ না, তবে শুনহ বচন,
সন্তোষে যাপন কর ক্ষণিক জীবন ;
ত্রাণপতি যীশু খ্রীষ্টে করহ নির্ভর,
তরিবে তাঁহার বলে সংসারসাগর।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

কড়াই শুঁটি।

পড়েছ আলুর গর্ব্ব পাঠক সুজন,
কমলা লেবুর গুণ করেছ শ্রবণ।
জলের কলের কথা দিয়াছি বলিয়া,
চাসার দুর্দ্দশা যত বলেছি ভাঙ্গিয়া।
কড়াই শুঁটির কথা বলিব এবার,
যার আগমনে হয় বাজার গুল্‌জার।
যশুরে দোকানী যত দোকানে বসিয়া,
সাজায় দোকান আলু, শুঁটি, কলা দিয়া।
টাঙ্গাইয়া রাখে চাঁপা কলা মর্ত্তমান,
সোনার বরণ রূপে জুড়ায় পরাণ।
বিরাজে তথায় শুঁটি দেখিতে সুন্দর,
হরিত বরণ রূপ নেত্রস্নিগ্ধকর।
শুক্তির উদরে যথা মুক্তা বাস করে,
কড়ায়ের দানা তথা শুঁটির ভিতরে।
যাঁতার ঘর্ষণে যদি ভেঙ্গে না যাইত,
বাঙ্গালী বালারা মালা গাঁথিয়া পরিত।
কড়াই শুঁটির গুণ বলা নাহি যায়,
কাঁচা, পাকা রাঁধা খাও, যেরা মনে চায়।
ছাড়ায়ে কড়াই শুঁটি ডালনা রাঁধিবে,
কুচি২ করে আলু তাতে কেটে দিবে।
নূতন চেলের ভাত যতনে রাঁধিয়া,
রোদে পিঠ দিয়ে সুখে খাইবে বসিয়া।
ছাড়ায়ে কড়াই শুঁটি শিলেতে পিষিবে,
ভিতরেতে দিয়া তাহা কচুরি ভাজিবে।
অধরে পুরিলে তাহা জুড়াবে পরাণ,
সুধা এলে তার কাছে কল্‌কে নাহি পান।
ছাড়ায়ে কড়াই শুঁটি মুড়্‌কি মিশালে,
যদি পার, একবার দিয়ে দেখ গালে।
হইবে রসনা তুষ্ট পাইয়া সে তার,
ছানাবড়া রসগোল্লা কোথা লাগে আর।
ছাড়ায়ে কড়াই শুঁটি লুণ লঙ্কা দিয়া,
বারেক খাইয়া দেখ ঘিয়েতে ভাজিয়া।
দশন কৃতার্থ হবে তাহার চর্ব্বণে,
রসনা হইবে তুষ্ট তার আস্বাদনে।
নিরামিষ ভোজী যত বিধবার দল,
এ শীতে কড়াই শুঁটি তাদের সম্বল।
ছাড়ায়ে যতনে তারা ডালনা রাঁধিয়া,
হাত রুটি দিয়া খায় রোদে পিঠ দিয়া।
পাইয়া কড়াই শুঁটি আনন্দিত মন,
কাঁচকলা কুমড়ায় থাকে না যতন।
চেলে ডেলে মিশাইয়া করিলে রন্ধন,

তাহারে খিচুড়ি বলে জানে সর্ব্বজন।
কড়াই শুঁটির যদি খিচুড়ি খাইবে,
ঘি মসলা দিয়া তবে যতনে রাঁধিবে।
নূতন বোম্বাই আলু ঘিয়েতে ভাজিয়া,
গরম২ খাবে আনন্দে ভাসিয়া।
কড়াই শুঁটির গুণ করিনু বর্ণন,
বুঝে দেখ, সত্য মিথ্যা, পাঠক সুজন।

ভুলোই শেষে ভোলানাথ হবে।

২ অধ্যায়।

শীত কালের রাত্রি যেন প্রভাত হইতে জানে না। তিনটার সময় ভুলোর ঘুম ভাঙ্গিল। সে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া বসিয়া রহিল, তথাপি রাত্রি প্রভাত হয় না। তামাক খাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আগুন কোথায়? তামাক সাজিয়া হুঁকোটী হাতে করিয়া ভুলো রাস্তায় গেল, পাহারাওয়ালার আলোতে টিকা ধরাইয়া তামাক খাইতে২ ঘরে আইল। তামাক খাওয়া হইল, তথাপি রাত্রি প্রভাত হয় না। অবশেষে তোপ পড়িল। বোধ হয়, তোপের শব্দে কাকেরা চমকিয়া উঠিয়া কা২ করিতে লাগিল। ভুলো ঝাঁটা গাছটী বগলে করিয়া সাহেবের বাড়ীতে চলিল।

ভুলো সাহেবের বাড়ীর দরোজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দরোয়ান বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার ধারে বসিয়া দাঁতন করিতেছে। তাহার দন্ত কাষ্ঠটী পাহারাওয়ালাদের হাতের ঝুলের মতন, ছুড়িয়া মারিলে মানুষ মরে। ভুলোকে দেখিয়া দরোয়ান বলিল, "তোম্ খাড়া রহ, হাম সাহেবকো খবর দেঁ।" অনন্তর মুখ ধুইয়া সাহেবকে যাইয়া খবর দিল।

সাহেব প্রাতঃকালে বেড়াইবার জন্য লাঠি গাছটী হাতে করিয়া বাহির হইলেন। ভুলো তাঁহাকে দেখিয়া বিনীতভাবে সেলাম করিল। সাহেব বলিলেন, "তোমাকে আর রাস্তা ঝাঁট দিতে হবে না। আজ থেকে আমি তোমাকে হরকরার কর্ম্ম দিলাম, তুমি এখানে থাক, আমার সঙ্গে দশটার সময় আফিসে যেতে হবে।" অনন্তর খানসামাকে কহিলেন, "এই ছেলেটীকে কিছু খাবার দেও।" এই বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন।

ভুলো খানসামার সঙ্গে গেল। খানসামা তাহাকে এক বাটী চা, একটু পাঁওরুটি, ও দুটী কমলালেবু দিল। ভুলো খাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর এক ঘণ্টা পরে সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। নটার সময় সাহেব আহার করিলেন, ভুলোরও তখন দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটী উত্তমরূপে হইল। দশটার সময় সাহেব ভুলোকে লইয়া লালদীঘির ধারে আপনার আফিসে গেলেন।

অদ্য হইতে ভুলো হরকরার কর্ম্ম পাইল। বেতন চারি টাকা। দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আফিসে হাজির থাকিয়া চিঠীপত্র লইয়া এখানে ওখানে যাইতে হয়। এ কর্ম্মে বড় একটা পরিশ্রম নাই। দিবসের অধিকাংশ সময় সিঁড়ির নিকট বসিয়া কাটাইতে হয়।

এ কর্ম্মে ভুলোর বড় সুবিধা বোধ হইল। সে দেখিল, অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হয়, এই জন্য আপনার ইংরাজী বাইবেল খানি সঙ্গে লইত, যখন কোন কর্ম্ম না থাকিত, বসিয়া পড়িত।

এক দিন গ্রীষ্মকালে ভুলো দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িতে২ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বাইবেল খানি কোলে খোলা রহিয়াছে। সাহেব এক খানি চিঠী লিখিয়া ভুলো২ করিয়া দুই তিন বার ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। পরে তিনি আপনি সিঁড়ির নিকট আসিয়া দেখেন, ভুলো বাইবেল কোলে করিয়া ঘুমাইতেছে। সাহেব আবার ডাকিলেন, ভুলো তখন চমকিয়া উঠিল এবং বইখানি মুড়িয়া দাঁড়াইল।

সাহেব বলিলেন, তুমি কি পড়তে জান?

ভুলো। আজ্ঞে, হাঁ।

সাহেব। কার কাছে শিখেছ?

ভুলো। মার কাছে।

সাহেব। এই বই তোমাকে কেমন বোধ হয়?

ভুলো। এ বড় ভাল বই, মা বলেছেন, এ ঈশ্বরের বাক্য।

সাহেব। তাই বটে, তুমি কি খ্রীষ্টান্?

ভুলো। হাঁ, আমি খ্রীষ্টান্।

সাহেব। খ্রীষ্টান্ কাহাকে বলে?

ভুলো। যে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে, সেই খ্রীষ্টান্।

সাহেব। খ্রীষ্ট কে?

ভুলো। ঈশ্বরের পুত্র, পাপীর ত্রাণকর্ত্তা।

এমন সময়ে এক জন চাপরাসী এক খানি চিঠি লইয়া আসিল, সাহেব সেই চিঠি খানি পড়িতে২ আ-

পনার বসিবার স্থানে গেলেন। ভুলো বসিয়া পুনরায় বাইবেল পড়িতে লাগিল।

এই দিন আফিস বন্ধ হইলে পর, সাহেব ভুলোকে পরদিন প্রত্যূষে আপনার বাড়ীতে যাইতে কহিলেন।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল বড় রমণীয়। ভুলো প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া রৌদ্র না উঠিতে২ সাহেবের বাড়ীতে চলিল। প্রাতঃকালের ফুরফুরে বাতাসে ভুলোর শরীর শীতল ও মন প্রফুল্ল হইল। কিন্তু মধ্যে পথে দুই এক জন মেতরের সম্মুখে পড়াতেই ভুলোকে নাকে কাপড় দিতে হইল।

সাহেব লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে ভুলো যাইয়া সেলাম করিল। সাহেব বলিলেন, "তুমি লেখা পড়া জান, এবং খ্রীষ্টকে প্রেম কর, এতে আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি এক জন বৃদ্ধা বিবিকে বলিয়াছি, তিনি তোমাকে ভাল করে লেখা পড়া শেখাবেন। তোমাকে তাঁর বাড়ীতে থাকতে হবে। তুমি সকালে বিকালে ও রাত্রে তাঁর কাছে পড়বে। চল তোমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।"

ভুলো শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল, এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া সাহেবের সঙ্গে২ চলিল।

এই বিবির বাড়ী কলিঙ্গায়। ইনি প্রাচীনা ও বিধবা। আর কেহ নাই, কেবল একটী পৌত্র আছে। তাহার নাম রবার্ট। তাহার ও ভুলোর একি বয়স। সেও এই সাহেবের আফিসে শিক্ষানবিসী করে। সাহেব মধ্যে২ তাহাকে কিছু২ দেন। বিবি একটী সামান্য একতালা বাটীতে থাকেন। বিবিকে দেখিয়াই ভুলোর ভক্তি হইল। সাহেব ভুলোর সঙ্গে বিবির আলাপ করাইয়া দিলেন। ভুলো পরদিন আপনার ভাঙ্গা তপ্তপোষ ও আর যাহা কিছু ছিল, লইয়া এই বিবির বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। সকালে বিকালে ও রাত্রিতে ভুলো বিবির নিকট লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। রবার্ট ভুলোর অপেক্ষা অনেক অধিক জানিত।

ভুলো মন দিয়া পড়া শুনা করিতে লাগিল। এখানে খরচ কিছু অধিক হওয়াতে সাহেব তাহার বেতন আর তিন টাকা বাড়াইয়া দিলেন।

পাঠক, ভুলো এবার ভোলানাথ হয় আর কি!

হস্তিবিষয়ক গল্প।

এক বার এক জন ভদ্রলোক শ্রীহট্ট হইতে ডাকের নৌকায় কাছাড়ে যান। নৌকা হইতে শেষরাত্রে ফুলবাড়ী নামক স্থানে নামিতে হয়। বাবুটী সেই খানে নামিলেন। ফুলবাড়ী হইতে কাছাড় পাঁচ ক্রোশ পথ। বাবুটীর বন্ধুরা তাঁহাকে ফুলবাড়ী হইতে কাছাড়ে আনিবার জন্য একটী হাতী পাঠাইয়া দেন। নৌকা হইতে নামিয়া বাবু হাতীতে চড়িলেন, ভৃত্যেরা জিনিষপত্র গুলি হাতীর পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিয়া হাঁটিয়া চলিল। অন্ধকার রাত্রি, মধ্যে২ বৃষ্টি

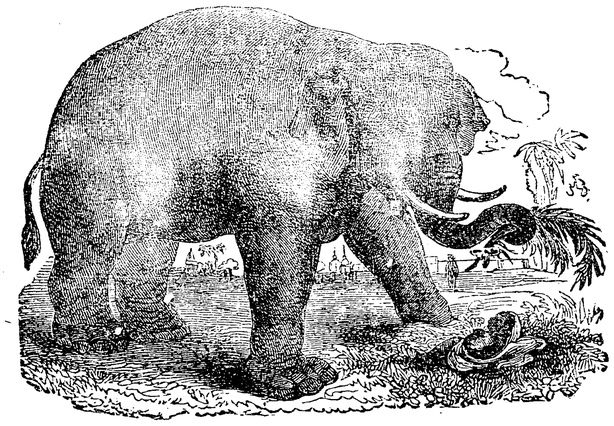

হইতেছে, তাহাতে আবার পথের দুই পার্শ্বে অতিশয় জঙ্গল। হাতীর পৃষ্ঠে পশ্চাতের দিকে একটী ছাতি ছিল, লতায় বাধিয়া সেটী পড়িয়া গেল, কেহই টের পাইল না। কিন্তু হাতী টের পাইয়া মাহুতের অনুমতি বিনা এক বার ফিরিল এবং ছাতিটী শুঁড়ে করিয়া তুলিয়া আবার পূর্ব্বমত চলিল। বাবু কিম্বা মাহুত ইহার কোনই কারণ বুঝিতে পারিলেন না। যখন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া হাতীর পৃষ্ঠ হইতে নামিলেন, তখন দেখেন, হাতীর শুঁড়ে ছাতি রহিয়াছে।

কোন পল্‌টনের কাপ্তেন এক বার যুদ্ধযাত্রাকালে হাতীর পৃষ্ঠে, হাতী যত বহিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝা চাপাইয়া দেন। কিন্তু হাতী গা ঝাড়া দিয়া তাহা ফেলিয়া দেয়। সাহেব আবার পূর্ব্ব পরিমাণ বোঝা চাপান, আবার হাতী তাহা ফেলিয়া দেয়। ইহাতে সাহেব

রাগত হইয়া তাম্বুর এক খুঁটি লইয়া হাতীর মাথায় গুরুতর প্রহার করেন। হাতী তখন কিছু বলে না। ইহার কয়েক দিন পরে এক দিন হাতী নদীতে যাইতেছে, এমন সময়ে সাহেব সেই রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলেন, হাতী তাঁহাকে শুঁড়ে করিয়া ধরিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের উচ্চ ডালে বসাইয়া রাখিল। সেখান হইতে সাহেবের নামিয়া আসিতে বড় কষ্ট হইল।

এক ঘাটে এক ধোপানী কাপড় কাচিত। প্রতি দিন মাহুত সেই ঘাটে একটা হাতীকে স্নান করাইতে লইয়া যাইত। এক দিন ধোপানী কৌতুক করিয়া খানিকটা নীলের জল হাতীর চখে মুখে ছিটাইয়া দিল। হাতী ইহাতে কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া ধোপানী যেখানে কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল, সেই দিকে গেল। ধোপানী তাড়াতাড়ি যাইয়া কাপড় গুটাইতে লাগিল, কিন্তু এ দিকে তাহার তিন বৎসর বয়সের ছেলেটী যে ঘাটের ধারে রহিয়াছে, তাহা তাহার মনে ছিল না। হাতী কাপড় নষ্ট করিতে পারিল না বটে, কিন্তু ছেলেটীকে শুঁড়ে করিয়া ধরিয়া জলে নামিল, এবং ঘাটে যে এক খানি নৌকা লাগান ছিল, তাহার উপরে বসাইয়া রাখিল। ছেলেটীর কোন ক্লেশ হইল না।

যীশু!

তাপিত পথিক যথা নিদাঘ দহনে,
জুড়ায় পরাণ গিয়া ছায়ার চরণে।
সেই রূপ জ্বলে পুড়ে সংসার জ্বালায়,
জুড়াই পরাণ আমি তোমার ছায়ায়।
তুমি রাজা, মম মন তব সিংহাসন,
রজনীতে শশি তুমি, দিবসে তপন।
নিরাশা সাগরে তুমি মম আশাতরি,
বিপদেতে বন্ধু তুমি জীবন লহরি।
সংসার অরণ্যে তুমি আশ্রয়েরস্থান,
শোকে তাপে জ্বলি যবে, কর শান্তি দান।
একমাত্র পুত্র মম নয়ননন্দন,
অকালে কালের গ্রাসে পড়িল যখন।
বিরলে বসিয়া উচ্চে করিনু রোদন,
তুমি মম নয়নাশ্রু করিলে মোচন।
পরম আত্মীয় তুমি বান্ধবপ্রধান,
মম পাপ তরে নিজে প্রদানিলা প্রাণ।
মম পাপ বোঝা তুমি নিজে তুলে নিলে,
পাপঋণ হতে মোরে বিমুক্ত করিলে।
শান্তির আধার তুমি স্বর্গের দুয়ার,
এভব জলধি জলে তুমি কর্ণধার।

বেঞ্জামিন ফাঙ্কলিন।

বোধ হয়, আমাদের কোমল প্রকৃতি পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে জানেন। ইনি আমেরিকার অন্তঃপাতি বোষ্টন নগরে এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অবশেষে অসাধারণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সাধুতা, সাবধানতা ও মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণে অসামান্য বিদ্যাবান্ ও ধনবান্ হইয়া উঠেন। কি আমেরিকায় কি ইউরোপে, সকল স্থানেই ইনি বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করেন। ইউনাইটেডষ্টেটের যে এত উন্নতি ও স্বাধীনতা দেখিতেছ, ফ্রাঙ্কলিনই তাহার প্রধান কারণ। ইনি আপন পিতার দোকানে সামান্য পত্রবাহকের কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিণামে আমেরিকার মধ্যে প্রধান পদারূঢ় হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ আপন ভ্রাতষ্পুত্রকে আপনার বিষয়ে এই সত্য উপাখ্যানটী লিখিয়াছিলেন;—

বাঁশী।

"ছেলেবেলা সাত বৎসর বয়সের সময়ে এক দিন পরবের নিমিত্ত আমার আত্মীয়েরা আমাকে কতকগুলি পয়সা দিয়াছিলেন। সেই পয়সাগুলি লইয়া যে দোকানে খেলানা বেচা কেনা হইত, সেই দোকানের দিকে বরাবর চলিলাম। যাইতে২ পথে একটী ছেলের হাতে একটী বাঁশী দেখিতে পাইলাম। সেই বাঁশীর স্বরে আমার মন মোহিত হইল। আমার কাছে যতগুলি পয়সা ছিল, আপন ইচ্ছায় সেই সমুদায় তাহাকে দিয়া সেই বাঁশীটী লইলাম। পরে বাড়ীতে গিয়া চারিদিকে বাঁশী বাজাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার বড় আমোদ হইল, কিন্তু পরিবারের মধ্যে সকলেই বেজার হইলেন। আমার ভাই ভগ্নী সকলে বাঁশীটীর দামের কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, বাঁশীটীর ঠিক দামের চেয়ে চারিগুণ জেয়দা দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি মনে২ ভাবিলাম, বাকি পয়সাগুলি থাকিলে আরো কত ভাল জিনিষ কিনিতে পারিতাম। তাঁহারা আমার বোকামির নিমিত্ত আমাকে এত ঠাট্টা করিতে লাগিলেন যে, আমি বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আর উহা মনে করিয়া বাঁশী পাইয়া যত খুসি হইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে

জেয়দা দুঃখিত হইলাম।

যাহা হউক, পরে ইহা আমার কাজে লাগিয়াছিল। এই দুঃখ বরাবর আমার মনে থাকাতে, যখন আমার অকেজো জিনিষ কিনিতে ইচ্ছা হইত, আমি তখনি আপনাপনি বলিতাম, বাঁশীর নিমিত্ত জেয়াদা দিওনা, ও এই রূপে পয়সা বাঁচাইতাম।

যখন আমি বড় হইয়া সংসারে প্রবৃত্ত হইলাম ও লোকের কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম, তখন বোধ হয়, অনেককেই দেখিলাম, তাঁহারা বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দিয়াছেন।

যখন আমি কাহাকে রাজসম্মানের নিমিও অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া, উহা লাভ করিবার নিমিত্ত রাজসভায় যাইয়া আপন সময়, বিশ্রামসুখ, স্বাধীনতা, সাধুতা ও কখন২ বন্ধুগণকেও হারাইতে দেখিতাম, তখন আমি আপনাপনি বলিতাম, এই ব্যক্তি বাঁশীর নিমিত্ত জেয়াদা দেয়।

যখন আমি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয় কোন লোককে আপনার কাজকর্ম্মে অবহেলা করিয়া, সর্ব্বদা রাজনীতিসংক্রান্ত গোলযোগে ব্যাকুল হইতে ও এই রূপ অবহেলাতে আপন কাজের হানি করিতে দেখিতে পাই, তখন আমি বলি, এই ব্যক্তি বাঁশীর নিমিত্ত জেয়াদা দেয়।

যখন আমি কোন কৃপণ লোককে ধন সঞ্চয়ের নিমিত্ত ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল থাকায়, পরোপকার করার সুখে, প্রতিবেশীদের সমাদরে, হিতকারি বন্ধুত্বের আনন্দে জলাঞ্জলি দিতে দেখিতে পাই, তখন মনে২ বলি, হতভাগ্য নর! তুমি তোমার বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দিচ্চ।

যখন আমি কোন সুখাভিলাষী লোককে কেবল শারীরিক সুখের নিমিত্ত মনের সর্ব্বপ্রকার প্রশংসনীয় উন্নতি ও আপন ঐশ্বর্য্যে বিসর্জ্জন দিতে দেখিতে পাই, তখন আমি মনে২ বলি, নির্ব্বোধ মনুষ্য! তুমি আপনার নিমিত্ত সুখের বদলে দুঃখই আয়োজন করিতেছ, তুমি বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দিচ্চ।

যখন আমি কোন ব্যক্তিকে আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত ভাল পোষাক, ভাল জিনিষ পত্র ও ভাল গাড়ি ও ভাল ঘোড়ার নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত

হইয়া কারাগারেই যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিতে দেখিতে পাই, তখন আমি বলি, আহা! এই ব্যক্তি ইহার

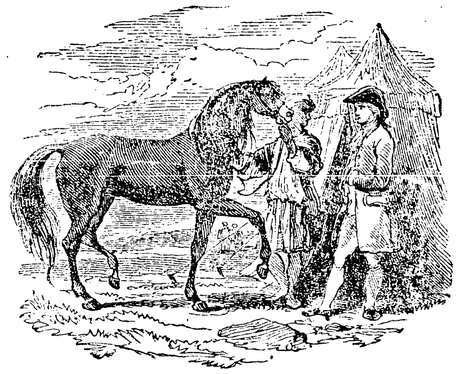

বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দিয়াছে।

যখন আমি কোন সৎস্বভাব সুন্দরী যুবতীকে অসৎস্বভাব পশুতুল্য পতির হাতে পড়িতে দেখিতে পাই, তখন আমি বলি, আহা! কি আক্ষেপের বিষয়! এই যুবতী একটী বাঁশীর নিমিত্ত এত দিয়াছে!

ফলতঃ আমি মোটামুটি বুঝিয়া দেখিয়াছি যে, জিনিষের দামের বিবেচনার ভুল ও বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দেওয়াতেই লোকের অধিকাংশ দুঃখ ক্লেশ ঘটিয়া থাকে।"

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা উপধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া, ধন, সময়, শরীর ও আত্মা পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছেন, বোধ হয়, তাঁহারা ফ্রাঙ্কলিনের এই সত্য উপাখ্যানটী পাঠ করিয়া সতর্ক হইবেন ও পাপিগণের ত্রাণকর্ত্তা যীশুতে আপনাদের বিশ্বাস দৃঢ়তররূপে স্থাপন করিবেন। উপধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা যে সুধু বাঁশীর নিমিত্ত জেয়াদা দিচ্চেন, এমন নয়, অনন্তজীবনলাভেও বঞ্চিত হইতেছেন।

মেরি এণ্টোনেটি।

মেরি এণ্টোনেটির জীবনচরিত মনুষ্য জীবন ও পার্থিব সুখের অস্থায়িত্বের একটী জীবন্ত প্রমাণ। আমাদের সীতা যেমন রাজকন্যা, রাজবধূ ও রাজপত্নী হইয়া রাবণের অশোকবনে ও অরণ্যে ঋষিপত্নীদিগের সহিত কাঙ্গালিনীর বেশে বাস করিয়া অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হন, তদ্রূপ মেরি এণ্টোনেটিও ভায়েনা দেশের রাজকুমারী, ফরাশী দেশের রাজবধূ ও রাজরাণী হইয়া অবশেষে অন্ধকারময় কারাগারে বাস ও নিষ্ঠুররূপে হত হন। ফরা-

পরের তনয় লয়ে,

শী জাতি চিরকালই উদ্ধতস্বভাব। এই জন্য উক্ত দেশে মধ্যে২ রাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। সম্রাট্ পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর, ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশীদেশে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হয়। ষোড়ষ লুই, সম্রাট্ ও মেরি এণ্টোনেটি তাঁহার রাজ্ঞী ছিলেন। দেশ মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা রাজবাটী হইতে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়া মেনিহোলড্ নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় লোকেরা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ করে। তাঁহারা যে পারিস নগরের অধিপতি ছিলেন, এবং যে নগরে পরমসুখে শকটারোহণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এক্ষণে সেই নগরে তাঁহাদিগকে বন্দীভাবে কালযাপন করিতে হইল। দুই বৎসর পরে বিদ্রোহিগণ যুদ্ধে জয়ী হইল। সম্রাট্ ষোড়ষ লুই ও রাজ্ঞী মেরি এণ্টোনেটি এই দুই বৎসরকাল কারাগারে থাকিয়া ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিদ্রোহিরা সম্রাটের পক্ষীয় লোকদিগকে দণ্ড দিতে আরম্ভ করিল। সম্রাটেরও প্রাণদণ্ড হইল। অবশেষে রাজ্ঞী মেরি এণ্টোনেটির বিচার হইল। শত্রুরা তাঁহাকে ফাঁসি দিল। ১৭৯৩ অব্দের ১৪ই অক্টোবরে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহার শিশু পুত্র এক উপানৎকারের রক্ষণাধীনে রহিলেন। সে তাঁহাকে অতিশয় কষ্ট দেয়।

এক শিশু লইয়া দুই নারীর বিবাদ।

চারি মাস বয়সের শিশু মনোহর,
তাই লয়ে নারী দ্বয়ে বিবাদ বিস্তর।—
পাঁচি বলে, "এনন্দন,
আমার হৃদয়-ধন ;
কি বলে বলিস্ তোর, মর, মর, মর !
ধরিনু উদরে যারে,
কেমনে ছাড়িব তারে,
হ্যাঁরে পোড়ামুখি, তোর নাই কি মরণ ?
বিধবা রমণী আমি,
জাগিয়া সমস্ত যামী,
কত কষ্টে পালিতেছি এ অমূল্য ধন।
কেনেলো কাতর, দেখে পরের তনয়,
নাহি কি লো মনে কিছু ভয় ?
পরের তনয় লয়ে,

যশোদার মত হয়ে,
(মরি লাজে লোকে বা কি কয় !)
পর পুত্রে পুত্রবতী, ছি, কি বিড়ম্বন !"
শুনিয়া পাঁচির কথা হারাণী তখন,
পাঁচির দুহাত ধরে,
কহিল বিনয় করে !—
"এ মম রতন ;
কেন মিছা কর দ্বন্দ্ব,
কেনই বা বল মন্দ ?
পায়ে পড়ি, দেও মম অঞ্চলের ধন !
আমিও বিধবা, কেহ নাহি ত্রিভুবনে,
ছেড়ে দাও মম বাছাধনে !
কাঁদা[ই]ওনা অভাগীরে,
দেও মোর ধনে ফিরে,
এযে মম প্রাণ,
কোলে করে জুড়াই পরাণ।"

হারাণীর কথা শুনে পাঁচি তাড়াতাড়ি,
ছেলে কোলে করে চলে গেল রাজবাড়ী ;
হারাণীও সঙ্গেং করিয়া গমন,
বলিল রাজার কাছে সব বিবরণ।
রাজা বড় বুদ্ধি ধরে,
কৌশলে বিচার করে,
জানিতে নিগূঢ় তত্ত্ব মানস করিল !
জল্লাদেরে বলে ডাকি,
"আমার সম্মুখে রাখি,
এ নব কুমারে,
করাতে দুভাগ করি দেও দুজনারে।"
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা হারাণী অমনি,
কাঁদিয়া বলিল,"শুন, শুন নৃপমণি,
কেট না বাছারে, তুমি দেওগো উহারে,
তথাপি দেখিতে পাব যদি বেঁচে রয়।"
বল ত পাঠক এটী কাহার তনয় ?

সান্ত্বনা প্রার্থনা।

বিপদের কালে যবে পাপ প্রলোভন,
চঞ্চলিত করে মম চিত্ত আর মন ;
কৃত পাপ আমি করি স্বীকার যখন,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন ?
পীড়িত শয্যায় আমি যে কালে শায়িত,
শরীর হৃদয় দুই যে কালে পীড়িত ;
মৃত্যু ভয়ে অশ্রুজলে ভাসে দুনয়ন,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন !
হাহাকার করে যবে দ্বারাপুত্র ভাই,
সমস্ত জগৎ শূন্য দেখিবারে পাই ;
চারি দিকে দাঁড়াইয়া প্রিয়তমগণ,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন !
ক্রমে যবে নাড়ী ক্ষীণ শরীর দুর্বল,
জ্ঞানভ্রষ্ট বুদ্ধি নষ্ট ইন্দ্রিয় বিকল ;
কবিরাজ অপারগ রক্ষিতে জীবন,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন !
শেষের নিশ্বাস যবে পরিত্যাগ করি,
চিরতরে এ সংসার যাই পরি হরি ;
আমারে ঘেরিয়া করে সকলে রোদন,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন !

জ্যোতিরিঙ্গণ।

ময়রার দোকান !

ভূতলে অতুল স্থান ময়রা দোকান,
হেরিলে হরিষ চিত যুড়ায় পরাণ।
লুচি পুরি রস গোল্লা গজা মতিচুর,
মনোহর সীতাভোগ সন্দেশ প্রচুর।
ছানাবড়া চন্দ্রপুলি বড়ং খাজা,
নিখুতি বাদামতক্তি আর সর ভাজা।
রস পোরা রসকরা অতি ক্ষুদ্রকায়,
হেরিলে বোঁদের রূপ নয়ন যুড়ায়।
পিতলের থালা ভরা বরফি অতুল,
সুবর্ণের পাত্রে যথা সাজে চাঁপা ফুল।
থালায়ং সাজে হেন দ্রব্যচয়,
হেরিলে মানসে হয় লোভের উদয়।
গরম লুচির সাথে যদি ছক্কা পাই,
নিমেষে দুচার দিস্তে অমনি উড়াই।
হেরি যবে রস গোল্লা কড়ায়েতে ভাসে,
ইচ্ছা করে, আমি গিয়া থাকি তার পাশে।
ভোঁদড় রজনীযোগে পুকুরে নামিয়া,
নানাবিধ মাচ খায় আনন্দে ধরিয়া।
রসের কড়ায়ে আমি ডুবিয়া তেমন,
কসে খাই রসগোল্লা যত চায় মন।
আবার বোল্‌তার দশা দেখে ভয় করি,
লোভেতে পড়িয়া পাছে রসে ডুবে মরি।
বাদামি গড়ন গজা জীবে গজা নাম,
রসনা আকার তাই সুরসের ধাম।
চিনিতে আবৃত দেহ তবু চেনা যায়,
মেঘের আড়ালে চাঁদ যথা শোভা পায়।
সীতাভোগ, সীতা-ভোগ, বড়ই মোলাম,
ইচ্ছা করে ময়রার হইগে গোলাম।
জনকদুহিতা সীতা বিবাহ করিয়া,
অযোধ্যায় রাম যবে আইলা ফিরিয়া।
আদরিতে পুত্রবধূ, কৌশল্যা সুন্দরী,
দিয়াছিলা এ মিষ্টান্ন বুঝি যত্ন করি।
সীতাভোগ এর নাম হইয়াছে তাই,
সীতার কল্যাণে এবে সীতাভোগ খাই।
আতা নাম সন্দেশের সুন্দর গড়ন,
নিম্ন দিকে গর্ত্ত এক করি নিরীক্ষণ।
আঁটি পেয়ে পুতে লোকে গাছ করে পাছে,
এই ভাবি আঁটি বুঝি বার করিয়াছে।

ছানা বড়া মুখে দিলে রসয়ে রসনা,
পরিপাটী চন্দ্রপুলি রহিত তুলনা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রূপ, অতি মনোহর,
অষ্টমীর চাঁদ যেন থালার উপর।
সে চাঁদে কলঙ্ক আছে এ চাঁদে তা নাই,
সে চাঁদে এ চাঁদে সুধা নিবসে সদাই।
সে চাঁদের সুধা পিয়ে অবোধ চকোর,
এ চাঁদের সুধা পিয়ে মানব নিকর।
রাহুতে সে চাঁদে গ্রাসে,[!] এ চাঁদে মানবে,
সে চাঁদে এ চাঁদে তাই তুলনা সম্ভবে।
নিখুঁত নিখুতি যার বড়২ দানা,
খেলে পরে তুচ্ছ করি নবাবের খানা।
আহা মরি, সর ভাজা কি বা রূপ ধরে,
আজিও সে রূপ জাগে এ পোড়া অন্তরে!
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিখ্যাত ধরায়,
ভারতে ভারত ভায়া যাঁর গুণ গায়।
খাইতেন সর তিনি ঘিয়েতে ভাজিয়া,
দিতেন ব্রাহ্মণগণে আদর করিয়া।
কৃষ্ণনগরেতে আজি তাহারি কারণ,
খায় লোকে সর ভাজা করিয়া যতন।
রস পোরা রসকরা বোঁদে ক্ষুদ্রকায়,
সুধার টুকুরা যেন পড়েছে ধরায়।
সুধাময় সুধাকরে ইন্দুরে কাটিয়া,
খণ্ড২ করে যেন দিয়েছে ফেলিয়া।
হেরিয়াছে যে নয়নে ময়রা দোকান,
সেই জানে তাহা কত মধুর আধান।
শশধরে ধরে সুধা লোকে এই বলে,
চকোর কুমুদী হতো অমর, তা হলে।
মিছে কথা, সুধাকরে কিছু সুধা নাই,
ময়রা দোকানে সুধা বিরাজে সদাই।
নানা বিধ মিষ্ট দ্রব্য সজ্জিত তথায়,
হেরিলে ইন্দ্রের সভা, হার্‌মেনে যায়।
সুধা হেতু সুধু সুধু মিলি দেবগণ,
মথিল জলধি জল, [!] করিয়া যতন।
সুধা খেতে এত যদি প্রয়াস হইল,
ময়রা দোকানে তবে কেন না আইল?
সুধাময় চন্দ্রপুলি যদ্যপি খাইত,
মথিয়া সাগর সুধা খেতে না চাহিত।
অরে বোল্‌তা, যদি তোর পক্ষদুটী পাই,
বায়ুবেগে ময়রার দোকানেতে যাই!
পেট ভরে খাই মণ্ডা মেঠাই প্রচুর,
কাঁচা গোল্লা, রস গোল্লা আর মতিচুর।
মধুকর পুষ্পবনে করিয়া গমন,
এ ফুলে ও ফুলে যথা করয়ে ভ্রমণ।
সেই রূপ নানা দ্রব্য চাকিয়া চাকিয়া,
মন সাধে ভরি পেট ঘুরিয়া২।

ভুলোই শেষে ভোলানাথ হবে।

৩ অধ্যায়।

এই রূপে দুটী বৎসর গত হইল। আমাদের ভুলো বিবির অনুগ্রহে লেখা পড়ার বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিল। ভুলো দশটার সময় আফিসে যাইত, সাহেব প্রায় দুই প্রহরের পর যাইতেন। সুতরাং ভুলোকে দুই ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইত। এই সময়ের মধ্যে সে

আফিসের বাবুদের নিকট বসিয়া হিসাব পত্রের কর্ম্ম শিখিত, দুই এক খানি চিঠি নকল করিত, কিম্বা রবার্টের নিকট বসিয়া তাহার সাহায্য করিত। আফিসের বড় বাবুর নাম রামগোপাল পাল। ভুলোর বুদ্ধি, সৎস্বভাব, নম্রতা ও বাধ্যতা দেখিয়া তিনি তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইলেন। রাম বাবুর বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ষাট্ বৎসর, চস্‌মা ভিন্ন দেখিতে পান না। ভুলো দিন২ তাঁহার অধিকতর সাহায্যকারী হইয়া উঠিল। সাহেবও ভুলোকে সর্ব্বদা রামবাবুর টেবিলে লেখা পড়া করিতে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আর চিঠিপত্র দিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইলেন না।

এক্ষণে ভুলো আর সেরূপ সামান্য বালক নহে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে২ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর ভাল কাপড় চোপড় পরাতে দেখিতেও ঠিক ভদ্র লোকের ছেলের মতন হইয়াছে।

রামবাবু বুড় হইয়াছেন, আর তত পরিশ্রম করিতে পারেন না, অথচ তাঁহাকে পেন্‌সন দিয়া ছাড়াইয়া দেওয়াও সাহেবের অভিমত নহে। এই জন্য সাহেব তাঁহার সহকারী-রূপে এক জন কেরাণী রাখিবার মনস্থ করিয়া বাবুকে নিজ অভিপ্রায় বলিলেন। রাম বাবু ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইয়া ভুলোকেই এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। রাম বাবুর মত লইয়া সাহেব এই পদের বেতন ৩০ টাকা স্থির করিলেন। পর মাসে ভুলো কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে।

সাহেব আর বাবুতে যখন কথা-বার্ত্তা হয়, তখন রবার্ট পশ্চাদ্দিকে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু ভুলো ইহার বিন্দু বিসর্গও জানে না।

আফিস বন্ধ হইলে সকলেই আপন২ গৃহে গমন করিলেন। সন্ধ্যার পর রবার্ট আপনার ঠাকুরমার সাক্ষাতে অতিশয় রাগত হইয়া বলিতে লাগিল;—"ঠাকুরমা, আমি আর ও আফিসে যাব না। শেষটা কি আমাকে একটা মেথর ছোকরার অধীনে কাজ কর্ত্তে হবে? আমি আর আফিসে যাব না!"

বিবি। কি হয়েছে রবার্ট, তুমি আফিসে যাবে না কেন?

রবার্ট। না, আমি আর যাব না। দেখুন দেখি, ভুলো সামান্য হরক-

রার কর্ম্ম করে, তাকে বড় সাহেব তিরিশ টাকা মাইনে করে দিলেন, আর আমি দু বছর কুড়ি টাকায় খেটে মর্চ্ছি! কি অবিচার!

বিবি। রবার্ট, তোমাদের বড় সাহেব অবিচার করবার লোক নন; তুমি যদি সেই কাজের যোগ্য হতে, তিনি অবশ্য তোমায় দিতেন। তুমি আফিস ছেড় না,বরং মন দিয়ে কাজ শেখ, তোমারও মাইনে বাড়বে।

বিবি অনেক বুঝাইলে পর রবার্ট কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া আফিসে যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু এই অবধি রবার্টের ভুলোর প্রতি বড় ঈর্ষ্যা জন্মিল।

পর দিন আফিসে গেলে বড় সাহেব ভুলোকে আপনার নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আজ হতে তোমাকে রাম বাবুর সাহায্যকারি রূপে নিযুক্ত করলেম, তুমি মন দিয়ে কাজ করবে। আমি আবার তোমাকে বলছি, যদি সৎ ও সাধু ব্যবহার কর,ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।"

ভুলো ইহা শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল, এবং সাহেবের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আপনার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

বৎসর জলের মতন যায়, দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর গত হইল। আমাদের ভুলো এই এক বৎসরে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিল।

আফিসে সাহেবের বসিবার একটী স্বতন্ত্র কুঠরী ছিল। ভুলো যে কুঠরীতে বসিত, তাহার পরের কুঠরীতেই সাহেব বসিতেন। ভুলোর কুঠরী হইতে সাহেবের কুঠরীর সকলই দেখিতে পাওয়া যাইত। রবার্ট অন্য এক কুঠরীতে বসিত। এক দিন ভুলো বসিয়া জমা খরচ লিখিতেছে, এমন সময়ে রবার্ট সাহেবের কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া ডেক্স খুলিয়া কোন২ কাগজ পত্র লইয়া চলিয়া গেল। তৎকালে সাহেব নীচেকার গুদামে নূতন আমদানীর জিনিষপত্র দেখিতেছিলেন। আধ ঘণ্টা পরে সাহেব আসিলেন, এবং খানিকক্ষণ কাগজপত্র উল্‌টাইবার পর কিছু ব্যস্ত হইয়া রবার্টকে ডাকিলেন। সে আসিলে বলিলেন, "তুমি যখন সেই জিনিষের ফর্দ্দ লয়ে যাও, তখন ডেক্সের মধ্যে একটা চিঠীর ভিতর কি দুখানি এক শত টাকার নোট দেখ নাই?" রবার্ট অম্লানবদনে বলিল, "আমি কি জানি? ভুলো ও খানে বসে কাজ করে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সাহেব ভুলোকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "আমি আপনার কুঠরীতে কখনও আপনার অসাক্ষাতে যাই না, রবার্টকে তখন ডেক্স খুলে কাগজ ঘাঁটতে দেখেছি। আমি নোটের বিষয় কিছু জানি না।"

আফিস ময় গোলযোগ উপস্থিত হইল। সাহেব বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভুলো চিরকাল সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, রবার্ট যদিও এক্‌টু গোয়ার বটে,তথাপি কোন দিন তঞ্চকতা করে নাই। আর কোন ব্যক্তিও তাঁহার কুঠরীতে প্রবেশ করে নাই। তবে কাহার প্রতি সন্দেহ করিবেন। অবশেষে তিনি অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, হয় রবার্ট, না হয় ভুলো, এই দুই জনের এক জনে চুরি করিয়াছে। এই অবধি সাহেব ইহাদের দুই জনের প্রতিই কিছু অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অথচ কাহাকেও পীড়াপীড়ি করিলেন না। এক দিন অবশ্য চোর ধরা পড়িবে, তিনি এই ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে রবার্ট রেলওয়ে পোলিসের কর্ম্ম পাইয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া গেল। ভুলো মন দিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে লাগিল,কিন্তু আপনার প্রতি সাহেবের অসন্তোষভাব দেখিয়া তাহার মনে বড় দুঃখ হইল।

পাঠক, কে নোট চুরি করিয়াছে?

পিত্তলের সর্প।

পাঠক, পর পৃষ্ঠে যে দণ্ডের উপরে একটী সর্প দেখিতেছ,আর চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা যে উহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে, উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছ? বিবরণ না জানিলেই বা কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে?

প্রান্তর মধ্য দিয়া গমনকালে ক্ষণকালের নিমিত্ত কষ্টে পতিত হইলেই অকৃতজ্ঞ ইস্রায়েল লোকেরা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইত, ও আপনাদিগের হিতৈষী মূসার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিত। এক সময়ে পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া তাহারা ঈশ্বরের ও মূসার প্রতিকূলে অনেক কথা বলিতে লাগিল। পরমেশ্বর দণ্ড বিধান করিবার

জন্য তাহাদিগের মধ্যে বিষাক্ত সর্প সমূহ প্রেরণ করিলেন। সপদংশনে অনেক ইস্রায়েল লোকের প্রাণ নষ্ট হইল।

ইস্রায়েলেরা নিরুপায় হইয়া মূসার নিকট আসিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "আমরা ঈশ্বরের ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর।" ধীরস্বভাব মূসা তাহাদিগের কথানুসারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, "একটী পিত্তলের সর্প নির্ম্মিত করিয়া এক দণ্ডের উপরে স্থাপিত কর; সর্পদষ্ট যে কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তাহার প্রাণ নষ্ট হইবে না।" মূসা এই আদেশানুসারে কর্ম্ম করিলেন। লোকেরা যে কেন এত উৎসুক নেত্রে সর্পের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, কেমন, এখন বুঝিতে পারিয়াছ ত?

"মূসা যে রূপ প্রান্তরে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছিল, তদ্রূপ মনুষ্য পুত্রকেও উত্থাপিত হইতে হইবে; যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক

জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।" মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বে আমাদিগের প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মুখ হইতে এই অমূল্য কতিপয় বাক্য নির্গত হইয়াছিল। পাঠক, তিনি আমাদিগের নিমিত্ত

ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছেন; বিশ্বাসচক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; বিনষ্ট না হইয়া অনন্তজীবন প্রাপ্ত হইবে।

আমরা সকলেই পাপরূপ বিষাক্ত সর্পদংশিত হইয়া বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি। সেই পিত্তল নির্ম্মিত সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত ব্যতিরেকে ইস্রায়েল লোকদিগের যে রূপ প্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর ছিল না, বিশ্বাস চক্ষে যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা ব্যতিরেকে সেই রূপ আমাদিগের পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। পিত্তল নির্ম্মিত সর্পটি যেমন এক দণ্ডের উপর স্থাপিত হইয়াছিল, আমাদিগের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তেমনি ক্রুশ কাষ্ঠের উপর উত্থাপিত হইয়াছিলেন। প্রাণ রক্ষা করণার্থ সেই সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ব্যতীত ইস্রায়েল লোকদিগকে যে রূপ আর কিছুই করিতে হইল না, পরিত্রাণ পাইতে যীশুর উপর বিশ্বাস করা ব্যতিরেকে আমাদিগকে আর কিছুই করিতে হয় না। পিত্তল-সর্প সত্ত্বেও যাহারা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, তাহারা যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হইল, ত্রাণকর্ত্তা সত্ত্বেও তাঁহার উপর বিশ্বাস না করিলে আমরা সেই রূপ নিধন প্রাপ্ত হইব।

পাঠক, জাগ্রত হও; জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত কর; ঐ দেখ, তোমার ত্রাণকর্ত্তা ক্রুশোপরে উত্থিত রহিয়াছেন!

ভিস্তি।

আমরা প্রাতঃকালে উঠিলে কলিকাতার রাস্তায় অনেক ভিস্তি দেখিতে পাই। ইহারা ইংরেজ, মুসলমান ও যিহুদীদের বাটীতে জল যোগায়। জলের কল হইবার পূর্ব্বে অনেক সরকারি ভিস্তি ছিল, তাহারা ধূলা নিবারণ করিবার জন্য রাস্তায় জল দিত। কল হওয়াতে আর তাহাদের প্রয়োজন নাই।

ভিস্তিরা যে চামড়ার থলিতে করিয়া জল তোলে, তাহাকে মশক বলে। তাহা একটী ছাগলের আস্ত চামড়া দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কলিকাতায় আমরা যে সকল ভিস্তি দেখিতে পাই, তাহারা এ দেশের লোক নহে, তাহাদের বাড়ী মেদিনীপুর ও পুর্ণীয়া। ইহাদের দেশের লোকেরাই শীতকালে পাণি ফল বিক্রয় করিয়া থাকে। ভিস্তিরা

সকলেই কোমরে লাল কাপড় জড়ায়। উহা সহজে ময়লা হয় না বলিয়াই উহারা ব্যবহার করে।

কলিকাতায় অনেক নগ্‌দা ভিস্তি আছে। তাহারা মশকে জল পূরিয়া কোমরে যে এক টুকরা পিত্তল থাকে, তাহা ঠক্ ঠক্ করিয়া বাজাইতে২ রাস্তায় চলে। যাহারা জানে, সেই শব্দ শুনিলেই জানিতে পারে যে নগ্‌দা ভিস্তি যাইতেছে। উহারা "জল চাই২" বলিয়া না ডাকিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে।

ধর্ম্মসাক্ষী।

ইংলণ্ড দেশে রাণী মেরির সময়ে রোমাণ কাথলিক মতাবলম্বিদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। তৎকালে রোমাণ কাথলিক বিশপ ও অন্যান্য ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা অত্যাচারপরায়ণা রাণীর আদেশ অনুসারে প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বিদিগকে ধরিয়া আনিয়া বধ করেন। যে সকল উপদেশকগণ আপনাপন উপাসনালয়ে প্রটেষ্টাণ্ট মতানুসারে উপদেশ দিতেন, ও যে সকল খ্রীষ্টভক্তেরা আপনাদের গৃহে বাইবেলপাঠ করিতেন ও রোমাণ কাথলিকদিগের কুসংস্কার সকল মানিতেন না, রাণী তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া প্রথমে রোমাণ কাথলিক মতাবলম্বী করিবার চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া বধ করিতেন।

একদা প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী তেরো জন মনুষ্যকে ধরিয়া আনা হয়। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন স্ত্রীলোক। প্রথমে তাঁহাদিগকে রোমাণ কাথলিক মতে প্রবর্ত্তিত করিতে বিস্তর চেষ্টা করা হয়, তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

রাণীর আদেশ অনুসারে তাঁহার কর্ম্মচারীরা তিনটী কাষ্ঠদণ্ড পুতিয়া তাহাতে ঐ তের জন ধর্ম্ম সাক্ষীকে বাঁধিয়া ও তাঁহাদের চারি দিকে শুষ্ক কাষ্ঠ সাজাইয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দেয়। স্ত্রীলোক দুটীর এক জন গর্ভিণী ছিলেন। নিষ্ঠুরেরা তাঁহাকে পর্য্যন্ত অন্য বারো জনের সঙ্গে আগুনে পোড়াইয়া মারে। তথাপি তাঁহারা ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুকে অস্বীকার করেন নাই। ঐ দেখ, অগ্নিতে অর্দ্ধেক শরীর দগ্ধ হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা হস্ত যোড় করিয়া প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যাহারা প্রভুর নামের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দান করেন, তাঁহারাই ধন্য !!

নবীন সন্ন্যাসী।

(গোল্‌ডস্মিথ বিরচিত হার্‌মিটের অনুকরণ)

"এসহে সন্ন্যাসীবর, এসহে হেথায়,
দয়াকরি কাছে আসি লয়ে যাও মোরে,
ওই যে প্রখর দ্বীপ জ্বলিছে যথায়,
উজলি প্রভায় নিজ রজনী বিঘোরে।

২

"পথ হারা হয়ে হেথা ভ্রমিতেছি আমি,
পথ-পরিশ্রমে দেখ, ক্লান্ত অতিশয়;
কাটাই কোথায় এই তমোময়ী যামি,
যত যাই পথ মম তত দীর্ঘ হয়।"

৩

"যেও না, যেও,না কোথা এঘোর নিশিতে,
হারাইবে প্রাণ কেন মিছে বাছাধন;"

সন্ন্যাসী মধুর স্বরে লাগিলা কহিতে,
"দীপাকারে ঘোরে ভূত করিতে নিধন।

৪

"এসহে আমার ঘরে, এস মম সনে,
নিরালয়-তরে মম অবারিত দ্বার ;
যা দিব তোমারে আমি দিব ভাল মনে,
খুদ কুঁড়া যাহা দিব করিও আহার।

৫

"তোমার সুযোগ্য খাদ্য ঘরে কিছু নাই,
খড়ের উপরে দিব করিতে শয়ন ;
পেটভরে খেও যাহা আমি নিজে খাই,
শ্রান্তি দূর করো হয়ে ঘুমে অচেতন।

৬

"ভ্রময়ে যে সব জীব কানন ভিতর,
সে সবারে কভু আমি না করি নিধন ;
মম প্রতি দয়া সদা করেন ঈশ্বর,
তাই করি জীবোপরে দয়া প্রদর্শন।

৭

"প্রাণী হত্যা বড় পাপ মনেতে জানিয়া,
শাকাদি খাইয়া আমি ধরি এ শরীর ;
বন থেকে কত খাদ্য আনি কুড়াইয়া,
নদী হতে তুলে আনি নিরমল নীর।

৮

"এসহে পথিক তবে, এসহ সত্বর,
ধরি মম কর, তুমি এস মম ঘরে ;
অতি অল্প চাই মোরা পৃথিবী ভিতর,
তাই বা চাহি হে বল ক দিনের তরে!"

৯

শুনিল পথিক সব অমৃত বচন,
মধুর সমান ধ্বনি পশিল শ্রবণে ;
চলিল পথিক হয়ে পুলকিত মন,
চলিল পথিক সেই সন্ন্যাসীর সনে।

১০

নিবিড় বিপিন মাঝে, ক্ষুদ্রতম অতি,
দেখে গিয়া সন্ন্যাসীর নির্জ্জন আলয় ;
গ্রামবাসী দুঃখী জনে করে যথা গতি,
পথশ্রান্ত পথিকের বিরাম আশ্রয়।

১১

মূল্যবান দ্রব্য কিছু নাহিক সে ঘরে,
গৃহস্থের মন যাতে সশঙ্কিত রয় ;
আগড় ঠেলিয়া দোঁহে প্রবেশে অন্তরে,
নাহি যার কিছু তার কিছু নাহি ভয়।

১২

করিতে দিবস-শ্রম নিদ্রায় মগন,
জীব সবে যায় এবে নিজ২ ঘরে ;
করিল সন্ন্যাসীবর কত যে যতন,
পথ-ক্লান্ত পথিকের বিরামের তরে।

১৩

আনিল সন্ন্যাসী খাদ্য ঘরে যাহা ছিল,
পথিকের কাছে আনি রাখিল যতনে ;
মধুর স্বরেতে গল্প কত যে বলিল,
কত যে বলিল তাহা নাহি পড়ে মনে।

১৪

বাহিরে বহিছে ধীরে মন্দ সমীরণ,
মনের উল্লাসে কীট ঝিল্লি রব করে ;
ঘুরিয়া বেড়ায় হয়ে হরষিত মন,
ছিল যে বিড়াল এক সন্ন্যাসীর ঘরে।

১৫

পথিকের মন তবু প্রফুল্ল না হয়,
কিছুতেই নাহি হয় সন্তোষ জনন ;

কিছুতে মনের সুখ নাহি উপজয়,
করিতে লাগিল পরে অশ্রু বিসর্জ্জন।

১৬

দেখিয়া তাহার দশা সন্ন্যাসী প্রবর,
কারুণ্য রসেতে গলি লাগিলা কহিতে ;—
"কি দুঃখ তোমার ? বল আমার গোচর,
কেন হে পথিক কেন লাগিলে কাঁদিতে ?

১৭

" বিরাগী হইয়া ত্যজি সুখ নিকেতন,
ঘুরিয়া বেড়াও বুঝি মনের জ্বালায় ;
ভেবে ছিলে মিত্র যারে, শঠ কি সে জন ?
বুঝিবা প্রেমদা ভাল বাসেনি তোমায়!

১৮

" আছয়ে যে সব সুখ এই ধরাবাসে,
সকলি অসার, হয় সকলি বিলয় ;
এ হেন অসার বস্তু যারা ভাল বাসে,
অসার তাহার চেয়ে সেই নরচয়।

১৯

" মিত্রতা কাহাকে বলে ? নামটি কেবল,
ধরণী মাঝারে বন্ধু দুঃখীর ক জন ?
থাকে যদি ধন, যশ, জোটে বন্ধুদল,
কায়ার সহিত যথা ছায়ার গমন।

২০

" ভাল বাসা কথামাত্র, জেন ভালমতে,
প্রকৃত প্রণয়, চক্ষে নাহি দেখা যায় ;
নাহি ভালবাসা, বাছা, নাহি এ জগতে,
থাকে যদি আছে শুধু পাখীর বাসায়।

২১

"ছি ছি ছি ছি বাছা, খেদ কর সম্বরণ,
রমণী কুলের মুখে দাও তুমি ছাই।"
বলিল সন্ন্যাসী ; শুনি, পান্থের বদন,
লোহিত হইল লাজে, মরি কি বালাই!

২২

নবীন রূপের ছটা এবে শোভা পায়,
দেখিয়া সন্ন্যাসীবর অতি চমকিত ;
উজ্জ্বল বরণ গুলি উঠে চলি যায়,
হইলে আকাশে যথা অরুণ উদিত।

২৩

সরম-চুম্বিত হলো মুখ-শশধর,
উঠিল যুগল কুচ চারু বক্ষোপরে ;
ধরিল পথিক কিবা রূপ মনোহর,
যুবতী রমণী এবে সন্ন্যাসী গোচরে।

২৪

"ক্ষমা কর তপোধন," বলিল কামিনী,
"ক্ষমা কর, পায়ে ধরি, হইয়া সদয় ;
প্রণয়-বিধুরা আমি বড় অভাগিনী,
করেছি অশুচি তব পবিত্র আলয়।

২৫

"কুমারী উপরে কর করুণা প্রকাশ,
ঘুরিয়া বেড়াই আমি প্রেমের জ্বালায় ;
ফিরি শান্তি অন্বেষণে, তথাচ নিরাশ,
যথা যাই তথা মম পিছু পিছু ধায়।

২৬

"করিতেন বাস পিতা যমুনার ধারে,
কুলীনের শিরোমনি, অতি ধনবান ;
জানিতাম সব ধন দিবেন আমারে,
আমি বিনা তাঁর আর ছিল না সন্তান!

২৭

" জনক-ভবন হতে মোরে লয়ে যেতে,
কত যে আইল পাত্র নাহি বলা যায় ;
প্রকৃত প্রণয়ে, কিম্বা মুখের প্রেমেতে,
বলিল উর্ব্বশী সম রূপসী আমায়।

২৮

"দলে দলে আসি ধনী পিতার ঘরেতে,
ভুলাতে চাহিল মোরে দিয়া বহু ধন ;

গোপাল নামেতে যুবা তাদের মাঝেতে
আইলেন, হেরে তাঁরে বিমোহিত মন।

২৯

" পরা তাঁর মোটা সোটা সামান্য বসন,
নাহি ছিল ধন, বল, কিছুই তাঁহার ;
আছিল কেবল জ্ঞান, গুণরূপ ধন,
আমিও কিছুই নাহি চাহিতাম আর।

৩০

" যখন আমার পাশে বসিয়া বাগানে,
গাইতেন কলস্বরে প্রণয়-সঙ্গীত ;
অমৃতের ধারা সম পড়িত একাণে,
পবন শ্রবণ করি হইত মোহিত।

৩১

"ফুটে যে কুসুম হলে অরুণ উদয়,
নিশির শিশিরসিক্ত চারু কলেবর ;
তারবা, সন্ন্যাসীবর, কত শোভা হয় !
তার্ চেয়ে নিরমল তাঁহার অন্তর।

৩২

"শিশির, কুসুম, আহা কিবা রূপ ধরে !
কিন্তু সে সৌন্দর্য্য নাহি চিরকাল রয় ;
তাদের সৌন্দর্য্য ছিল সে গুণসাগরে,
তাদের অস্থৈর্য্য কিন্তু ধরে এ হৃদয়।

৩৩

"কত যে করিনু ছল গরবে গলিয়া,
কত যে মরমে ব্যথা পাইলেন তিনি ;
যদিও কাঁদিত প্রাণ তাঁহার লাগিয়া,
দেখালেম রুষ্টভাব তবু অভাগিনী।

৩৪

"দেখি মম দ্বেষভাব নিরাশ হইয়া,
চলিয়া গেলেন তিনি, ছাড়িয়া আমায় ;
নিভৃত নির্জ্জন বন-মাঝেতে পশিয়া,
গোপনেতে প্রাণনাথ ত্যজিলেন কায়।

৩৫

"করিয়াছি পাপ আমি, ভুগি তাপ তাই,
শুধিব তাঁহার ধার দিয়া এ জীবন ;
যেখানে গেলেন তিনি, গিয়া সেই ঠাঁই,
করিব তাঁহার কাছে শরীর পতন।

৩৬

"যাইয়া সেখানে আমি, নিরাশ অন্তরে,
একাকিনী গোপনেতে জীবন ত্যজিব ;
এরূপ করেন সখা অভাগিনী তরে,
আমিও তাঁহার তরে তাই তা করিব।"

৩৭

"না হোক এমন," বলি সন্ন্যাসী ত্বরায়,
জাপটিয়া ধরে সেই রমণী রতন ;
চমকিয়া হয়ে ধনী ধমকাতে যায়,
গোপাল আপনি এ যে করে আলিঙ্গন।

৩৮

"চির-প্রিয়া শশিমুখী, কামিনী আমার,
হৃদয়-রঞ্জিনি ! দেখ ফিরায়ে নয়ন,—
তোমার গোপাল, আমি, তব প্রেমাধার,
হাতে পেলে পুনরায় তব হারাধন।

৩৯

"এরূপে রাখিব তোমা বুকের উপর,
মন হতে চিন্তা সব দিব বিসর্জ্জন ;
হবনা, হবনা, আর কখন অন্তর,
বল, বল, প্রাণ প্রিয়ে, হৃদয়-রতন।

৪০

"আজি হতে কভু মোরা হবনা অন্তর,
কাটাইব কাল হয়ে প্রেমময় মগন ;
যে শোকে বাজিবে তব প্রণয়ী অন্তর,
বিদরিবে তাতে তব গোপালের মন।"

জ্যোতিরিঙ্গণ।

দাঁড়কাকের দুরাশা।

সরোবরতীরে এক বৃক্ষ মনোহর,
বাঁকিয়া পড়েছে ডাল জলের উপর ;
সেই শাখে দাঁড়কাক বসিয়া বিরলে,
হেরিল আপন রূপ সরোবর জলে।

২

কাল রূপ ক্ষুদ্র চক্ষু বিকট চরণ,
হেরিয়া কাকের মন দুঃখে নিমগন ;
আরো নিজ কটুস্বর মনেতে পড়িল,
তাই মনে২ কাক কহিতে লাগিল।—

৩

"কুক্ষণে কাকের কুলে জনম আমার,
পক্ষিকুলে হেন আর নাহি কদাকার ;
যেমন কঠোর ধ্বনি তেমনি বরণ,
রূপে গুণে কাকজাতি অদ্ভুত সৃজন।

৪

"কত যে সুন্দর পক্ষী আছে এ কাননে,
কেহ রূপে কেহ গুণে অতুল ভুবনে ;
মম সম কদাকার কিন্তু কেহ নাই,
কেমনে সুন্দর হব ভেবে নাহি পাই।"

৫

এই ভাবি দাঁড়কাক উড়িয়া চলিল,
সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ পতিত দেখিল ;
হেরি বায়সের মন বড় হরষিত,
পুচ্ছ দেখি সেই স্থানে হইল স্থগিত।

৬

অভাগা বায়স পরে সেই রূপে ভুলি,
গুটি২ করে তাহা লইলেক তুলি ;
বিরলে বসিয়া পরে তরুর শাখায়,
মনোসাধে বসাইল আপন পাখায়।

৭

এবে বায়সের মনে আনন্দ অপার,
ঘুরে ফিরে দেখে নবরূপ আপনার ;
হেরে আপনার রূপ ভুলিল আপনা,
ময়ূরমণ্ডলে যেতে করিল কল্পনা।

৮

ধরে না আনন্দ আর বায়সের মনে,
ধরা খানি সরা সম দেখে সে নয়নে ;
মন্দ পক্ষসঞ্চালনে করিয়া গমন,
ময়ূরমণ্ডলে গিয়া দিল দরশন।

৯

বার দিয়া বসিলেক বৃক্ষের শাখায়,
(কাকের ময়ূর সাজা কিবা শোভা পায় !)
হেরি তারে শিখিগণ চিনিতে পারিল,
ছেলে বুড় সবে মিলে হাসিতে লাগিল।

১০

যুবক ময়ূরগণ পরে এসে তেড়ে,
টান মেরে পুচ্ছ গুলি লয়ে গেল কেড়ে ;
কেহ২ ক্রোধভরে মারিল ঠোকর,
মার খেয়ে দাঁড় কাক হইল ফাঁফর।

১১

কেহ মারে পদাঘাত, কেহ মারে কিল,
কেহ ফেলে পাখা ছিঁড়ে, কেহ মারে ঢিল ;
কেহ দেয় গালিমন্দ, কেহ তিরস্কার,
বিপদে পড়িল কাক প্রাণে বাঁচা ভার।

১২

মেরে ধরে শেষে তারে দূর করে দিল,
পরে কাক কাকেদের সমাজে চলিল ;
কাকেরা দেখিয়া সবে লাগিল হাসিতে,
তেড়ে এসে ধরে কেহ লাগিল মারিতে।

১৩

"নিজরূপে তুষ্ট নস্ দুষ্ট পাপাচার,
পরিয়া ময়ূরপুচ্ছ হাসালি সংসার ;
যে রূপে যাহারে ঈশ করিলা সৃজন,
উল্টাইতে চাস্ তাহা তুই অভাজন !"

১৪

এই রূপে গালি দিয়া দিল তাড়াইয়া,
কোথায় যাইবে কাক, না পায় ভাবিয়া ;
পরিয়া ময়ূরপুচ্ছ সাজিয়া ময়ূর,
দুকুল হারালে কাক লাঞ্ছনা প্রচুর।

১৫

অসন্তুষ্ট হয়ে যারা নিজ অবস্থায়,
অবোধ বায়স সম বড় হতে চায় ;
কাকের ময়ূর সাজা গল্প বিলক্ষণ,
মন দিয়া করে যেন তারা অধ্যয়ন।

ভুলই শেষে ভোলানাথ হবে।

৪ অধ্যায়।

এই ঘটনার পরে দুই বৎসর গত হইল। রবার্টের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ভুলো এক্ষণে স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করে, রবার্টের ঠাকুরমা সেই বাটীতেই আছেন। রবার্ট তাঁহাকে টাকা কড়ি দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, এক খানি পত্রও লেখে না। ঠাকুরমা বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনি কোন কর্ম্ম কাজ করিয়া স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। সাহেব অনুগ্রহ করিয়া প্রতি মাসে কিছু২ দেন, তাহাতেই কোন প্রকারে দিন যাপন হয়। ভুলোও মধ্যে২ তাঁহাকে কাপড় চোপড় দিয়া সাহায্য করে। রবার্টের সংবাদ না পাওয়াতে ঠাকুরমা বড় দুঃখিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নোট চুরি যাওয়া অবধি সাহেব ভুলোর প্রতি তাদৃশ স্নেহ প্রদর্শন করেন না। তজ্জন্য ভুলোও অত্যন্ত দুঃখিত। এই দুই বৎসরের মধ্যে অন্যান্য আফিসে কর্ম্ম খালি হইয়াছিল, ভুলো চেষ্টা করিলে অনায়াসে একটী ভাল কর্ম্ম পাইতে পারিত। কিন্তু অন্য আফিসে গেলে সাহেবের সন্দেহ অধিকতর দৃঢ় হইবে ভাবিয়া, তাহা করিল না।

চৈত্র মাস, ভয়ানক রৌদ্র। ভুলো আফিসের জানালা বন্ধ করিয়া ডেক্সে বসিয়া লিখিতেছে, এমন সময়ে চাপরাসী ঘরের মধ্যে আসিয়া তাহার হাতে এক খানি চিঠি দিল। চিঠি খানি হাতে করিয়া ভুলো একটু ভাবিল, পরে খুলিয়া পড়িতে লাগিল ;—

"আমি অতিশয় পীড়িত হইয়া রাণীগঞ্জের পুলিস হাসপাতালে আছি, বাঁচিবার আশামাত্র নাই, মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি ; কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে তোমাকে,ঠাকুরমাকে এবং আমাদের দয়ালু সাহেবকে দেখিতে চাহি। তোমাদের নিকট কয়েকটী কথা বলিয়া মরিব।"

ভুলো রবার্টের হস্তাক্ষর চিনিত। এ তাহার হাতের লেখা নহে। ইহাতে তাহার একটু সন্দেহ হইল। কিন্তু পত্র উল্টাইয়া দেখে,—"আমি এমন কাতর হইয়াছি যে অন্যের দ্বারায় এই পত্র খানি লিখাইলাম।" এখন তাহার সন্দেহ দূর হইল। ভুলো পত্র হাতে করিয়া একেবারে সাহেবের নিকট গেল। সাহেব শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং বলিলেন, "চল, কল্য একটার গাড়ীতে আমরা রাণীগঞ্জ যাই ! তুমি যাইয়া রবার্টের ঠাকুরমাকে সংবাদ দিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বল।" ভুলো তৎক্ষণাৎ চলিল।

অপরাহ্ন তিনটার সময় রেলের গাড়ী রাণীগঞ্জের ষ্টেশনে পঁহুছিল। ভুলো, বড় সাহেব ও বিবি ঘোঁড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসিল, "কাঁহা যানা হোগা ?"

"পুলিস হাসপাতাল।"

কিয়ৎক্ষণ পরে পাড়ী হাসপাতালের দ্বারে উপস্থিত হইল, বড় সাহেব হাসপাতালের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া বিবি ও ভুলোকে সঙ্গে

করিয়া একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, রবার্ট একটী সামান্য বিছানায় শুইয়া আছে। নিকটে কেহ নাই। রবার্টের অবস্থা দেখিয়া ঠাকুরমার দুই চক্ষু দিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। ভুলো ও সাহেব উভয়েই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ইহাঁরা নিকটে বসিলে রবার্ট চিনিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় সাহেব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ইহার আসন্ন কাল উপস্থিত।

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "এখন কেমন আছ?"

"বড় কষ্ট। পেটে ব্যথা। পিপাসা।"

অতিশয় সুরাপান করাতে রবার্টের যকৃৎ পচিয়া গিয়াছিল।

রবার্ট কিয়ৎকাল পরে আস্তে২ বলিল, "বড় সাহেব, আমি বড় পাপী। আমি আপনার নোট চুরি করিয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। ভাই, ভুলো, আমি তোমার অনেক ক্ষতি করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। ঠাকুরমা, আমি নরাধম, তোমায় কত কষ্ট দিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি মহাপাপী, আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" এই রূপ বলিতে২ রবার্টের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বড় সাহেব দেখিলেন, রবার্টের শিয়রে এক খানি ধর্ম্মপুস্তক আছে, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট রবার্টের পাপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রবার্ট চক্ষু মুদ্রিত করিয় প্রার্থনায় যোগ দিল।

অনন্তর সন্ধ্যা হইলে তাঁহারা বাহিরে আসিয়া কোন হোটেলে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। ঠাকুরমার রবার্টের নিকট রাত্রিতে যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হাসপাতালের লোকেরা যাইতে দিল না। পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহারা হাসপাতালে যাইয়া দেখেন, রবার্ট সেই বিছানায় রহিয়াছে, কিন্তু তাহার দেহ অচল, স্পন্দরহিত ও হিমবৎ; রবার্ট মরিয়াছে!

ঠাকুরমা অতিশয় রোদন করিলেন, সাহেব দুঃখ করিলেন, ভুলোও কাঁদিল। অনন্তর অপরাহ্নে রবার্টের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা

কলিকাতায় চলিয়া আইলেন।

পর দিন আফিসের সময়ে সাহেব ভুলোকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভোলানাথ, আমি তোমার প্রতি নোট চুরির সন্দেহ করিয়া দোষ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার প্রতি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, আমার সন্তানাদি নাই, আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার সমস্ত বিষয় তোমাকে দিলাম। কিন্তু আবার বলি, ঈশ্বরকে ভুলিও না, ন্যায় পথে থাকিও।"

অদ্য হইতে আমাদের ভুলো ভোলানাথ হইল।

পাঠক, তুমি ভুলোকে রাস্তা ঝাটি দিতে, অন্নের জন্য লালায়িত হইতে, প্যায়দার কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছ। এক্ষণে সেই ভুলো লক্ষপতি হইল। যাহারা সকল কর্ম্মে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখে, ও ন্যায় ব্যবহার করে, ঈশ্বর তাহাদের সুখে রাখেন। ঈশ্বর পিতৃ মাতৃ হীনের পিতা মাতা ও বিধবার স্বামী; তুমি তাঁহাকে ভুলিও না।

পাখিধরার জাল।

তোমরা পর পৃষ্ঠার ছবিতে যে জালের চিত্র দেখিতেছ, চীনেরা অতি প্রাচীন কালে উহা ব্যবহার করিত। উহা অতি সহজে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাটীতে দুটি খুঁটি পুতিয়া তাহার গায়ে একটা ফ্রেম বাঁধিয়া তাহাতে এক গাছ সরু জাল বিস্তার করিয়া রাখে। দোরের কপাট যেমন বাজুতে ঘুরিয়া আসে, সেইরূপ ঐ ফ্রেম খুঁটির গায়ে ঘুরিয়া আসে। ফ্রেমের একধারে একগাছি সিকল থাকে। পাখিধরারা ঐ সিকলের এক মুড়ো হাতে করিয়া একটী পুরাণ গাছের গোড়ায় চুপ করিয়া বসিয়া আপনার লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া থাকে। সিকলে এক বার ঝাঁকি দিলেই ফ্রেমটী একধার হইতে অপর ধারে ঘুরিয়া আইসে। পাখিধরারা এক প্রকার কৃত্রিম স্বরে ডাকিয়া থাকে। পাখিসকল সেই স্বরে মোহিত হইয়া কোথা হইতে সেই স্বর উঠিল, তাহা অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহারা আসিবামাত্র জালে একটী ঝাঁকি দেওয়া হয়, অমনি সকলেই সেই জালে বদ্ধ হয়। ছবিতে তোমরা যে সকল পাখির চিত্র দেখিতেছ, উহা-

দিগকে সোয়ালো বলে, উহারা গ্রাম্মকালে চীনদেশে উড়িয়া বেড়ায়।

এখন চীনদেশে কখন২ যে সকল পাখিধরা দেখা যায়, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত জাল ব্যবহার করে না। ইহারা কোমরে একটা খাঁচা বাঁধিয়া লয়,এবং পাখি ধরিয়া তাহার মধ্যে রাখে। লম্বা২ দুগাছি নলে পাখি ধরিবার যন্ত্র প্রস্তুত করে। উহা এমন সহজে যোড়া যায়, যে দুগাছি একত্র করিলে এক গাছির মত হয়। সেই দুগাছি নলের মধ্যে ছোট গাছির মাথায় পাখি ধরিবার উপযুক্ত এক প্রকার আটা থাকে, সেই আটা পাখায় লাগিলে পাখিরা আর পলাইতে পারে না। পাখিধরারা পাখির অন্বেষণ করিবার সময় ডাইন হাতে সেই নল দুগাছি লইয়া মধ্যে২ ঠিক পাখির মত ডাকিতে থাকে।

পাখিগুলি সেই স্বরে কতক ভীত, কতক মুগ্ধ হইয়া বন হইতে বাহির হইয়া উড়িতে থাকে,এবং উড়িতে২, নলেতে লাগাইল পাওয়া যায়, এমন দূরে আসিবামাত্র পাখিধরা অমনি নল দুগাছি একত্র করিয়া অতি শীঘ্র২ টুকু২ করিয়া পাখি সকলের গায় লাগায়। পাখিরা আটাতে বদ্ধ হইয়া আর পলাইতে পারে না। পরে সে নল নামাইয়া পাখি গুলি ধরিয়া খাঁচার ভিতরে রাখে। পাখি ধরিবার সময় অনেক পালক উঠিয়া যায়।

বনের ছোট২ পাখি ধরিবার ইহা উত্তম উপায়। এই উপায়ে যদি অনেক পালক নষ্ট না হইত, তাহা হইলে, ইহা প্রাকৃতিতত্ত্বজ্ঞদিগেরও মনোমত হইত। চীনেরা পালকের নিমিত্ত কিছুই ভাবে না। লাঙ্গুল নাই, ডানার ভাল অংশটী উঠিয়া গিয়াছে, এই কথা বলিয়া খরিদদারেরা আপত্তি করিলে, যাহা গিয়াছে, তাহা আবার উঠিবে, তাহারা এই কথা বলে। চীনদেশে রবিন্ পাখির মত যে সকল পাখি ঝাঁকে২ বেড়ায়, তাহা ও অন্যান্য প্রকার পাখি ধরিতে হইলে পাখিধরারা প্রাচীন উপায় অবলম্বন করে। এ সময়ে ইহারা জাল চাপা দিয়া পাখি ধরে।

"মনুষ্য আপন কাল জানে না, যেমন মৎস্যগণ দুঃখদায়ক জালেতে পতিত হয়, কিম্বা পক্ষিগণ যেমন ফাঁদে ধৃত হয়, তদ্রূপ বিপদ অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে মনুষ্য সন্তানেরা ধৃত হয়।" উপদেশক ৯; ১২। "আমার প্রজাদের মধ্যে দুষ্টগণকে পাওয়া যায়, তাহারা মনুষ্য ধরিতে ফাঁদ পাতিয়া ব্যাধের ন্যায় হেঁট হইয়া লুক্কায়িত থাকে।" যিরিমিয় ৫; ২৬।

হায়! যুবকেরা সতত খোসামোদের মিষ্টস্বরে বুদ্ধিহারা হইয়া ও আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়া আমুদে লোকদের আমোদোর্ম্মিতে পড়িয়া যায়। হায়! ইহারা সর্ব্বদা অলস ও অসাবধান হইয়া আপনাদিগকে ভুলিয়া যায়।

"যেমন পিঞ্জর পক্ষীতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ তাহাদের বাটী কাপট্যে পরিপূর্ণ। এই নিমিত্তে তাহারা উন্নত ও উত্তরোত্তর বলবান হয়।" যিরিমিয় ৫; ২৭।

এই বাক্যটীর ভাব চিন্তা করিয়া পাখিধরার কথা বলিতে২ "পিঞ্জর

পক্ষীতে পরিপূর্ণ," এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি? আমরা ইহার এই যুক্তি স্থির করি,—এই পিঁজারাটী আকারে ও ব্যবহারে ছবিতে যে খাঁচাটী দেখান হইয়াছে, তাহার মত। পাখিগুলি পাখিধরার হাতে আসিলেই, সে তাহাদিগকে ঐ খাঁচার মধ্যে রাখে। উহা তাহার জালেপড়া পাখি রাখিবার নির্দ্দিষ্ট পাত্র। এই খাঁচার সহিত পীড়নকারীর গৃহ সকলের তুলনা করা কেন হইয়াছে, ইহাতেই আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। সেই সকল গৃহ অত্যাচার ও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ। উহার মধ্যে যত প্রাণী আছে, সকলেই চাতুরী ও উপদ্রবে ধৃত হইয়াছে।

"পরমেশ্বরের প্রতি আমার একান্ত দৃষ্টি আছে, কেননা তিনি জাল হইতে আমার চরণ উদ্ধার করিবেন।" গীত ২৫; ১৫।

এই সকল বিবরণ, ধর্ম্মপুস্তকের কথা গুলির উপযোগিতা ও শক্তি বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছে! ঐ সকল কথা ব্যাধ ও পাখিমারার কৌশল ও যন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ভীত লক্ষ্য সকল না জানিয়া না শুনিয়া এই সমুদায় কৌশল ও ফাঁদে পড়িয়া থাকে। লক্ষ্য সাহসী হইলে, বিশেষ বল বা সাঙ্ঘাতিক আঘাত দ্বারা আপনার অপেক্ষা অধিকতর ধূর্ত্ত ও প্রবল শত্রুর নিকট বশীভূত হয়। "জাল ছিন্ন হইলে, পাখিমারার জাল হইতে যেমন পাখি উদ্ধার পায়, তেমনি আমার আত্মা উদ্ধার পাইয়াছে, এবং ঈশ্বর আমার পা জাল হইতে বাহির করিয়াছেন," এই সকল ভাবিয়া পবিত্র গীত লেখক যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার গুরুতর কারণ আছে।

"তবে শয়তানের ইচ্ছানুসারে তাহার জালে জড়িত সেই লোকেরা চেতনা পাইয়া তাহার ফাঁদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।" ২ তীমথিয় ২; ২৬।

এই বাক্যটী পড়িয়া আমরা সমুদায় জগতের কেমন একটী ভাব পাইতেছি! আমরা সকলেই শয়তানের নিরুপায় বন্দী। হে পাঠকগণ! জাগরিত হও, উঠ, একেবারে নষ্ট করিবার নিমিত্ত, সে যে বন্ধনে তোমাদিগকে বন্ধন করিয়াছে, তাহা ছিন্ন কর। অথবা যিনি পাখি-

রার জালের গেরো কাটিতে পারেন, তাঁহার শরণ লও। তোমরা নিয়ত যে সকল পাপ করিয়া থাক, ও যাহাতে আবদ্ধ হইয়া জড়ীভূত হইতেছ, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পবিত্র আত্মার সাহায্য কামনায় ত্রাণকর্ত্তা যীশুর নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন কর।

পুরুলিয়া।*

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সত্যতা স্রোতে নিত্য তব তরি।

* এক জন বিখ্যাত কবি পুরুলিয়ার খ্রীষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতাটী লিখিয়াছেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফরাশীজাতির গৌরব। ইনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম চার্লস বোনাপার্ট, ইনি কর্সিকা দ্বীপের আসেসর ছিলেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নেপোলিয়ন ব্রিণি নামক স্থানের এক সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন। এখানে অনেক দিন থাকিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরস্থ রাজকীয় সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে কয়েক বৎসরকাল থাকিয়া এক সৈনিকের পদ পাইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ১৭৯৩ অব্দে ইনি কাপ্তানের পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই বৎসর সেনাপতি হইয়া টোলনে যুদ্ধ যাত্রা করেন, এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি পরাজিত হন। কিন্তু নেপোলিয়ন পর বৎসর পদচ্যুত হন। ইহার পরে কিছু দিন তাঁহাকে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে হইল। এই সময়ে তিনি একবার তুরস্করাজের অধীনে কর্ম্ম করিবার মানস করেন। কিন্তু ১৭৯৫ অব্দে পারিস নগরে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার দুর্দ্দশা দূর হইল। তিনি ৪০,০০০ সহস্র বিদ্রোহিকে পরাজিত ও ১২০০ জনকে হত করিলেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদ প্রদান করিলেন। ১৭৯৬ অব্দে ইনি যোসেফাইন নাম্নী পরমাসুন্দরী একটী বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন। এই অবধি ক্রমেই নেপোলিয়নের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল। অনেক সৈন্য ও বিস্তর সেনাপতি তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। অবশেষে ১৮০৪ অব্দে তিনি ফরাশীদেশের সম্রাট্ হইলেন। ইহার পর তিনি ইউরোপের অনেক দেশ অধিকার করেন। প্রায় সমস্ত রাজারা তাঁহার ভয়ে ভীত হন। যোসিফাইনের গর্ভে সন্তানাদি না হওয়াতে নেপোলিয়ন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ১৮০৯ অব্দে অষ্ট্রীয়া দেশের রাজার কন্যা মেরিয়া লুইসাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র জন্মে। নেপোলিয়ন এমন অহঙ্কারী ছিলেন। যে সেই পুত্রের "রোমদেশের রাজা" এই নাম রাখেন। ইতে উক্ত দেশের রাজা "পোপ" রাত হইয়া তাঁহাকে মণ্ডলীচ্যুত (এ

ঘরে) করেন। ১৮০৮ অব্দ হইতে ১৮-১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা অন্যান্য রাজগণের সাহায্যে নেপোলিয়নের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করেন। তাহাতে ফরাশীদিগের চারিলক্ষ সৈন্য নষ্ট হয়। অবশেষে ১৮১৪ অব্দের ১৮ ই জুন তারিখে এই মহাবীর ইংরাজ সেনাপতি আর্থর ওয়েলেস্‌লি (শেষে ইনি ডিউক অব ওয়েলিংটন, এই উপাধি পান) কর্ত্তৃক বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আফ্রিকার নিকটস্থ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। এই স্থানে ইনি ছয় বৎসরকাল বন্দীভাবে থাকিয়া পরলোক গমন করেন। প্রথমে ঐ দ্বীপেই উহাঁর কবর হয়, কিন্তু অনেককাল পরে লুই নেপোলিয়ন উহা তথা হইতে উঠাইয়া পারিস নগরে লইয়া আইসেন।

লোকে বলে, ইনি আলেকজাণ্ডর ও সিজর প্রভৃতির সমকক্ষ ছিলেন। ফলতঃ ইহাঁর ন্যায় সাহসী ও যোদ্ধা পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। ইনি সামান্য সৈনিক হইয়া শেষে একটী প্রধান দেশের সম্রাট হন।

সেণ্ট হেলেনায় বাসকালে মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, "আলেকজেণ্ডার, সিজর, সারলেমেন্ ও আমি বাহুবল দ্বারা রাজ্য স্থাপন করি, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট একাকী প্রেমেতে আপন রাজ্য স্থাপন করেন, এবং আজিও কোটি কোটি লোক তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। খ্রীষ্টের যে অনন্ত রাজ্য বিঘোষিত, পূজিত ও প্রাত হইয়াছে, তাহার ও আমার এই শোচনীয় দুঃখের মধ্যে কি মহান্ ব্যবধান।"

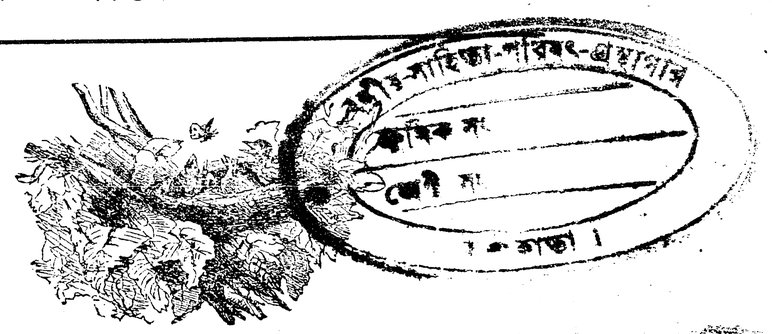

জ্যোতিরিঙ্গণ।

পাকা আঁব।

আঁবের মতন আর ফল কোথা পাই রে?
যত পাই তত খাই, অরুচিটী নাই রে।
খেজুর বাদাম নিচু,
এর কাছে নহে কিছু,
আহা মরি, আঁব তোর লইয়া বালাই রে!
বিবিধ গড়ন আঁব সুন্দর বরণ,
কোনটী সিন্দূরে, লাল মেঘের মতন।
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ কোন আঁব ধরে,
শাখায়২ দোলে কিবা শোভা করে!
গুমরে রসের ভরে কেহ ফাট্যে যায়,
অভিমানে পড়্যে কেহ ধরণী লোটায়,
সুগন্ধে নাসিকা তুষ্ট, সুরসে রসনা,
আঁবের মতন ফল কোথাও পাব না।
কাঁচা খাই পাকা খাই, খাই আমচুর,
দয়ে খাই দুধে খাই, এতই মধুর।
আঁবের মতন আর ফল কোথা পাই রে?
যত পাই তত খাই, অরুচিটী নাই রে।
খেজুর বাদাম নিচু,
এর কাছে নহে কিছু!
আহা মরি, আঁব তোর লইয়া বালাই রে!
আঁবের মুকুল সবে দেখা দেয় যবে,
দিবা নিশি গায় গুণ কোকিল সুরবে।
তোষে আঁব, তোরে সে যে গাহিয়া পঞ্চমে,
সে গাহনে কত জনে মরয়ে মরমে।
তব সনে করি বাস কোকিল কুরূপ,
জগতে লভিল বুঝি আদর এরূপ।
কত পোষা পিক থাকে পিঞ্জরে বসিয়া,
কত গান করে তারা রহিয়া রহিয়া।
কিন্তু চূতশাখে বসি যবে পিক গায়,
জানি না, এ মন কেন সেই দিকে ধায়।
আঁবের মতন আর ফল কোথা পাইরে,
যত পাই তত খাই, অরুচিটী নাইরে?
খেজুর বাদাম নিচু,
এর কাছে নহে কিছু,
আহা মরি, আঁব তোর লইয়া বালাই রে!
কৃত্তিবাসী রামায়ণে করি অধ্যয়ন,
ভারতে আনিলা তোরে অঞ্জনা নন্দন।
সীতা অন্বেষণে হনু লঙ্কায় যাইয়া,
খাইলা অমৃত ফল উদর পূরিয়া।

পাকা কাঁচা যত আঁব আছিল কাননে,
সকলি খাইলা হনু আনন্দিত মনে।
ছুঁড়িয়া ফেলিলা আঁটি সাগরের পারে,
তাই নাকি এলো আঁব ভারত সংসারে।
যা হক্ তা হক,আঁব অমৃত সদন,
বারো মাস পেলে হয় বাসনা পূরণ।
আঁবের মতন আর ফল কোথা পাই রে ?
যত পাই তত খাই, অরুচিটী নাই রে।
খেজুর বাদাম নিচু,
এর তুল্য নহে কিছু,
আহা মরি আঁব তোর লইয়া বালাই রে ?
সুখী মালদহ বাসী, মম মনে লয়,
বাছা বাছা মিষ্ট আঁব যেখানে মিলয়।
নাহি পোকা. নহে টক অমৃত সমান,
সুন্দর সুরস আঁব প্রচুর প্রমাণ।
ইচ্ছা করে মালদহে বাস করি গিয়া,
রসনা জুড়াই আঁব তোমারে খাইয়া।
মালদহী আঁব বটে হেথা বসে পাই,
শুকায়ে পচায়্যে আনে রস থাকে নাই।
তথাপি তেমন আঁব এ দেশে না মিলে,
দাঁত টকে যায় দেশী আঁব মুখে দিলে।
আঁবের মতন আর ফল কোথা পাই রে?
যত পাই তত খাই, অরুচিটী নাই রে
খেজুর বাদাম নিচু,
এর তুল্য নহে কিছু,
আহা মরি, আঁব তোর লইয়া বালাই রে!

ঠাকুরদাদার গল্প।

ভূমিকা।

সুকুমার পাঠক, এক সময়ে আমরাও তোমার মতন বালক ও অনেক বিষয়ে অজ্ঞান ছিলাম। তোমার মতন স্কুলে যাইতাম, পড়া তৈয়ার না হইলে মাষ্টারের ভয়ে থরহরি কাঁপিতাম। তোমার যেমন মাতা, পিতা, ঠাকুরমা ও ঠাকুর দাদা আছেন, আমাদেরও তেমনি পাঁচ জন ছিলেন। তোমার ন্যায় আমরাও মায়ের নিকট মার খাইলে পিতার কাছে ও পিতার নিকট মার খাইলে মাতার কাছে নালিশ করিতাম। তোমার মতন আমরাও ঠাকুরদাদার কাছে বসিয়া পড়া করিতাম ও সংস্কৃত শ্লোক শিখিতাম, এবং নানা প্রকার গল্প শুনিতাম। এ কথা বড়াই করিয়া বলিতে পারি, আমাদের ঠাকুরদাদার মতন মেধা অতি অল্প লোকেরই আছে। তিনি ষাট্ বৎসর বয়সে চাণক্যের সমস্ত শ্লোক মুখস্থ বলিতে পারিতেন।

আমাদের ঠাকুরদাদা রাত্রিকালে আহারের পর দাবায় মাদুর পাতিয়া বসিতেন, আমরা তাঁহার ডাবা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া দিয়া কয় ভাই ভগিনীতে মিলিয়া তাঁহাকে

ঘেরিয়া বসিতাম। কখন২ ঠাকুরমা নিকটে বসিয়া ঠাকুরদাদার জন্য হামাম দিস্তায় ঠক্ ঠক্ করিয়া পান ছেচিতেন। এই রূপে ঠাকুরদাদা বসিয়া তামাক টানিতে২ আমাদিগের মনোরঞ্জনার্থ গল্প করিতেন। এক্ষণে তোমাকে তাহার একটী গল্প বলিতেছি।—

প্রথম অধ্যায়।

আশা।

এক দিন ঠাকুরদাদা বলিলেন; "সে কালে আমাদের অঞ্চলে (হুগলী অঞ্চলে পূর্ব্বে আমাদের নিবাস ছিল) রতনপুর গ্রামে একটী মিসনরি বড় স্কুল ও তাহার চারি দিকে এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ অন্তর এক একটী বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল। আমরা কয় ভ্রাতায় আমাদের গ্রামের পাঠশালায় পড়িতাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আমার বয়স বারো, আমার ছোট ভাই নবীনের বয়স দশ এবং আমার একটী মামাত ভাইয়ের বয়স আট বৎসর ছিল। পাঠশালার মধ্যে তৎকালে আমার মতন দুষ্ট বালক আর কেহ ছিল না। প্রতি সোম ও শুক্রবারে একটী খ্রীষ্টিয়ান বাবু আসিয়া আমাদিগকে অরুণোদয়, ধর্ম্মপুস্তকের ইতিহাস ও সুশীলতা প্রভৃতি পুস্তক পড়াইতেন। কিন্তু আমরা বড় মন দিয়া পড়া করিতাম না।

একবার রতনপুর স্কুলের বড় বাবু আসিয়া আমাদের পাঠশালার ছেলেদিগকে পরীক্ষা করিলেন। এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'স্কুলের ইনেস্পেক্টর সাহেব আমার বাড়ীতে এসেছেন, তিনি সমস্ত পাঠশালের ছেলেদের পরীক্ষা করবেন। অতএব তোমরা সকলে আসছে শনিবার চারটার আগে রতনপুর স্কুলে যাবে। আমি সকলকেই পুরস্কার দিব, কিন্তু যে যাবে না, সে পুরস্কার পাবে না। তোমরা অবশ্য২ যেও, কেননা তিনি আমাদের সব পাঠশালের ছেলেদের একত্র দেখ্‌তে চেয়েছেন।'

বড় বাবুর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদের মধ্যে কেহ২ পরিয়া সেখানে যাইবার জন্য নূতন কাপড় ও নূতন জুতা কিনিল। আমি পাঠশালা হইতে গৃহে আসিয়াই ময়লা

কাপড় সকল ধোবার বাড়ী দিয়া আসিলাম। এই রূপে সকলেই শনিবারের অপেক্ষায় রহিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরস্কার আনিতে যাত্রা।

অবশেষে শুক্রবারের রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা প্রার্থনীয় শনিবারের প্রাতঃকালীন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইলাম। অন্য দিন মা ডাকেন, বাবা ডাকেন, তবে আমাদের ঘুম ভাঙে, অদ্য কাহাকেও ডাকিতে হইল না, আপনারাই উঠিলাম। মুখ হাত ধুইয়া ধোবার বাড়ী যাইয়া কাপড় আনিলাম। মামী বাসি কাপড় ছাড়িয়া ভাতে ভাত রাঁধিয়া দিলেন, স্নান আহার করিয়া আমরা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখন আমাদের সঙ্গে কে যায়। আজ ত্রিবেণীর হাট; মামাকে হাটে তুলা কিনিতে না গেলেই নয়, সুতরাং তিনি আমাদের সঙ্গে রতনপুরে যাইতে পারেন না। বাবার কোন মতেই বাড়ী ছাড়িয়া কোথায়ও যাওয়া হয় না। কেননা চারি দিকে মাঠে পাকা ধান, তিনি বাড়ী ছাড়িয়া গেলে গোরুতে লোকের ধান নষ্ট করিতে পারে। তবে এখন আমাদের সঙ্গে কে যায়? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বাবা বলিলেন, 'ওদের বয়সে আমি একলা রতনপুরের হাটে গিয়েছি, ওরা আপনারা কি আর যেতে পারবে না? রতনপুর দেড় ক্রোশ বৈ ত নয়? যারে তোরা কাপড় চোপড় পরে আপনারাই যা!' অনন্তর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ্ কানাই, এই যে আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়া কোম্পানির রাস্তা গিয়াছে, তোরা বরাবর এই রাস্তা ধর্য়ে গেলেই রতনপুরের স্কুলে যেতে পার্‌বি। দেখিস্, খবরদার, অন্য রাস্তায় যাস্‌নে, বরাবর কোম্পানির রাস্তায় যাবি।' ইহা শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, এবং বলিলাম, 'বাবা, আমি এ রাস্তা জানি, সেই যে এক বার আপনার সঙ্গে রতনপুরের করেদের বাড়ী বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম।' বাবা বলিলেন, 'তবে ত, রাস্তা চিনিস, তবে যা, দেখিস্, অন্য রাস্তায় যাস্‌নে। আমার কথা রাখিস্।'

অনন্তর আমরা আপন২ কাপড় পরিয়া বইয়ের তাড়া বগলে করিয়া চলিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিপথে গমন।

চৈত্র মাস, ভয়ানক রৌদ্র! রাখালেরা গোরুর পাল লইয়া গৃহের দিকে যাইতেছে; পক্ষীরা সূর্য্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৃক্ষের শাখায় বসিয়া রহিয়াছে; মধ্যে২ কোকিল কুহু২ করিতেছে। রাখালেরা আঁব বাগানে গোরু ছাড়িয়া দিয়া ডেলা মারিয়া কাঁচা আঁব পাড়িয়া খাইতেছে। পথিকেরা ক্লান্ত হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়াতে ঘাসের উপর চাদর পাড়িয়া শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময়ে আমরা কোম্পানির রাস্তা দিয়া রতনপুরে যাইতেছিলাম। আমাদের তিন জনের মধ্যে একটী কাপড়ের ছাতি। তিন জনে সেই ছাতি লইয়া টানা টানি করিতে২ চলিলাম। রৌদ্রে পিঠ ও পায়ের তলা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। যাইতে২ ক্লান্ত হইয়া তিন জনে একটী বট বৃক্ষের তলায় বসিলাম। সেই বৃক্ষের তলায় আরো অনেক লোক বসিয়াছিল। কলিকাতার একটী বাবুও সেই খানে বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে কতক গুলি বই ছিল। তিনি আমাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমরা সকলে রৌদ্রে পুড়িয়া, ও পথ ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া এই বৃক্ষের তলায় শরীর শীতল ও শ্রান্তি দূর করিতে আসিয়াছ। এই বট বৃক্ষের ছায়াতে সকলেরই সমান অধিকার। এখানে যে আসে, এ বৃক্ষ কাহাকেও দূর করিয়া দেয় না। এ কথা সত্য কি না?' সকলেই বলিল, 'হা, এ কথা সত্য বটে।' 'দেখ,' সেই বাবু বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টও বট বৃক্ষের সদৃশ। এই জগতে আমরা সকলেই পথিক, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, এবং পাপের পীড়নে তাপিত ও অস্থির হইয়া অনুতাপিত মনে যে কেহ বট বৃক্ষসদৃশ প্রভু যীশুর চরণতলে আসিয়া আশ্রয় লয়, তিনি তাহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা দূর করেন। তাহার সমস্ত পাপ আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লয়েন। তিনি কাহাকেও দূর করিয়া দেন না। অতএব তাঁহার চরণে আশ্রয় লওয়া কি সকল মনুষ্যের উচিত নহে?' বাবুর কথা শুনিয়া কেহ২ বলিল, 'বেশ কথা।' আবার কেহ কেহ তাঁহাকে উপহাস করিল, কিন্তু তিনি কাহারো প্রতি বিরক্ত হইলেন

না ; শষে, লোকদিগের মধ্যে যাহারা পড়িতে পারিল, তাহাদিগকে এক এক খানি পুস্তক দান করিলেন। অনন্তর আমরা উঠিয়া রতনপুরের দিকে চলিতে লাগিলাম। যাইতে২ আমরা দত্তদের বাগানের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই বাগানটী বামে রাখিয়া কোম্পানির রাস্তা পূর্ব্বমুখ হইয়া বাগান ঘুরিয়া আবার দক্ষিণ মুখে গিয়াছে। এখানে উপস্থিত হইলে নবীন বলিল, 'আমি বাগানের মধ্য দিয়া যাব। তোমরা আমার সঙ্গে এস না?' ইহাতে আমি বলিলাম যে 'বাবা আমাদের বরাবর কোম্পানির রাস্তা দিয়ে যেতে বলেছেন, আমরা অন্য পথে যাব না। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।' নবীন কথা না শুনিয়া বাগানের মধ্যে গেল, এবং বলিল, 'আমি তোমাদের আগে রাস্তায় পড়ব গিয়া।' আমরা রাস্তা দিয়াই চলিলাম। খানিকক্ষণ পরে বাগান ঘুরিয়া আমরা দক্ষিণ মুখ হইলাম, এই স্থানে নবীনের আমাদিগকে ধরিবার কথা ছিল, কিন্তু নবীন কোথায়? কখন২ মনে করিলাম, সে বুঝি আগে গিয়াছে, আবার ভাবিলাম, বুঝি পথ হারাইয়া বিপথে গিয়াছে। তথাপি আমরা তাহার প্রতীক্ষায় খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে তাহার দেখা না পাইয়া রতনপুরের স্কুলের দিকে চলিলাম।"

ক্রমশঃ।

আবিসিনিয়ার রাজপুত্র।

আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্বাংশে আবিসিনিয়া নামে একটী দেশ আছে। ঐ দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা থিয়োডর অনেক গুলি ইংরাজ ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারিকে কারাগারে বদ্ধ রাখেন। তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার অনুরোধ করিয়া আমাদের মহারাণী দূত প্রেরণ করেন ও পত্র লেখেন। থিয়োডর কোন মতে তাহাদিগকে মুক্ত করেন না। অবশেষে ১৮৬৮ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া লর্ড নেপিয়র উক্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে আবিসিনিয়া দেশে গমন করেন। প্রথমে দুই এক বার যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজার ৫০০ সৈন্য হত হয়, শেষে লর্ড নেপিয়র রাজবাটী আক্রমণ করিতে

গিয়া শুনিতে পান যে, থিয়োডর গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। অতঃপর বন্দীদিগকে মুক্ত ও তদ্দেশীয় গালেশীয় জাতীয়া রাণীকে থিয়োডরের রাজসিংহাসন দান করিয়া লর্ড নেপিয়র চলিয়া আইসেন। আসিবার কালে থিয়োডরের অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আনা হয়। আমরা উপরে সেই রাজপুত্রের চিত্র প্রকাশ করিলাম। ইনি এক্ষণে ইংলণ্ডে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। ইনি আর কখনও পৈতৃক রাজ্য পাইবেন না। এরূপ শুনিতে পাই, লেখাপড়া শিখিলে ইনি পরীক্ষা দিয়া ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইবেন।

ঈশ্বরীয় সজ্জা।

রাত্রি প্রভাত হইল; পূর্ব্বীয় গগনে লোহিতবর্ণ রবি উদিত হইয়া রজনীর তিমিররাশি দূরীকৃত করিল। হরিদ্বর্ণ তৃণোপরি হীরকখণ্ডের ন্যায় শিশিরবিন্দু সকল বালাতপযোগে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। শীতল সমীরণ নানা জাতীয় বিকশিত কুসুম হইতে গন্ধ আহরণ করিয়া সৌরভে চারিদিগ্ আমোদিত করিল। সুপ্তোত্থিত পক্ষিগণ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া অতি মধুরস্বরে গীত আরম্ভ করিল। সমস্ত স্বভাব নূতন ভাব ধারণ করিল। মনুষ্যগণ প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া নিজ২ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যা, ধন, মান, যশ প্রভৃতি জাগতিক বিভব লাভে তাঁহারা এমন আগ্রহ পূর্ব্বক নিবিষ্ট হইলেন যে তদ্দর্শনে কে এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে তাঁহারা মনুষ্য জীবনের নশ্বরতা বিশ্বাস করেন? কিন্তু হে পাঠক, এই পৃথিবী তোমার স্বদেশ নহে, তোমাকে শীঘ্র ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই জগৎ কেবল তোমার স্বদেশ নয়, অধিকন্তু ইহা তোমার শত্রুভূমি। শয়তান এই পৃথিবীর রাজা, সে আমাদের পরম শত্রু, সর্ব্বদাই আমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়া থাকে। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য, যশ, মান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই আমাদিগকে কুপথে লইয়া যাইতে ও আমাদের অমর আত্মার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। আরও ইন্দ্রিয়গণই আমাদের পরম শত্রু। নিজের চেষ্টায় আমরা কখন এই অন্তর ও বাহ্য বৈরিদিগকে দমন করিতে পারি না, তাহারা আমাদের অপেক্ষা অধিক বলবান্ এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য জগৎপিতা জগদীশ্বরের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু ধন্য তাঁহার দয়া, তিনি আমাদের অভাব পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়া উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। উপরি উক্ত শত্রুদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে কতকগুলি অস্ত্র অর্পণ করিয়াছেন, যথা, সত্যরূপ কটিবন্ধন, পুণ্যরূপ বুকপাটা, শান্তি সুসমাচারজাত পাদুকা, বিশ্বাসরূপ ঢাল, পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্র এবং ঈশ্বরের বাক্যরূপ আত্মার খড়্গ। হে পাঠক, যদ্যপি তুমি ঈশ্বরাজ্ঞানুসারে এই সকল ঈশ্বরীয় সজ্জায় সজ্জীভূত হও, তাহা হইলে শয়তান ও তাহার অনুচরদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে। অনন্ত মৃত্যুতে পতিত হইবার, নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবার আর ভয় থাকিবে না, তুমি অনায়াসে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া অনন্ত কালের জন্য ঈশ্বরের নিকট বাস ও স্বর্গের বিমলসুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে। অতএব হে পাঠক, তুমি আপনাকে শত্রুভূমিতে জানিয়া কখনই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না, করিলেই নিশ্চয় মরিবে—অনন্তকালের জন্য মরিবে।

প্রলয়।

১ প্রভাতের ভানু লোহিত বরণ,
শিরে করি উষা করে আগমন;
উজলি ভুবন কিরণ ঢালে,
রঞ্জিত করিয়া মেঘের জালে।

২ লতায় পাতায় কুসুমের দলে,
পর্ব্বত শিখরে সরসীর জলে;
পড়ি সে কিরণ উজলে সবে,
উজ্বল প্রকৃতি আনন্দে ভবে।

৩ এই ভাবে ভানু উদই নিয়ত,
করিবে না খেলা ভবে অবিরত;
আসিবে না উষা আনন্দে মাতি,
হবে না আর দিবা সন্ধ্যা রাতি।

৪ কালেতে আসিবে এমন সময়,
সকলি পুড়িয়া হইবে বিলয়;
পুড়িবে এই রবি শশধর,
পুড়িবে পতঙ্গ বিহঙ্গ নর।

৫ পুড়িবে পর্ব্বত গহন কানন,
প্রকৃতির প্রিয় লাবণ্য বরণ;
সকলি পুড়িয়া হইবে ছাই,
থাকিবে না কিছু শুনিতে পাই।

৬ কবে যে এমন সময় আসিবে,
এ ভবে কেহই বলিতে নারিবে;
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইবে যবে,
শেষের সে দিন আসিবে তবে।

৭ ধধ্ ধধ্ করি জলিবে যখন,
সোনার পৃথিবী;—(বিষম দর্শন)
আমি কি তখন থাকিব ভবে,
সে বিষম কাণ্ড দেখিতে হবে?

৮ জলধির জলে আগুন লাগিবে,
গভীর নির্ঘোষে সাগর গর্জ্জিবে;
প্রকাণ্ড মূরতি মীনের দলে,
ছট ফটি পুড়ি মরিবে জলে।

৯ ভাঙ্গিয়া পড়িবে পর্ব্বতের চূড়া,
পাথরে২ ঠেকি হবে গুঁড়া;
কিছু না রহিবে বিপুল ভবে,

১০ আকাশে ধরায় জ্বলিবে অনল,
ছোট বড় পুড়ি মরিবে সকল ;
তরু মরু গিরি দেখিতে পাই,
সকলি পুড়িয়া হইবে ছাই।

১১ কবরের দ্বার বিমুক্ত হইবে,
জীবন্ত হইয়া মানুষে উঠিবে ;
তখন হইবে দিতে নিকাশ,
করেছ যা কিছু হবে প্রকাশ।

১২ যীশুরে যাহারা করিছে ভকতি,
হইবে সরগে তাহাদের গতি ;
যীশুর আশ্রিত যাহারা ভবে,
তাহাদেরি পাপ মার্জনা হবে।

১৩ যাহারা এ ভবে শৈতানের দাস,
সে কালে তাদের হবে সর্ব্বনাশ ;
অনন্ত নরকে পড়িয়া সবে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হবে।

১৪ হে যীশু ও পদে মিনতি আমার,
নিজ শিরে লহ মম পাপ ভার ;
তুমি বিনে আর কেহই নাই,
যাহার নিকটে মার্জনা পাই।

কথা তরঙ্গ।

এক দিন অগ্নি জলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বন্ধো, পৃথিবীতে আমার তুল্য উপকারী আর কেহ নাই। শীতকালে লোকে আমার তাপ লইয়া প্রাণ বাঁচায়, সোনা রূপা প্রভৃতি ধাতু সকল আমার উত্তাপে গলিয়া যায়, তাহাতেই লোকে অলঙ্কার প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুত করে। অতএব আমিই এ পৃথিবীর রাজা।"

ইহা শুনিয়া জল বলিল, "অহঙ্কারী মনুষ্যের ন্যায় তুমিও পরের গুণ চক্ষে দেখ না। পৃথিবীতে আমার ন্যায় উপকারী কেহ নাই। আমি না থাকিলে পৃথিবীর কি দুর্দ্দশা হইত! লোকে পিপাসায় মরিত, মাঠে শস্য হইত না। ফলতঃ আমিই পৃথিবীর জীবন ; অতএব আমিই রাজা।" ইহাতে অগ্নি হাসিয়া বলিল, "তোমার মতন নির্ব্বোধ আর কেহ নাই। দেখ, আমি কোথায় না আছি! আমা বিনা রেলের গাড়ী, কলের জাহাজ চলিতে পারে না, যে কলের গুণে তুমি পলতা হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়াছ, সে কল আমার দ্বারা চলিতেছে। কলিকাতার রাস্তায় ও গড়ের মাঠে যে আলো জ্বলে, সেও আমি। সন্ধ্যার পরে আমিই ছোট বড় সকলের গৃহ উজ্জ্বল করি। মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র কলিকাতায় আসিলে আমিই তাঁহার সম্মানের জন্যে এক রাত্রে নগর সাজাইয়াছিলাম। অতএব আমার তুল্য ক্ষমতা আর কাহারও নাই। আমিই পৃথিবীর রাজা হইব।" তখন জল আর বার বলিল, "তবে শুন, তোমার মতন অপকারীও আর কেহ নাই, তুমি কামানের গোলা চালাইয়া মানুষ মার, ও সময়ে২ নগর পল্লী পুড়িয়া ভস্ম কর। আমি লোকের মঙ্গল বই অমঙ্গল করি না। আমার গুণ যেমন, সৌন্দর্য্যও তেমনি। আমি নদীরূপে কলস্বরে সাগরে গমন করি। আমাতে স্নান করিলে লোকের শরীর শীতল হয়, আর আমার জলপ্রপাত দেখিতে কি সুন্দর! অতএব আমিই পৃথিবীর রাজা হইব।"

ইহা শুনিয়া পৃথিবী বলিলেন, "তোমরা কেন বৃথা বিবাদ করিতেছ! ঈশ্বর পৃথিবীর রাজা, তোমরা তাঁহার ভৃত্য, তোমাদিগের প্রত্যেককে তিনি বিশেষ২ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আপন২ কর্ম্ম কর।

এক দিন সন্ধ্যাকালে এক খণ্ড২ মেঘ একটী তারাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যে সময়ে সূর্য্য উদয় হইয়া পৃথিবীকে আলোকিত করেন, সে সময়ে তোমাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া সমস্ত দিন পরে সমুদ্রে অবগাহন করেন, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ও আসিয়া আকাশে উদয় হইয়া স্বীয় বিমল রশ্মী বিকাশ কর, ইহার কারণ কি?" ইহা শুনিয়া নক্ষত্র বলিল, "বিবেচনা করিয়া দেখ, সূর্য্যই আলোকের আধার, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ আলোক দিয়াছেন বলিয়া আমি এত উজ্জ্বল হইয়াছি। অতএব তাঁহা হইতে যে আলোক পাইয়াছি, তাঁহার অসাক্ষাতে উদয় হইয়া তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করি।"

লর্ড কানিঙ্।

লর্ড কানিঙের পিতার নাম জর্জ কানিঙ্। ১৮১২ অব্দে লর্ড কানিঙের জন্ম হয়। ইনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরেল হইয়া আসিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের পোষ্টমাষ্টার জেনরেল ছিলেন। লর্ড ডেলহৌসির পরে ইনি ১৮৫৬ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরেল হইয়া আইসেন। ১৮৫৭।৫৮ সালে পশ্চিমাঞ্চলে সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে এবং ইহার পরে লর্ড কানিঙ যেরূপ বুদ্ধি

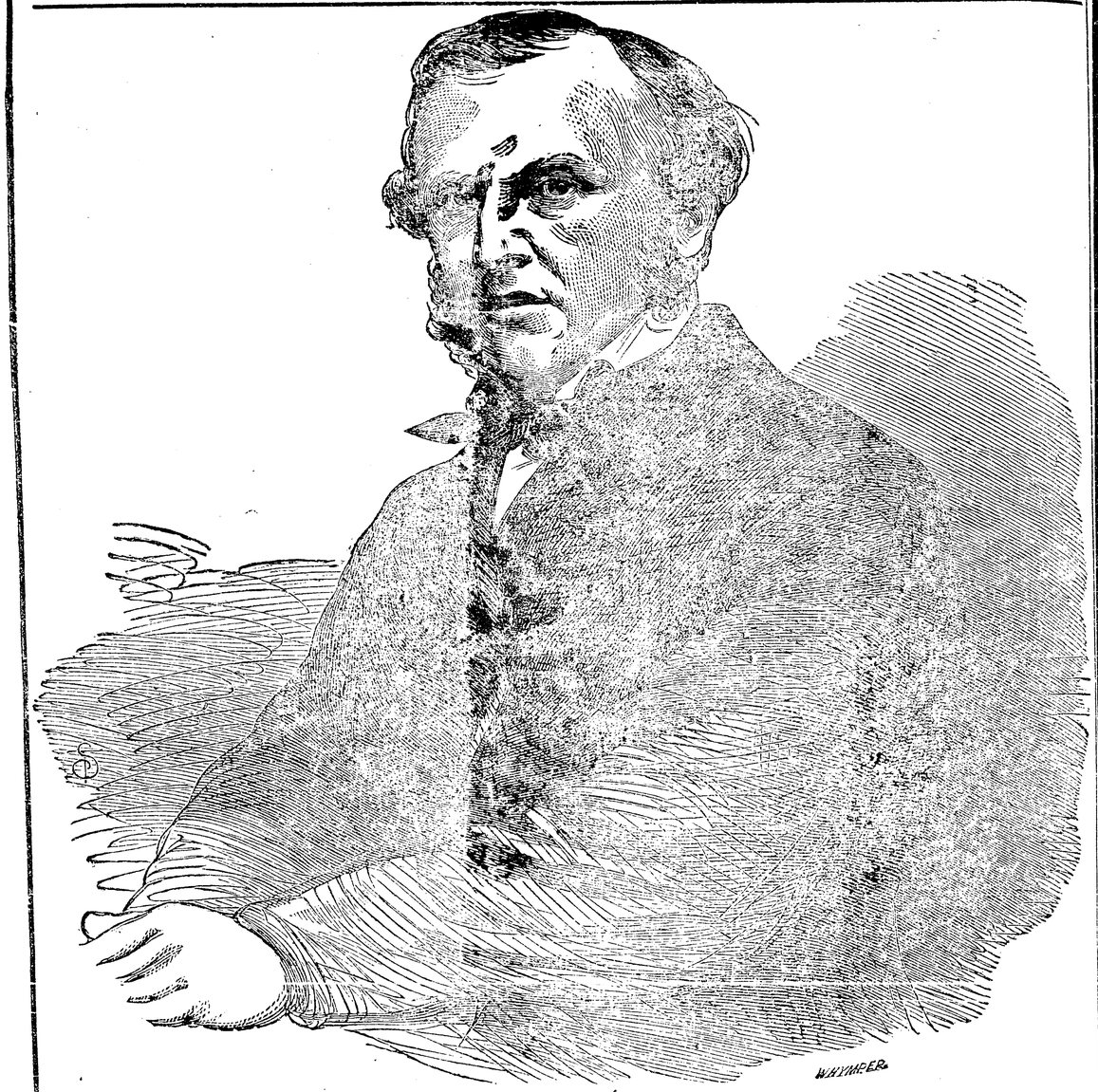

বিবেচনা অনুসারে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তাহা চিরকাল আমাদের স্মরণ থাকিবে। লর্ড কানিঙ বাঙ্গালীদিগের বড় বন্ধু ছিলেন। ইহাঁর সময়ে বঙ্গদেশে নীলকর ঘটিত গোলযোগ আরম্ভ ও দমন হয়। লেডী কানিঙের ভারতবর্ষেই মরণ হয়, বারাকপুরে তাঁহার কবর হইয়াছে। লর্ড কানিঙ বিলাত যাইবার সময় রাস্তায় মরেন।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

ডেঙ্গুজ্বর।

আজো বুড়দের মুখে শুনিবারে পাই,
এ দেশেতে ওলাউঠা আগে ছিল নাই।
বিদেশ হইতে আসি পশিয়া এ দেশে,
কাঙ্গালী বাঙ্গালী লোকে ফেলিয়াছে ক্লেশে।
প্রথমে নগরে আসি পরে গ্রামে যায়ে,
যমালয়ে কত লোকে দিতেছে পাঠায়ে।
এ দিকে দারুণ জ্বর দেশেতে আবার,
করেছে নগর পল্লী কত ছার খার।
গলগণ্ড গোদ হয়ে পূর্ব্ববাঙ্গালায়,
শ্রী রহিত করিতেছে কত সুশ্রীকায়।
বায়াত্তরে বাহাত্তর দেখা দিতে দিতে
আসিলেক ডেঙ্গুজ্বর এ বঙ্গ ভূমিতে।
হাড়ভাঙ্গা জ্বর এই, শুনে ভয় লাগে,
ডেঙ্গুজ্বর নাম শুনে ডরে ভূত ভাগে।
ইংরাজ বাঙ্গালী বলে নাহি ভেদ করে,
ঢুকিয়াছে পোড়া জ্বর সকলের ঘরে।
প্রতি ঘরে ছেলে বুড় যুবক যুবতি,
পড়ে আছে, গায়ে ব্যথা কষ্টক্লেশ অতি।
কেহ বলে, মাথা গেল, কেহ বলে পা,
কেহ বলে, অবশ হয়েছে সব গা।
কেহ বলে কালি রাত্রে কেন অকস্মাৎ,
কন কন করিয়া উঠিল ডান হাত।
কাহারো হাঁটুতে ব্যথা চলে না চরণ,
খোঁড়ায়ে২ কেহ করয়ে গমন।
লাঠি ভর দিয়া চলে নবীনা যুবতি,
দেখিলেই হাসি পায় কিন্তু কষ্ট অতি।
ছেলে পিলে লয়ে কারো পড়েছে গৃহিণী,
উনানে না চড়ে হাঁড়ি দিবস যামিনী।
কোন গৃহে কর্ত্তা পড়ে শয্যার উপর,
দুই পাশে দুটী ছেলে পীড়ায় কাতর।
খুড়া জ্যেঠা মাসি পিসি পাঁচ জন লয়ে,
বাঙ্গালিরা করে বাস দুঃখ কষ্ট সয়ে।
অসময়ে হয় এতে বড় উপকার,
তাই ত বাঙ্গালী পোষে বহু পরিবার।
ইংরাজ সমাজে নাই এ হেন পদ্ধতি,
ঠাকুর ঠাকরুণ দুটী করেন বসতি।
বাপের ফ্যামিলি নাই নিকটে যাহার,
এবার ডেঙ্গুতে কষ্ট তাদের অপার।
স্ত্রী পুরুষে ডেঙ্গুজ্বরে শয্যায় শায়িত,
বাবুর্চি খান্সামা মালী সবাই পীড়িত।
নিকটে থাকিত যদি পিতৃ পরিবার,
তা হলে এ জ্বরে হতো কত উপকার।

আফিসেতে বড় গোল কেরাণী মহলে,
ডেঙ্গুতে করেছে পঙ্গু এবার সকলে।
কারু দশ, কারু কুড়ি দিবস কামাই,
পড়িয়া ডেঙ্গুর হাতে গায়ে বল নাই।
দোকানী পশারি বেণে সকলে পড়েছে,
সকলের ঘরে ডেঙ্গু প্রবেশ করেছে।
সকলেই বলহীন মুখে রুচি নাই,
সুখাদ্য কিছুই ভবে খুজিয়া না পাই।
বেজায় গরম মাথা ধপ্ ধপ্ করে,
ঢালয়ে বরফ কেহ তাহার উপরে।
কাম্বেলি আমলে ডেঙ্গু এ বঙ্গে আইল,
উভয়ে মিলিয়া দেশ উচ্ছন্ন করিল।
আসিতে আসিতে এই, পরে কিবা হয়,
বাঙ্গালীর মনে সদা জাগিছে সে ভয়।

ঠাকুরদাদার গল্প।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্কুলে উপস্থিত হইয়া দেখি, আমাদের পাঠশালার ছেলেরা যে দিকে বসিয়াছে, নবীন সেখানে নাই। ইহাতে আমার বড় ভাবনা হইল। পুরস্কার পাইব বলিয়া মনে২ যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বিষাদে পরিণত হইল। নবীন কোথায় গেল, কি হইল, বাড়ী গেলে বাবা কি বলিবেন, মামা কি বলিবেন, এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলাম। অবশেষে যথাস্থানে যাইয়া বসিলে, বড় বাবু সকলের নাম ধরিয়া কে উপস্থিত ও কে অনুপস্থিত, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকলেই উপস্থিত, কেবল আমাদের নবীন অনুপস্থিত। অনন্তর সাহেব আমাদিগকে দুই চারিটী প্রশ্ন করিয়া পুরস্কার দান করিলেন। পুরস্কার লইয়া অন্য বালকেরা আনন্দিত মনে আপনাপন গৃহে গমন করিতে লাগিল। কেবল আমরাই দুঃখিত। আমি মনের দুঃখ আর গোপন করিতে পারিলাম না, একবারে কাঁদিয়া ফেলিলাম। ইহা দেখিয়া বড় বাবু আমাকে হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া আমার কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সমস্তই ভাঙ্গিয়া বলিলাম। তিনিও শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন।

এমন সময়ে দেখি, নবীন আসিয়া উপস্থিত। তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ের পিরাণ ছিঁড়িয়া টুকরা২ হইয়াছে। হাতে মুখে পিঠে ছড় গিয়াছে। দুই চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়িতেছে, দেখিয়া বড় বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "নবীন, বৃত্তান্তটা কি? তোমার জামা ছিঁড়লো কেন? তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

নবীন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে২ বলিল, "আজ্ঞে, আমি দত্তদের বাগানের মধ্য দিয়া আস্‌ছিলাম, তার পর দেখি যে একটা আঁব গাছের ওপরকার ডালে একটা ঘুড়ি বেধে রয়েছে, তাই পাড়্‌তে গাছে উঠ্‌লেম; পা ফস্কে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে এই হয়েছে।"

এই বলিয়া সে আরো ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় বাবু উহার ভাব দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। এবং হাত ধরিয়া আপনার নিকটে আনিয়া বলিলেন,—

"দেখ, রাখাল, তুমি অবাধ্য হইয়া বিপথে গিয়াছিলে, এই জন্য এত কষ্ট পাইলে ও আমি যে পুরস্কার দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা হারাইলে। যাহারা বিপথে গমন করে, তাহাদের এই দশাই হইয়া থাকে। দেখ, ইহা দ্বারা তুমি একটী উত্তম শিক্ষা লাভ করিতে পার; ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টই পথ, স্বর্গের পথ, অন্য কোন পথ নাই। তোমরা পড়িয়াছ, তিনি আপনি বলিয়াছেন 'আমিই পথ, আমাদিয়া যে গমন করে, সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়!' তাঁহা দিয়া গমন করিবার অর্থ, তাঁহাতে ও তিনি যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন ও তাঁহাকে ভক্তি এবং প্রেম করা; তাহা হইলেই তাঁহা দিয়া গমন করা হইবে, ও তুমি মরিলে পর স্বর্গে ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারিবে। স্বর্গে গেলে অনন্ত জীবন পাইবে, আর মরিতে বা জন্মিতে হইবে না। যীশুকে অবলম্বন করিয়া গেলে ঈশ্বর যে পুরস্কার দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা পাইবে। যদি বিপথে যাও, সকলি হারাইবে, বেশির ভাগ, নানা প্রকার কষ্ট পাইবে। বিপথে গেলে নরকে যাইতে হইবে। সে খানে গেলেই চিরকালের জন্য মরিলে। রাখাল, আমার কথা মনে রাখ, এবং প্রভু যীশুকে প্রেম ও বিশ্বাস কর।"

বড় বাবুর কথা আমাদের সকলেরই মনে বড় লাগিল। সেই অবধি আমাদের যীশুর বিষয় পড়িতে ও শুনিতে বড়ই আনন্দ হইত।

অনন্তর আমরা রাখালকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিলাম। বাড়ীতেও রাখাল বিস্তর বকুনি খাইল।

মান্যবর গ্লাডষ্টোন সাহেব।

আমাদিগের মহারাণীর বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মান্যবর গ্লাডষ্টোন সাহেব লিবরপুলের এক জন ধনাঢ্য বণিকের পুত্র। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লিবরপুল নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। অক্ষফোর্ডের কোন প্রধান কালেজে ইহাঁর বিদ্যাভ্যাস হয়। ১৮৩২ অব্দে ইনি নিউওয়ার্কের পক্ষে সাধারণ সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৪ অব্দে সর রবার্ট পিল ইহাঁকে সরকারি ধনাগারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। পর বৎসরেই ইনি উপনিবেশ বিভাগের সহকারি-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসরেই ইনি সর রবার্ট পিলের সহিত কর্ম্ম-ত্যাগ করেন, পরে ১৮৪১ অব্দে প্রিবি কৌন্সিলের সভ্য পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি বাণিজ্য বিভাগের সহকারি-সভাপতি ও টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎকালে ইনি গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সংক্রান্ত রাজনীতির সমর্থন করিয়া অতিশয় যশস্বী হন। ১৮৪৭ অব্দে ইনি মহাসভায় অক্ষফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি পদে মনোনীত হন। লর্ড পামরষ্টোনের মন্ত্রীত্বকালে গ্লাডষ্টোন সাহেব রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রির পদে নিযুক্ত হন। এক্ষণে কয়েক বৎসর অবধি ইনি আমাদিগের মহারাণীর মন্ত্রীর কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব অতিশয় যোগ্য লোক। ইনি এত কর্ম্মকাজ সত্ত্বেও কয়েক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। তদ্ব্যতীত মধ্যে২ মাসিকপত্র সমূহে লিখিয়া থাকেন। ইনি এক জন সুবক্তা। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর। ইনি এক জন খ্রীষ্টভক্ত লোক। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ইহাঁর চিত্র প্রকাশ হইল।

ত্রাণতরুবর!

১

কিক্ষণে শুনিনু তব শুভ সমাচার,
হে নরনন্দন!
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর, অমানিশা হলো ভোর,
আঁধারে জ্বলিল আলো, মীলিনু নয়ন,
হে নরনন্দন!

২

কিক্ষণে ডাকিলে তুমি সুমধুর স্বরে,
যীশু দয়াময়!
নিরাশাজলধি নীরে, হেরিলাম আশা তীরে,
এ মনমরু ভূমিতে কুসুম উদয়,
যীশু দয়াময়!

৩

কি ক্ষণে হেরিনু এই বিশ্বাস নয়নে,
হে নারীকুমার !
বিদ্ধ তুমি ক্রুশোপরে, দর দর রক্ত ঝরে,
হায়২ মম তরে এ দশা তোমার,
হে নারীকুমার !

৪

দুঃখিনী জননী তব ক্রুশের তলায়,
ঈশ্বরকুমার !
বিষাদে মলিন মুখ, নেত্রনীরে ভাসে বুক,
যোহনের করে ভার সপিলা তাঁহার
ঈশ্বরকুমার !

৫

এই সব দেখে মন হইল ব্যাকুল,
হে পাপিতারণ,
তুমি প্রভো দয়া কোরে,বাঁধিলে হে প্রেমডোরে
ক্রমে আপনার কাছে কৈলা আকর্ষণ,
হে পাপিতারণ !

৬

ভাঙ্গিলাম গৃহবাস, প্রেমের পিঞ্জর,
হে নরনন্দন !
জননী করুণস্বরে, কাঁদিলেন কত করে,
কহিলেন পিতা কত পরুষ বচন।
হে নরনন্দন !

৭

কাঁদিলা অগ্রজ কত হাহাকার রবে,
যীশু দয়াময় !
(চারি দিকে শত্রু হাসে,কত লোকে কটুভাষে,)
লক্ষ্মণের শোকে যথা কৌশল্যাতনয়।
যীশু দয়াময় !

৮

প্রেমের পুত্তলি জায়া পড়িয়া ধুলায়,
হে নারী কুমার
এলাইয়ে কেশ জাল, পাষাণে হানি কপাল,
(বাতাহতা লতাসম) কাঁদিলা অপার।
হে নারীকুমার !

৯

অমূল্য মনির তরে সমস্ত বিভব,
হে অমূল্য ধন !
ত্যজিনু একান্ত মনে, পাই যদি তোমা ধনে,
তবেই সফল মম এ পাপ জীবন।
হে অমূল্য ধন !

১০

জীবনের লক্ষ্য তুমি পথের সম্বল,
হে পাপিতারণ !
জনক জননী আর, ভাই বন্ধু পরিবার,
তোমাকে পাইলে সব হইবে আপন।
হে পাপিতারণ !

১১

আসিয়াছি তব তলে বাঁচাতে জীবন,
ত্রাণতরুবর !
বিকাইনু ও চরণে, লইও অধম জনে,
মরণান্তে অহে প্রভু, তোমার গোচর।
ত্রাণতরুবর।

১২

যেখানে বিরাজ তুমি যাব সেই খানে,
হে নরমঙ্গল !
এই আশা মম মনে, জাগিতেছে প্রতিক্ষণে,
এই আশাতরে ভবে ত্যজিনু সকল।
হে নরমঙ্গল।

পাপ ও পীড়া।

পীড়া ও পাপের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। যেমন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পীড়া, তদ্রূপ আত্মিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়। পীড়া শরীরে আরম্ভ হয়, পাপের উৎপত্তিস্থান মন। পাপ মনের এক প্রকার পীড়া। শরীরের পীড়াকে ব্যাধি এবং মনের পীড়াকে আধি কহা যায়। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য এবং নিজ মহিমার নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। আমাদের যাহা ইচ্ছা, তাহা করিলে আমরা সুখী হইতে পারি না। ঈশ্বর আমাদিগকে কতকগুলি নিয়ম দিয়াছেন। এই সকল নিয়ম অনুসারে আচরণ করিলে আমরা সুখী হইতে পারি। কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে কখন সুখী হইতে পারি না। ঈশ্বরের নিয়ম পালনের উপরে আমাদের সুখ নির্ভর করিতেছে। সুখের বিপরীত দুঃখ। দুঃখের নিমিত্ত ঈশ্বর স্বতন্ত্র নিয়ম দেন নাই। তিনি কেবল সুখ লাভের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম দিয়াছেন। এই সকল নিয়ম এককালে অথবা কিয়ৎ পরিমাণে লঙ্ঘন করিলে, আমরা অসুখী হই। ঈশ্বর আমাদিগকে সুখী করিতে ইচ্ছা করেন, এই নিমিত্ত আমাদের মনে সুখ-ইচ্ছা স্থাপন করিয়াছেন। কেহ পীড়িত হইতে ইচ্ছা করেন না, কেননা ঈশ্বর আমাদের মনে এমন ইচ্ছা স্থাপন করেন নাই। পীড়া শব্দের অর্থ ক্লেশ, ক্লেশ ভোগ করিতে কাহার ইচ্ছা নাই। পীড়া অত্যন্ত ক্লেশকর, এই নিমিত্ত কেহ পীড়াগ্রস্ত হইতে ইচ্ছা করে না। পীড়া নানা জাতীয়। প্রত্যেক পীড়ার এক একটী জাতিনাম আছে। পীড়া শরীরের প্রত্যেক স্থানেই হইতে পারে। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের পরস্পর এরূপ সম্পর্ক যে, এক অঙ্গে পীড়া হইলে সমস্ত শরীর ব্যথিত হয়। শরীরকে লোকে সচরাচর ব্যাধিমন্দির বলিয়া থাকে। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, আমাদিগের এই মন্দিররূপ শরীরে বিকটমূর্ত্তি পীড়াদেবী কখন২ অধিষ্ঠান করেন। যদি আমাদের শরীর পবিত্রাত্মার মন্দির হয়, তাহা হইলে পীড়াদেবী তাহার মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন।

পাপের সঙ্গেং পৃথিবীতে পীড়া ও মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে। আদম্ যদি অপনার শরীরকে পবিত্রাত্মার মন্দির করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাতে পীড়া প্রবেশ করিতে পারিত না। সংক্রামক নামে এক জাতীয় পীড়া আছে। ইহা এক মনুষ্য হইতে অন্য মনুষ্যে নীত হয়। আমাদের মনে যে সকল পাপ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি আমরা আদম্ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। আদমের পাপ স্বভাব আমাদিগেতে সংক্রামিত হইয়াছে। পীড়া হইলে রুচি থাকে না। রুচি না থাকিলেই কোন দ্রব্যই আহার করিতে ইচ্ছা হয় না। আহার না করিলে শরীর শীর্ণ, শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। পীড়ার ন্যায় পাপও রুচি নষ্ট করিয়া থাকে। পাপ করিলে পারমার্থিক আহারে কিছুমাত্র রুচি থাকে না। এই নিমিত্ত যাঁহারা পাপী, বাইবেল পড়িতে তাঁহাদের ভাল লাগে না, প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় না, ভজনালয়ে যাওয়া ক্লেশকর বোধ হয়। কোনং সময় সামান্য পীড়া হইলে আপনাপনি ভাল হয়, কিন্তু শক্ত পীড়া ঔষধ সেবন না করিলে কখনই ভাল হয় না। শরীরের পীড়া দূর করিবার জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহা পৃথিবীতে জন্মিয়া থাকে। আত্মিক পীড়ার ঔষধ, স্বর্গ ভিন্ন আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। সকল লোকেরই পীড়া হয়, কিন্তু সকলে পীড়া দূর করিবার জন্য ঔষধ জানে না। যাঁহারা পীড়া নিরূপণ ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে চিকিৎসক কহা যায়।

নানা প্রকার রোগের নানা প্রকার চিকিৎসক আছে। কেহ বা এক রোগের চিকিৎসক, কেহ বা অন্য রোগের চিকিৎসক। সর্ব্ব প্রকার পাপের এক মাত্র চিকিৎসক আছেন; ইহাঁর নাম যীশু। যীশু, বৃক্ষ, লতা, পাতা মূল বা কোন প্রকার ধাতু দ্বারা পাপ রোগের ঔষধ প্রস্তুত করেন না। তিনি আপনার শরীর দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। যাঁহারা শরীরের চিকিৎসক, তাঁহারা স্বতন্ত্র ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করেন। যীশু এমনি চিকিৎসক যে, তাঁহার ঔষধ ও পথ্য একই। কোনং প্রকার পীড়ার সময় পুনঃং জলপান করিতে ইচ্ছা হয়। যীশু

পাপরোগীকে পুনঃং জল দেন না। যে পাপরোগী যীশুর নিকট হইতে একবার জলপান করিয়াছে, তাহার আর তৃষ্ণা থাকে না, সুতরাং জলেরও আর প্রয়োজন হয় না। সময়েং কোনং দেশের বায়ু এমনি দূষিত হয়, যে সেইং দেশবাসী সকলে পীড়াগ্রস্থ হইয়া পড়ে। যে পারমার্থিক বায়ু পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা দূষিত ও প্রত্যেক মনুষ্যের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমরা সকলেই পাপ রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। পৃথিবীর মধ্যে যিনি বাস করিয়াছেন, তিনিই পাপরোগে ব্যথিত হইয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত পৃথিবী একটী বৃহৎ চিকিৎসালয় হইয়াছে। কখনং লোকে একবার পীড়া হইতে কিছু আরোগ্য লাভ করিয়া আরবার রোগাক্রান্ত হয়। পুনঃং রোগ হইলে, পুনঃ পুনঃ চিকিৎসককে ডাকিতে হয়। যীশু এমনি চিকিৎসক যে, তাঁহার পুনঃং পৃথিবীতে আসিবার প্রয়োজন নাই। তিনি একবার পৃথিবীতে আসিয়া, সকল রোগের প্রতিকার করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য হইবে, তিনি তাহাদিগকে এই বৃহৎ চিকিৎসালয় হইতে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া যাইবেন, কিন্তু যাহারা আরোগ্য হয় নাই, তাহাদিগকে তিনি চিকিৎসালয়ের সহিত ধ্বংস করিবেন। শারীরিক চিকিৎসকেরা পুনঃং ঔষধ বিধি লিখিয়া থাকেন। যীশুর ঔষধবিধি এক বই দুই নহে। তাঁহার ঔষধবিধির নাম সুসমাচার। যীশু যে ঔষধ দান করেন, তাহার নিমিত্ত কাহার নিকট কিছু মূল্য চাহেন না, তিনি বিনা মূল্যে সকলকে ঔষধ দেন। হে পাপরোগাক্রান্ত মনুষ্য! এমন দাতব্য ঔষধে অনাদর করিও না। এখনি ঔষধ সেবন কর, তাহা না করিলে ঐ পীড়া হইতে তোমার মৃত্যু হইতে পারে। মরণে তোমার ইচ্ছা নাই, তবে ঔষধ সেবন করিতে কেন ইচ্ছা হয় না? এখনি ইচ্ছা কর; তাহা হইলে নিশ্চয় বাঁচিবে।

কথাতরঙ্গ।

সুরাপানের ফল।

বিখ্যাত মহম্মদ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনকালে বিবাহের ভোজ উপলক্ষে অনেক লোককে সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। পরদিন সেই রাস্তা দিয়া প্রত্যাগমন কালে, যে স্থানে লোকদিগকে সুরাপানে আমোদ করিতে দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন, এবং নিকটস্থ লোকদিগের নিকট অবগত হইলেন যে, লোকেরা অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া শেষে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া রক্ত পাত করিয়াছিল। এই ঘটনা দ্বারা সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়াই মহম্মদ কোরাণে সুরাপান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

মাতৃপিত ভক্তি

পূর্ব্বকালের রাজারা কোন নগর জয় করিলে নগর লুঠ ও শেষে নগরস্থ গৃহাদি দগ্ধ করিতেন। এক সময়ে কোন নগর যুদ্ধে পরাজিত হইলে জয়কারী রাজা নগরবাসিদিগকে বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে আপন২ সঙ্গে যে কিছু জিনিষপত্র লইতে পার, লইয়া স্থানান্তর গমন কর।" তাহাতে সকলেই টাকা কড়ি সোণারূপা যাহার যা ছিল, লইয়া বাহির হইল। নগর মধ্যে দুটী যুবা পুরুষ বাস করিতেন, তাঁহাদের মাতাপিতা এমন বৃদ্ধ যে চলিতে অক্ষম। যুবক ভ্রাতৃদ্বয় অন্য কোন বহুমূল্য দ্রব্য না লইয়া এক জনে মাতাকে ও অপর জনে পিতাকে স্কন্ধে করিয়া বাহির হইলেন। নগরজেতা রাজা তাঁহাদের মাতা পিতার প্রতি ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

"এই আমার অলঙ্কার।"

এক্ষণে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বড় অলঙ্কার ভালবাসেন, পূর্ব্বে ইউরোপীয় স্ত্রীরাও তাহাই করিতেন। কারোলিনা নামে একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক ছিলেন, এক দিন একটী বড় মানুষের স্ত্রী তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আপনার অলঙ্কার সকল দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, পরে কারোলিনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা, তোমার গয়না কৈ?" কারোলিনার এক খানিও গহনা ছিলনা। তিনি এই কথা শুনিয়া আপনার ছেলে কটীকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই আমার অলঙ্কার!" আগতা বড় মানুষের স্ত্রী ইহাতে অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

পরের দুঃখ দেখ!

সেকালে একজন মুসলমান কবি ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। মুসলমানেরা মসজিদে যাইয়া নমাজ পড়ে। তৎকালে তাহারা ভাল কাপড় ও ভাল জুতা পরিয়া যায়। এই কবি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, একটী ভগ্ন কুটীরে বাস করিতেন। এক রাত্রে শৃগাল কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার এক পাটী জুতা লইয়া যায়। প্রাতঃকালে উঠিয়া কবি মসজিদে যাইবার জন্য কাপড় পরিলেন, কিন্তু দেখেন, এক পাটী জুতা নাই। কি করেন, টাকাও নাই যে তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিবেন। কবি বড় দুঃখিত হইলেন। দারিদ্র্য-দুঃখ তাঁহার বড়ই ভার বোধ হইল। শেষে শুধু পায়ে মসজিদে গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, এক জন মানুষ বসিয়া আছে, তাহার একটী পদ নাই। ইহা দেখিয়া কবির জুতার খেদ দূর হইল। তিনি দেখিলেন, এই একপদহীন ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি অধিক সুখী। পরের দুঃখ দেখিলে আপনার দুখের লাঘব হয়।

নেপোলিয়ন ও তাঁহার ভৃত্য।

ওয়াটালুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আপনার তাম্বুতে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন। অতিশয় পরিশ্রম, ও ক্ষুধা নিবন্ধন সম্রাটের মুখ মলিন হইয়াছে। এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য থালায় করিয়া কিঞ্চিৎ আহার্য্য সামগ্রী আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল, এবং বলিল, "সম্রাট, কিঞ্চিৎ আহার করিলে আপনার আরাম বোধ হইবে।" বোনাপার্ট তাহার মুখ পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথা?" "অমুক গ্রামে।" "তোমার কে২ আছে?" "মাতা পিতা, ভাই ভগিনী আছেন।" "তোমার পিতা যে গৃহে বাস করেন, তাহা কি তাঁহার নিজের?" "হাঁ মহারাজ।" "সেই গৃহেই সুখ আছে।"

জিরাফ্।

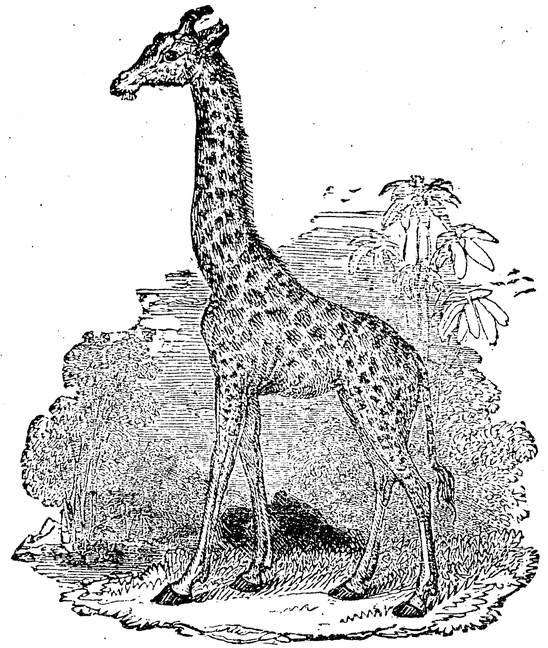

সমস্ত জন্তু অপেক্ষা জিরাফ্ অধিকতর দীর্ঘকায়। কোন২ টা আঠার ফুট লম্বা হয়। ইহার আকৃতি কতকটা উষ্ট্রের ন্যায়, এবং চিতা-ব্যাঘ্রের ন্যায় ইহার শরীরে কালো ডোরা আছে। অতিশয় দীর্ঘ বৃক্ষের শাখাগ্র ও পাতা ইহারা আহার করে। ইহাদের মস্তক অতিশয় ক্ষুদ্র ও হরিণের মস্তকসদৃশ। ইহাদের শৃঙ্গ ছোট ও সোজা। ইহাদের চক্ষু ও কর্ণ উভয়ই বড়২। ইহাদের জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ ও বর্ণ কালো। উহারা জিহ্বার দ্বারা বৃক্ষ পত্রাদি জড়াইয়া ধরিয়া মুখের ভিতরে পূরে। ইহাদের ঘাড় অত্যন্ত লম্বা ও তাহার উপরিভাগে কালো রঙ্গের কেশর আছে। জিরাফ্ কেবল আফ্রিকা দেশেই পাওয়া যায়। ইহারা অরণ্যে বাস করে না, অনুচ্চ পর্ব্বতাদি ইহাদের বাসস্থান। ইহারা বন্য বটে, কিন্তু বড় নিরীহ। ইহারা অতি দ্রুত দৌড়িতে পারে। সিংহ বা ব্যাঘ্রে ইহাদিগকে সচরাচর আক্রমণ করিয়া থাকে, ইহারা পশ্চাৎ পদ দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করে। ইহাদের চর্ম্ম এমন কঠিন যে সহসা ব্যাঘ্র বা সিংহ নখর দ্বারা তাহা ভেদ করিতে পারে না। সুতরাং এই দুই ভয়ানক জন্তু ইহাদিগকে সহজে বধ করিতে অক্ষম। এক বার এক ব্যাঘ্র এক জিরাফ্কে আক্রমণ করিয়াছিল, জিরাফ্ সেই ব্যাঘ্রকে পৃষ্ঠে করিয়া দশ ক্রোশ পথ দৌড়িয়াছিল; তথাপি জিরাফের চর্ম্ম ভেদ করিতে না পারাতে ব্যাঘ্র পরাস্ত হইল, ও জিরাফ্ রক্ষা পাইল।

Priya Nath Chatterjee